কমলায় আশা রাখছেন ওবামা দম্পতি পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

22 August 2024, Thursday, 8th Year, Issue 388, 40 Pages

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল পৃষ্ঠা ২৯

২২ আগস্ট ২০২৪, ৭ ভাদ্র ১৪৩১, ১৭ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮৮, পৃষ্ঠা: ৪০

হাসিনার পতনে ‘গ্যাং অব ফোর’

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে আ.লীগ

আওয়ামী লীগের নেতাদের মতে, ‘শেখ হাসিনা দল ও জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন।’

ঢাকা ডেস্ক

‘আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব না’। আরেক জন বলেছেন, ‘আমি আত্মগোপনে আছি, ফোনে কথা বলতে পারি’, অপর একজন বলেছেন, ‘নিরাপদ কোনো স্থানে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব’ এবং অন্য এক নেতা বলেছেন, ‘আপনার গতিবিধি নজরদারি করা হবে, তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারব কি না জানি না।’

অতিসম্প্রতি বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো দল আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে এ ধরনের কথোপকথন প্রকাশ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

এই নেতারা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, তাঁরা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিশোধের শিকার হওয়ার শঙ্কায় আত্মগোপন করেছেন। এই

শেখ হাসিনা

নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটি অভিন্ন সুর পেয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তাদের মতে, ‘শেখ হাসিনা দল ও জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন।’ তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, ‘আপা আমাদের ছেড়ে গেছেন।’

আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ঠুরতায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝেছিলাম। বিএনপিকে নির্বাচনের তরীতে ওঠানো গেলে হয়তো সেই ক্ষোভ থামানো যেত। তাতে আমরাই আবার জিতে ক্ষমতায় থাকতে পারতাম।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ফেঁসে যাচ্ছেন মেনন-ইনু

বিশেষ প্রতিনিধি

আওয়ামী লীগের নেতাদের পরে এবার ফেঁসে যাচ্ছেন ১৪ দলীয় জোটের শরিক নেতারা। ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার হয়েছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

আন্দোলন-সংঘাতে অর্থনীতি ধাক্কা সামলিয়ে উঠা কতদিনে সম্ভব!

বিশেষ প্রতিনিধি

এক মাসেরও অধিক সময় ধরে চলা এ আন্দোলনে ব্যাপক প্রাণহানির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে বিপর্যস্ত

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

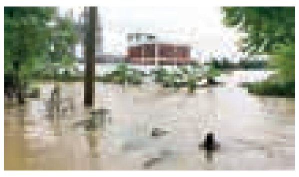

ফেনীতে ভয়াবহ বন্যা। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ বন্যায় বিপর্যয়

ঢাকা অফিস

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে দেশ। উজানে ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা ঢল ও গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে দেশের প্রায় ১৪টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে।

বিশেষ করে ফেনী, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে হঠাৎ সৃষ্ট বন্যায় নেমে এসেছে মানবিক বিপর্যয়। পানিবন্দি লাখ লাখ মানুষ। তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও অভ্যন্তরীণ সব সড়ক। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাসিন্দারা। বিশাল জলরাশিতে শেষ হয়ে গেছে কৃষকের স্বপ্ন। নষ্ট হয়েছে ফসলি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কমলার অভিষেক নিয়ে আশাবাদ উস্কে উঠেছে

প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসকে দেখা যাবে, এমন আশাবাদ আমেরিকার সর্বত্র।

বিশেষ প্রতিনিধি

রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারানোর লক্ষ্যে ডেমোক্র্যাট দলে অভাবনীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দুই তারকা দম্পতি ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রচারণায় জোয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রার্থী হওয়া না হওয়ার দোলাচল থেকে বেরিয়ে আসার পরই দলটি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। চলতি সপ্তাহে শিকাগোর কনভেনশন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বল ক্লিনটন এবং বারাক ওবামা। সাবেক দুই

কমলা হ্যারিস

ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন এবং মিশেল ওবামার উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল সম্মেলন কেন্দ্রে। নিজের অভিমান ভুলে সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাষ্ট্রনায়কোচিত বক্তব্য রেখেছেন। দলের এমন ঐক্যের প্রভাব ডেমোক্র্যাট দলেই শুধু নয়, প্রভাব পড়েছে জাতীয়ভাবে। আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিসকে দেখা যাবে , এমন আশাবাদ উস্কে উঠেছে আমেরিকার সর্বত্র।

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

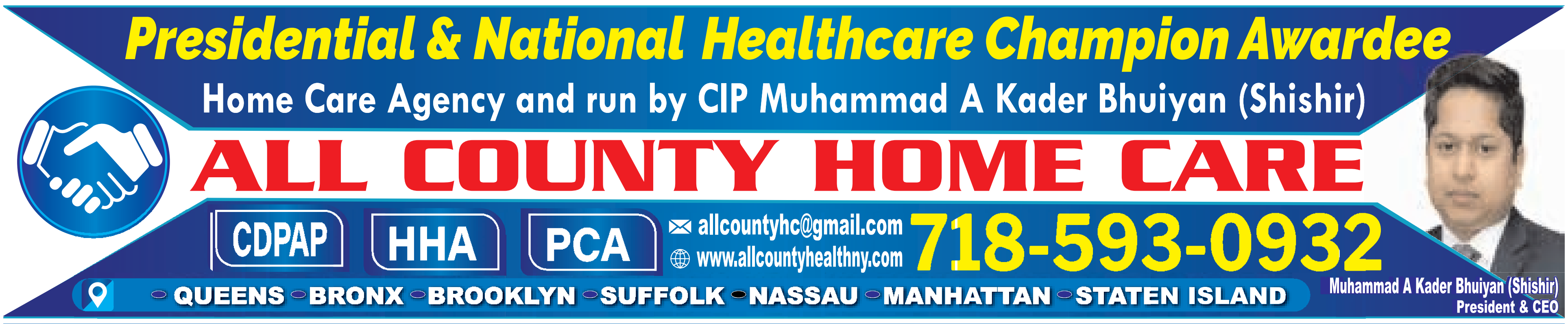

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM
The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration open for 3rd
Paralegal Bootcamp
on U.S. Immigration Law
Exclusive focus on U.S. Immigration Law
Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms
Class Starts from September 07, 2024
Course Duration 50 Days (16 classes)
100% Refund for Top Performers
Registration Link
Deadline for Registration
August 25, 2024
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ান্সি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

Bangladeshi Homeowners Association of NYC
Join Us Anytime - Free Membership

Contact :

718-297-9313 | 917-618-0740
BDHOANYC@gmail.com

Our Property Management Services Include :

• Basement Environmental Health & Safety :

Comprehensive evaluation, including indoor/outdoor air quality, fire safety, hazardous materials, carcinogens, lead paint, asbestos, mold, and RADON gas inspection.

• Tenant Services :

Assistance with basement tenant eviction, rent collection, private investigation, and community mediation.

• NYC HPD Accessory Dwelling Unit (ADU) Program :

Guidance on the legal conversion of basements and attics, including application assistance for HPD grant money. Learn more. (https://youtu.be/mSue0QIJAcY).

• Construction & Repair Advice :

Lead paint analysis and removal. Referrals to low-cost independent contractors from the New York City Housing Authority (NYCHA) to help save on costs.

সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন গ্রেপ্তার

ঢাকা অফিস

রাশেদ খান মেনন

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বনানীর বাসা থেকে আটক হন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের এ নেতা।

রাশেদ খান মেননের গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিত করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় মিডিয়া বিভাগের আহ্বায়ক মোস্তফা আলমগীর রতন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে। ১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক ও সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়।

দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত নন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

খালেদা জিয়া

মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে বাসায় পৌঁছেছেন। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তিনি রাজধানীর গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় পৌঁছান। তবে বিদেশে নেওয়ার জন্য যে দীর্ঘ ভ্রমণ, সেটার জন্য এখনো শারীরিকভাবে বেগম খালেদা জিয়া প্রস্তুত নন বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

খালেদা জিয়াকে বাসায় নিয়ে আসার পর বুধবার রাত ৯ টার দিকে এ জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, আমরা আগেও বলেছি, আজকেও মেডিকেল বোর্ড আবার বসেছে এবং তারা একই ধরনের রিকমেন্ডেশন দিয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। তবে সেখানে যেতে হলে বেশ লম্বা সময় ফ্লাই করতে হবে। সে জন্য একটি শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন আছে। তাই আট থেকে পনেরো ঘণ্টা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ২১ ঘণ্টাও হয়। সেইটা যাতে উনি ফ্লাই করতে পারেন। সে জন্যই মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এখন বাসায় নিয়ে এসেছি। এখন বাসায় রেখেই চিকিৎসা চলবে।

নিউজার্সির ফ্রাংকলিন টাউনশিপের বহুজাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবর্তী নৈশভোজ হয়ে গেলো গত ১৬ আগস্ট শুক্রবার। এডিসন শহরের এক রেস্তরায় আয়োজিত এ নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন ফ্রানক্লিন টাউনশীপের বহুজাতিক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠকরা। কাউন্সিলওম্যান শিফা উদ্দিন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন নিজেদের সংস্কৃতিকে ধারণ করেই আমেরিকায় বহু জাতিগোষ্টি একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এমন মিশ্র সংস্কৃতির কারণেই আমেরিকা বিশ্বের একটি অনন্য এবং শক্তিশালী দেশ বলে তিনি উল্লেখ করেন। ছবি: প্রথম আলো

কমলার অভিষেক নিয়ে আশাবাদ উস্কে উঠেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর স্ত্রী মিশেল ওবামা। এতে উজ্জীবিত দলের কর্মী-সমর্থকেরা। নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে যেতে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন ওবামা ও মিশেল। গত সোমবার রাতে শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টার অ্যারেনায় চার দিনের এ সম্মেলন শুরু হয়। দ্বিতীয় দিন গত মঙ্গলবার সম্মেলনে যোগ দেন ওবামা। এ সম্মেলনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ওক্তব্য রাখতে গিয়ে ওবামা বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস মার্কিন নাগরিকদের জন্য লড়াই করবেন। নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় ভোটে কমলার প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘বিপজ্জনক’ বলেও আখ্যা দেন তিনি। সম্মেলনে একজন প্রসিকিউটর হিসেবে কমলার কাজের ইতিহাস তুলে ধরেন ওবামা। সহকর্মী ডেমোক্র্যাটদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আলোর মশালটি কমলা হ্যারিসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখার জন্য প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। সাবেক এই প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি সারা জীবন সেসব মানুষের জন্য লড়াই করেছেন, যাঁদের একটি কণ্ঠস্বর প্রয়োজন। তিনি এমন একজন, যিনি আপনাদের দেখাশোনা করবেন, আপনাদের কথা শুনবেন এবং আপনাদের জন্য প্রতিদিন উঠে দাঁড়াবেন, লড়াই করবেন।’

এ সময় উচ্ছ্বসিত জনতার উদ্দেশে কমলা সম্পর্কে ওবামা বলেন, ‘হ্যাঁ, তিনি পারবেন।’ কয়েকবার তিনি এ বাক্য উচ্চারণ করেন। ওবামার নির্বাচনী প্রচারাভিযানের স্লোগান ছিল, ‘হ্যাঁ, আমরা পারব।’

নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। বক্তব্যে তাঁকে আক্রমণ করেন বারাক ওবামা। তিনি বলেন, ট্রাম্প বিপজ্জনক।

সম্মেলনে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেরও প্রশংসা করেন ওবামা। তিনি বলেন, ইতিহাস বাইডেনকে মনে রাখবে এমন একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে, যিনি মহাবিপদের মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন।

তবে সামনে যে কঠিন লড়াই, সে বিষয়ে কর্মী-সমর্থকদের সতর্ক করেছেন ওবামা দম্পতি। দোদুল্যমান রাজ্যগুলোর ওপর থেকে যাতে নজর সরে না যায়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, কয়েকটি দোদুল্যমান রাজ্যের ভোটে ফল নির্ধারিত হবে। ওবামা বলেন, ভুল করা যাবে না, এটা হবে একটি লড়াই।

মিশেল ওবামা স্বামীর বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, আশা ফিরতে শুরু করেছে। এর আগে ‘আশা ও পরিবর্তন’ নামে প্রচারণা চালানোর অঙ্গীকার করেন ওবামা। মিশেল ওবামা আরও বলেন, ‘আমাদের দলে দলে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে, যাতে সব ধরনের সংশয় কেটে যায়। আমাদের দমিয়ে দেওয়ার যেকোনো চেষ্টাকে পরাস্ত করতে হবে।’

ডেমোক্রেটিক পার্টির চার দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন স্থানীয় সময় সোমবার শুরু হয়। ওই দিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আবেগময় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র, আমি তোমাকে আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়েছি।’

সম্মেলনের তৃতীয় দিনে বক্তব্য ররেখেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং কমলা হ্যারিসের রানিং মেট টিম ওয়ালজের। এ রাতের বক্তব্যের থিম ছিল ‘আমাদের মুক্তির লড়াই’।

শিগাগো সম্মেলনে বকবয় রেখেছেন ডেমোক্র্যাট দলের উদারনৈতিক পক্ষের তারকা আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কার্টেজ। ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নানা বিষয় নিয়ে উদারনৈতিক ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে চরম বিরোধ চলমান ছিল। উদারনৈতিকদের কখনো পাশে পাওয়া যায়নি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। ধরে নেয়া হয়েছিল, এ বিরোধের কারণে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের ভরাডুবি হবে।

চরম আক্রমণাত্মক প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারানোর জন্য ডেমোক্র্যাট দলের এ ঐক্য ঐতিহাসিক। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যেই জনমত জরীপে পিছিয়ে থাকা কমলা হ্যারিস জাতীয়ভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এরমধ্যেই টপকে গেছেন।

আমেরিকার নির্বাচন নির্ভর করছে মাত্র কয়েকটি সুইং স্টেটের উপর। পেনসিলভেনিয়া, জর্জিয়া, মিশগান, এরিজোনা, নাভাদার মতো রাজ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জনমতে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকার রাজনীতি জনমত জরীপ নির্ভর। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোরে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাঁর সমাবেশেও ব্যাপক জনসমাবেশ হচ্ছে। স্বভাবসুলভ বক্তৃতায় ট্রাম্প আক্রমণ করে চলেছেন কমলা হ্যারিস সহ তাঁর সমর্থনে দাঁড়ানো সাবেক প্রেসিডেন্টদের।

নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাসের কিছু বেশি সময় বাকি। শেষ অক্টোবর পর্যন্ত কমলা হ্যারিস তাঁর প্রচারণার অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে পারলে আমেরিকায় আরেকটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে এমন আশাবাদ করা হচ্ছে উদারনৈতিক আমেরিকানদের পক্ষ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কমলা হ্যারিসই প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন কি না, তা দেখার জন্য অপেক্ষায় পুরো বিশ্ব।

সম্পাদকীয়

পুলিশকে হতে হবে জনবান্ধব

বলার অপেক্ষা রাখে না, জুলাই-আগস্ট জুড়ে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন ও সরকার পতনের গণ–আন্দোলন দমাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন গত ১৩ আগস্ট রাজধানীর পিলখানায় বিজিবির সদর দপ্তরের হাসপাতালে আহত বিজিবি সদস্যদের দেখে ফেরার পথে সাংবাদিকদের বলেন, '১৫ বছরে এই ফোর্সগুলোকে দানব বানিয়েছে। যারা দানব বানিয়েছে- আমি পারি আর না পারি, আই উইল টেক দেম টু ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট (দানব বানানোর জন্য দায়ীদের আন্তর্জাতিক আদালতে তোলা হবে)। তারা কত লোক মেরেছে। প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশন ধ্বংস করেছে। আমরা অলরেডি কিছু কিছু অ্যাকশনে গিয়েছি, যারা পুলিশকে দানব বানিয়েছে।'

গত ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মৃত্যু দিয়ে শুরু। একইদিন দেশে আরও পাঁচ আন্দোলনকারী নিহত হয়। একদিন বিরতি দিয়ে ১৮ জুলাই থেকে গণহারে প্রাণহানী ঘটতে থাকে ছাত্র–জনতার। ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ তথা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন পর্যন্ত রক্ত ঝরেছে সারা দেশে। এরপরের ইতিহাস পুলিশের মার খাওয়া ও পলায়নের।

বিক্ষোভকারী ছাত্র–জনতার ওপর কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড, ছররা গুলি, রাবার বুলেট ও তাজা গুলির ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় মূলত ৫ আগস্ট থেকে দেশের প্রায় সব জায়গায় আক্রমণের শিকার হয় পুলিশ। এদিন থেকে সারা দেশে পুলিশের একাধিক ফাঁড়ি, থানা, পুলিশ লাইন্সে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং অস্ত্র ও মালামাল লুটপাটের ঘটনা ঘটে। ভয়ে পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে যায়। হামলা থেকে বাদ যায়নি রাজধানীতে বাহিনীটির সদর দপ্তর। ওই দিন থেকে আইনশৃঙ্খলাসহ দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীটির সদস্যরাই হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত। পুলিশের ৪৩ জন সদস্যের মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়। অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থানায় থানায় সেনা উপস্থিতি, নিরাপত্তার আশ্বাস ও ছাত্র–জনতার সহযোগিতার মনোভাব দেখে পুলিশের অধিকাংশ সদস্য কাজে যোগ দিয়েছে। সবগুলো থানার কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘটনার পর পুলিশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পুলিশের ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওপরই মূলত ক্ষোভ ঝাড়েন নন–ক্যাডারে কর্মরত সদস্যরা। পুলিশ প্রবিধানের ১০৮ ধারা খেয়াল করলে নিচের স্তরের পুলিশের এই অভিযোগের সত্যতা মেলে। যেখানে ১৮৬১ সালের আইনের ৫ নম্বর ধারা অনুসারে 'সরকারি নীতি সমালোচনা নিষিদ্ধ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'একজন কর্মকর্তা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে নিজস্ব মতামত গঠন করতে পারবেন। কিন্তু সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো নীতি বা কার্যক্রম অনুমোদন করেছে বলে তিনি বিশ্বাস করে থাকলে সেই সম্পর্কে কোনো আক্রমণাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করতে পারবেন না এবং লিখিত বা মৌখিকভাবে সরকারী নীতি সম্পর্কে কোনো মত প্রকাশ করবেন না। কোনো কর্মকর্তা আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সরকারের কোনো নির্দেশ পালনে ইচ্ছুক না হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নিজের মনোভাব জানানোর পর হয় এই আদেশ আনুগত্যের সঙ্গে নীরবে পালন করবেন, অন্যথায় চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন। এটা করা ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোনো পথ তার জন্য খোলা নাই।'

পুলিশ বাহিনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্যোগের কথা এসেছে সুশীল সমাজ; এমনকি অন্তবর্তী সরকারের দিক থেকেও। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, পুলিশ সংস্কারে স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের প্রস্তাবের কথা ভাবা হচ্ছে। দ্রুতই তা করা হতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের এ উদ্যোগ থেমে গেলে আগের মতোই হতাশ হতে হবে।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগ পর্যন্ত কোটা সংস্কার আন্দোলন ও গণ–আন্দোলনে পুলিশের নির্বিচার গুলি ও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের হামলায় আড়াই শতাধিক ছাত্র–জনতা হতাহতের খবর গণমাধ্যমে এসেছে। এরপর আরও দুই শতাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, যার একাংশ পুলিশ। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকা বাহিনী পুলিশের বিরুদ্ধে এবার জণগণের ক্ষোভ ও ঘৃণার মারাত্মক প্রকাশ পেয়েছে। সময় এসেছে পুলিশের সংস্কার করে বাহিনীটিকে জনবান্ধব ও আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার। পুলিশের ভেতর থেকেই বাহিনীর সংস্কারের জোরালো দাবি ওঠেছে। তারা বর্তমান পোশাকে স্বস্তিবোধ করছে না। তাই 'দানব' থেকে জনবান্ধব আধুনিক পুলিশ গঠনের এটাই উপযুক্ত সময়।

পুলিশ বাহিনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্যোগের কথা এসেছে সুশীল সমাজ; এমনকি অন্তবর্তী সরকারের দিক থেকেও। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, পুলিশ সংস্কারে স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের প্রস্তাবের কথা ভাবা হচ্ছে। দ্রুতই তা করা হতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের এ উদ্যোগ থেমে গেলে আগের মতোই হতাশ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, পুলিশ সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭' এখনও আলোর মুখ দেখেনি। পুলিশকে আরও জনবান্ধব ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ওই সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়। এই সন্দেহ অমূলক নয় যে, পরবর্তীতে আসা রাজনৈতিক সরকার পুলিশকে ফের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে সংস্কারের পথ বন্ধ করে দেবে।

একটি দেশ পুলিশ ছাড়া চলতে পারে না। সব মানুষেরই চাওয়া ও আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো মাথায় রেখে পুলিশ সংস্কার করা। পুলিশ সংস্কারে কমিশন গঠন হলে খুবই ভালো। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে একজন বিচারিক হাকিমের তত্ত্বাবধানে পুলিশের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার আইন করা হোক। এমনটা হলে রাজনৈতিক গ্রেপ্তার, গণগ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলা বন্ধ হবে।

জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী নিশ্চিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় নয়– যোগ্যতার ভিত্তিতে দেশপ্রেমিক, পরিশ্রমী ও স্বপ্নচারী স্মার্ট তরুণদের নিয়োগদানের মাধ্যমে আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার দিকে জোর দিতে হবে। পুলিশে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও এক নীতি অনুসরন করতে হবে।

পুলিশে সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য সাধারণ ছুটি কাটানোর নিশ্চয়তাসহ পারিবারিক প্রয়োজনে ছুটি দিতে হবে। এতে তাদের কর্মস্পৃহা বাড়বে। আর পুলিশ সদস্যদের অবশ্যই ঘুষ নেওয়া, দুর্নীতি করা, সাধারণ মানুষকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। পুলিশ সম্পর্কে মানুষের ধারণা

আইন ও নীতিমালায় থেকে কাজ করার নিশ্চয়তা থাকলে উর্ধ্বতনদের অন্যায় আদেশ বাস্তবায়নের বদলে লব্দ প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করতে পারবে পুলিশের প্রতিটি সদস্য। যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, দক্ষতার ভিত্তিতে পদায়ন ও পদোন্নতি, যুগপোযোগি সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে পুলিশ সদস্যদের অপব্যবহার বন্ধসহ ঘুষ–দুর্নীতির নতুন গল্প তৈরির পথ রুদ্ধ করা যাবে।

ভারতের কাছে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করি

এ কে এম শামসুদ্দিন

এক যুগের বেশি সময় ধরে একজন কর্তৃত্ববাদী নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা ও তাঁর দলকে সমর্থন জুগিয়ে ভারত কেবল নিজেদের স্বার্থই উদ্ধার করেছে

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থান রূপ নেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের ৯ দফা যখন ১ দফায় চলে আসে, তখনই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রবল পরাক্রমশালী শাসক শেখ হাসিনার বিদায়ঘণ্টা বেজে ওঠে। ৫ আগস্ট সকালে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ঢাকায় জড়ো হতে থাকলে, শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিক দেশ ছেড়ে চলে যান। এত দিন যাদের ওপর ভর করে তিনি ক্ষমতায় টিকে ছিলেন, সেই পুলিশ ও নিজ দলের আর্মড ক্যাডারের সদস্যরাও জনরোষ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি।

শেষ ভরসা, সশস্ত্র বাহিনীও তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ওই মুহূর্তে ভারতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাঁর অবশ্য আর কোনো গত্যন্তরও ছিল না। নিজ দেশের তিন শতাধিক নাগরিকের খুনের রক্তে যাঁর হাত রাঙা, তেমন একজন পতিত শাসককে আশ্রয় দেওয়া, প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের জন্যও অস্বস্তিকর ছিল। তবু ভারত তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়।

জানা গেছে, খুব অল্প সময়ের নোটিশে ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে। ৬ আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এ বিষয়ে সবাইকে অবগত করেন। তিনি জানান, যত দিন তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রে শেখ হাসিনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা না হবে, তত দিন তিনি ভারতেই থাকবেন।

শেখ হাসিনা কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্রে আশ্রয়ের চেষ্টা করলেও কোনো দেশই তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। তবে শেখ হাসিনার ভারত ছেড়ে যাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন, শেখ হাসিনা সত্যিই কি ভারত ছেড়ে অন্যত্র যেতে ইচ্ছুক? নাকি তিনি ভারতেই থেকে যেতে চান? ভারতে থাকতে পারলে শেখ হাসিনার সুবিধাই হবে। ভারতে বসে বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতি পরিচালনা করতে পারবেন। শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ও তাই মনে করেন। ১৪ আগস্ট ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জয় বলেছেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার জন্য তিনি (শেখ হাসিনা) অপেক্ষা করছেন।

সম্ভবত মা আপাতত ভারতেই থাকবেন।' শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লির সন্নিকটে ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনীতে অবস্থান করছেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, নিরাপত্তাজনিত কারণে শেখ হাসিনার সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি দিল্লিতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলও নাকি তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি। সত্যিই কি তাই?

হাসিনাকে যদি কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতেই রাখা হতো, তাহলে ভারতীয় বিমানঘাঁটির মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় বসে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী মামলায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনা তাঁর নেতা-কর্মীদের, বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হতে পারে—এমন রাজনৈতিক নির্দেশনা দেন কী করে? এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার।

১৪ আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত ভূখণ্ডে বসে শেখ হাসিনা যেসব বিবৃতি দিচ্ছেন, তা দুই নিকট প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অন্তরায়। এটা দুই দেশের সুসম্পর্কের জন্য সহায়কও নয়।

ভারতের বাংলাদেশনীতি নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই সন্তুষ্ট ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকেই দেখা গেছে, ভারত বরাবরই বাংলাদেশের জনগণের মনোভাবকে অবজ্ঞা করে এককভাবে একটি দলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে। তারা জনগণের চেয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এ নিয়ে ভারত বিষয়ে এ দেশের জনগণের ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ কোনোকালেই আধিপত্যবাদকে মেনে নেয়নি। আর মেনে নিতে পারেনি বলেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। এ কথা এ দেশের মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকারও করে। কিন্তু ভারত একেবারে নিঃস্বার্থভাবে স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশকে যে সহায়তা করেছে, সে কথা সঠিক নয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তান ভেঙে দুই ভাগ করা' ভারত রাজনীতির অন্যতম অ্যাজেন্ডা ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ভারতকে সেই সুযোগ করে দেয়। ভারতও সুযোগ কাজে লাগায়। অতঃপর তারা যথারীতি বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেছে, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বড় ভাইসুলভ আচরণ শুরু করে দিল।

অথচ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণ ভারতের কাছ থেকে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করেছিল। প্রতিবেশী ছোট রাষ্ট্রের প্রতি বড় রাষ্ট্রের যেমন অহংবোধ ও অবজ্ঞা থাকে, বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে ভারতেরও সে ধরনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের মানুষ তা কোনো দিনও মেনে নিতে পারেনি। সে কারণে দিন দিন ভারতের প্রতি এ দেশের জনগণের হতাশা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসে। ভারতে যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, আওয়ামী লীগের প্রতিই তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এ কারণেই জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে কারচুপির নির্বাচন ও ক্ষমতা একচেটিয়া কুক্ষিগতকরণে আওয়ামী লীগের হয়ে ভারতকে বারবার আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক সহযোগিতা দিতে দেখা গেছে; যা বাংলাদেশিদের আরও বেশি ভারতবিদ্বেষী করে তুলেছে।

এবারের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিকে ভারত সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া না জানালেও তাদের অনেক সাংবাদিক, কিছু রাজনৈতিক দল, টেলিভিশন চ্যানেল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পত্রিকা, সচেতন নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলন ও হতাহতের প্রতি সহানুভূতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যে অবস্থান নিয়েছে, তা বাংলাদেশের মানুষকে হতাশ করেছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পেছনে 'বিদেশি ষড়যন্ত্র'র তত্ত্ব হাজির করে ভারত এ আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ভারতীয় গণমাধ্যম এ আন্দোলনে জামায়াত ও পাকিস্তানের হাত আছে দাবি করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের রক্তক্ষয়ী এই আন্দোলনে কালিমা লেপন করতে চেয়েছে। শেখ হাসিনার এমন অপ্রত্যাশিত পতন ভারত যে মেনে নিতে পারছে না, তা তাদের আচরণেই বোঝা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের জনগণের চেয়ে তাদের কাছে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের গুরুত্ব যে বেশি, আবারও তারা প্রমাণ করেছে। ৬ আগস্ট ভারতের পার্লামেন্টে সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্করের দেওয়া বিবৃতি লক্ষ করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়শঙ্কর তাঁর বিবৃতিতে সেদিন, বাংলাদেশের যানবাহন, রেল, সরকারি ভবন ও অবকাঠামো, পুলিশ, থানা এবং পোশাক কারখানায় আক্রমণের কথা বলেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের কথা বলেছেন। বাংলাদেশে আটকে পড়া ১৯ হাজার ভারতীয় নাগরিকের কথা বলেছেন। সারা দেশে বেশ কিছু জায়গায় সংখ্যালঘু, তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরে হামলার কথা উল্লেখ করে বিশেষ উদ্বেগের কথা জানালেও আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করেছি, আওয়ামী লীগের দলীয় সশস্ত্র ক্যাডার ও পুলিশের হাতে তিন শতাধিক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, সে কথা তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেন, ভারতের একচেটিয়া স্বার্থরক্ষা ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ভারত বরাবরই জনগণকে বাদ দিয়ে বন্ধুরাষ্ট্রের পছন্দের রাজনৈতিক নেতা ও দলের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তোলে। এটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। নেপাল, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানেও হয়েছে। এ কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হারাচ্ছে। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। সুসম্পর্ক গড়তে হলে শুধু পছন্দের দল ও ব্যক্তি নয়, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই দুই দেশের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

তাতে সম্পর্ক পাকাপোক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। কারণ যেকোনো রাষ্ট্রে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে, সে দেশের জনগণই তা নির্ধারণ করে। মনে রাখতে হবে, নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে অনৈতিকভাবে একটি স্বৈরশাসকের প্রতি সমর্থন দেখালে আর যা-ই হোক সৎ প্রতিবেশী হওয়া যায় না। বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে সে দেশের জনগণ ও তাদের স্বার্থের কথাও ভাবতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত এ কাজটি করেনি।

এক যুগের বেশি সময় ধরে একজন কর্তৃত্ববাদী নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা ও তাঁর দলকে সমর্থন জুগিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থই উদ্ধার করেছে। শেখ হাসিনাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে ভারত যে একচেটিয়া সুবিধা নিয়েছে, এর বর্ণনা এত অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। এ দেশের জনগণের তা জানা আছে। এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত যতই বলুক, বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, এ দেশের মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক যে গড়ে তুলতে চায়, তা শুধু কূটনৈতিক ভাষায় মুখে বললেই চলবে না, বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখাতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বুঝে সেভাবেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এত দিন তারা যাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে, সেই শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের নিন্দা করে এবং তাঁকে গদিচ্যুত করতে গিয়ে বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী, অধিকারকর্মী ও সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি ভারত যদি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে, তাহলেই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে উঠবে।

আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে যাঁরা এখন দেশের হাল ধরেছেন, তাঁদের প্রতি তারা আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকবে। ভারত বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধুরাষ্ট্র হলে, অন্তত এ কাজটি করে দেখাবে।

অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও কলাম লেখক

শিশুদের প্রতি স্নেহ-কোমলতার তাগিদ

শরিফ আহমাদ

মানবশিশু আল্লাহ তাআলার দেওয়া বড় নেয়ামত ও আমানত। আজকের শিশু আগামীর কর্ণধার। তারাই সভ্যতার রক্ষাকবচ। তাই শিশুদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার হাত ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। ইসলাম শিশুদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে। শিশু হত্যাকে কবিরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' আমি বললাম, 'এটা তো বড় গুনাহ বটে। এরপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'আপন সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহারের সঙ্গী হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।' (তিরমিজি: ৩১৮২; আবু দাউদ: ২০০০)

শিশুদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি তাদের সঙ্গে খেলা করতেন। আদর করতেন। চুমু খেতেন। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এসে বলল, 'আপনি কি শিশুদের চুমু দেন? আমরা তো চুমু দিই না।' তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে দয়া তুলে নিলে আমার কী করার আছে?' (বুখারি: ৫৯৯৮)

প্রতিটি শিশু পবিত্রতা, নিরাপত্তা, লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া। তাদের ভয় দেখানো, জুলুম-নির্যাতন করা এবং হত্যা করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আমর ইবনে শুয়াইব (রহ.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান বোঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (তিরমিজি: ২০৪৪)

KARNAFULLY
HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বৃহস্পতিবার, ২২ আগস্ট ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

স্বৈরাচারের পতন এবং ডায়াসপোরা মন

শেলী জামান খান

দেশ থেকে দূরে থাকলেও কিন্তু দেশকে কখনও ভুলি না। বরং বুকের কুঠরিতে আস্ত একটি দেশনিয়ে কাজকর্ম করি, ঘুরিফিরি। দেশের ভালমন্দের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকি।

প্রজন্ম হিসেবে আমি বেবি বুমার্স। বুমার্স, মিলেনিয়াম এবং জেনজি নিয়ে আমাদের চার জেনারেশনের সংসার। আমার চিন্তা-চেতনায় মিলেনিয়াম এবং জেনজিদের প্রভাবঅপরিসীম। এই নয়া প্রজন্মের নাড়ীর গতি ধরার জন্য, এদের কাছেই আমাকে প্রতিনিয়তশিখতে হয়।তাদের সাথে তাল মেলাতে প্রতিনিয়তই নিজেকে আপগ্রেড করতে হয়। নইলে তারাআমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।এদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার দায় আমার নিজের!

বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সময়কার তরুন প্রজন্মের পালসটাধরতে পারেননি। তার কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী, অগনতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী।তিনিও জেনজি-দের নাড়ীর গতি বুঝতে ব্যার্থ হলেন। ফলাফলস্বরূপ, দু'জনকেই মর্মান্তিকভাবেবিদায় নিতে হল। একজন জীবন হারালেন; অন্যজন জীবন হাতে নিয়ে পলায়ন করলেন।কাকতালীয়ভাবে, আওয়ামী ঘরানার দুজন স্বৈরশাসকেরই পতন ঘটল আগস্ট মাসে। শেখপরিবার এবং আওয়ামীলীগের জন্য আগস্ট প্রকৃত অর্থেই একটি শোকের মাসে পরিনত হ'ল।আগস্ট মাসব্যাপী শোক পালনের বন্দোবস্ত করে হাসিনা যেন নিজের কারমা'কেই প্রতিষ্ঠিত করেগেছেন!

আমি তারুন্যের পুজারী! যুগেযুগে তরুনরাই বদলে দিয়েছে ইতিহাসের গতিপথ। তাই ওরা যখন'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলন করেছে, কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে পথে নেমেছে, আমারপাখাদুটো চন্চল হয়ে উঠেছিল। মনেমনে আমিও ওদের সাথী হয়েছি। হাসিনা সরকার যখনওদের বুকে গুলি চালালো, আমার বুকেও তাই রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।ওরা যখন মরিয়া হয়ে সরকার পতন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে; আমি আমার রক্তাক্ত বুকে হাত রেখে বলেছি, 'ঈশ্বরের শপথ! আমার সন্তানদের রক্তের সাথে আমি যেন একমুহূর্তের জন্যও বেঈমানী না করি।সোনারা, আমি তোদের সাথে আছি'!

দেশে বিপ্লবের যে ঝড় উঠেছে, তার আঁচ আমরা কেউই এড়াতে পারছি না। পারবো না। দূরেথাকলেও, জুলাই বিপ্লব আমাকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করেছে। যে প্রাণগুলো ঝরে গেছে, সেইস্বজন হারাদের মর্মযাতনা তীরের মত এসে আমাকে বিঁধেছে।

গভীর বেদনার সাথে প্রত্যক্ষ করলাম, কীভাবে কোটা সংস্কার আন্দোলন দমনে হাসিনা সরকার মাঠে নামিয়ে দিলো তার পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগ, পুলিশ, বিডিআর, সীমান্ত প্রহরীদের।ছাত্রদের উপর স্থলে, বাড়ির ছাদ থেকে আকাশপথে গুলিবর্ষণ হল।রাজপথ পরিনত হলরণক্ষেত্রে। কলম হাতে মাঠে নামা নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর সরকারের সসস্ত্র যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখলো বিশ্ব। দীর্ঘ স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ যে মানুষ প্রতিবাদের সাহস দেখাতে পারেননি, তাঁরাও পথে নেমে এলেন। কোটা আন্দোলন সরকার পতন আন্দোলনে রূপ নিলো।

যেকোন আন্দোলনেই একটা উন্মাদনা তৈরি হয়। জোয়ারের মত আসা প্রবল আবেগ আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যায়। আবেগ যত বেগবান হয়, আন্দোলনও ততটাই বেগবান রূপনেয়। মানুষ তখন মৃত্যুভয়কেও জয় করে ফেলে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও এমনটা ঘটেছিল।যেমন ঘটল জুলাই বিপ্লবেও।

দূরদেশে বসে দেশের সাথে যোগাযোগ রাখার একমাত্র মাধ্যম হল ইন্টারনেট। একসময় তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কিছুদিনের জন্য দেশ অন্ধকারে তলিয়ে গেলো। সেই সুযোগে অকাতরে হত্যা চললো। ইন্টারনেট ফিরে আসতেই আবার আমরানাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে, দিনরাত এক করে সোসাল মিডিয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হাজার হাজার হত্যাযজ্ঞের খবরে শরীর হীম হয়ে গেলো। এও কী সম্ভব? এবারতো পাকিস্তানীরা মারতে আসেনি। কারা এভাবে আমাদের মারছে? ভীনদেশী পাকিস্তানীদের চেয়ে এই স্বদেশীগুলো যে আরও জঘন্য! প্রতিজ্ঞা করলাম, আমাদের এগুলো মনে থাকবে। আমৃত্যু মনে রেখে দিবো!

ছাত্রদের ডাকে এই ম্যাসকিলিং এর প্রতিবাদে, শোক জানাতে মূহুর্তের ভেতর, চোখের সামনেই, রক্তের লালরঙের সাথে একাত্মতা দেখিয়ে কোটিকোটি ফেইসবুকের প্রফাইল পিক লাল হয়ে গেলো। সমন্বয়কারী ছাত্ররা ঘোষনা দিলো মুক্তি না আসা পর্যন্ত 'জুলাই চলবে'। পৃথিবীরইতিহাসে এই প্রথম এক অভিনব ন্যারেটিভ শুরু হ'ল। আগস্টকে বিলীন করে দীর্ঘায়িত হ'লজুলাই মাস। জুলাই মাস দীর্ঘ হয়ে ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ দিনে দাঁড়াল। তারপর ৩৬ জুলাই বিজয় এলো। মনে পড়ল, একাত্তরের সাড়া জাগানো সেই গান,

"পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে জন-সমুদ্রে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।"

সেই বালিকা বয়সে এই একই সুর যেভাবে রক্তে দোলা দিয়েছিল, আজো, এতগুলো বছর পরও বুকের ভেতরে একইভাবে রক্ত ছলকে উঠল। দেশ কি তবে আরেকবার স্বাধীনতার মুখ দেখলো? অনুভব করলাম, একাত্তরের সেইসব রক্তঝরা দিনগুলো। একাত্তরের অর্জিত স্বাধীনতা আসলেই বেহাত হয়ে গিয়েছিল। তাইতো আবারও নতুন করে রক্ত দিতে হল।বাংলার মানুষকে আর কতবার এমন অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে? আরও কতটা রক্ত ঝরালে আমরা বলতে পারবো, আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছি?

আন্দোলনের মৃতের সংখ্যা এখনও জরীপ হয়নি। অসংখ্য বেওয়ারিশ লাশ গণকবর দেয়াহয়েছে। আহতদের প্রকৃত পরিসংখ্যানও অজানা। মৃত্যুর হার বাড়ছে আশংকাজনকভাবে।একটা বড় অংশকে হয়তো আজীবন পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব বরন করতে হবে। জুলাই ২০২৪, আজীবনআমাদের হৃদয়ে খোদিত হয়ে থাকবে। এই চিরস্থায়ী ক্ষত থেকে আমাদের নিস্তার নেই।

হাসিনার স্বৈরশাসন নিয়ে কিছু বলতে গেলে অবধারিতভাবে তার পিতা শেখ মুজিব এসে যান।মাওলানা ভাসানীর কথা বলতে হলে আরও পেছনে যেতে হয়। অতদূর যাব না। শুধু তার নামটা এখানে মুজিবের আগে লিখে রাখলাম।আমার চোখে শেখ পরিবারের গল্পটা মুজিবের রেসকোর্সের ভাষন থেকেই না হয় শুরু করি। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের মোহে, তার কথা বলার কারিশমায় আমি তখন এক মুগ্ধ বালিকা।তার তর্জনি উঁচু করা ছবিটির পেপার কাটিং তখন আমার সংগ্রহ করা ছবির অ্যালবামে। আপামর মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন, এই সুদর্শন মানুষটি।

তারপর এলো উত্তাল একাত্তর। পশ্চিম পাকিস্তানীরা অপ্রস্তুত বাঙালির উপর একটা জনযুদ্ধ চাপিয়ে দিল। আমরা শুনলাম শেখ মুজিবকে নাকি অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আওয়ামীলীগ নেতা তাজউদ্দীনের তত্বধানে যুদ্ধ চললো ৯ মাস। যুদ্ধে নেতৃত্ব দিলেন জেনারেল ওসমানী, মেজর জিয়া প্রমূখ সেনাপতিরা। বন্দীদশা থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু করাচি থেকে ফিরে এলেন সদ্য স্বাধীন দেশে। সেদিন আমরাও রেডিও ঘিরে বসে, অশ্রুসজল চোখে, তার কান্নাভারাক্রান্ত ভাষন শুনেছিলাম।জাতির পিতাকে ফিরে পাবার আনন্দে বাঙালি সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

একাত্তর থেকে পঁচাত্তর। বড় একটা পট পরিবর্তন হ'ল প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব আমলের মাত্র চারবছরের বাংলাদেশে। আমার ছবির অ্যালবামে তখন যোগ হয়েছে আরও অসংখ্য ছবি। চুয়াত্তরসালে শেখ জামাল, শেখ কামালের রাজকীয় বিয়ের ছবি, ডাইনিং টেবিলে বসে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে, অষ্টব্যান্জনে আহারের ছবি, পারিবারিক বিদেশ সফর, তাদের বিলাসি জীবনযাত্রারনানা ক্ষণ, নানা ঢং এর আলোকচিত্র সংবাদপত্রগুলো ফলাও করে ছাপছে। এসবের ভীরে চাপাপড়ে যাচ্ছে মহা দুর্ভিক্ষের হাহাকার। অনাহারি, অর্ধাহারি মানুষের কান্না। রাস্তায় পড়ে থাকা, কাক-শকুনের খাদ্য বনে যাওয়া মৃতদেহের ছবি। তখন কবি রফিক আজাদ 'ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো' লিখে শেখ মুজিবের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

ঢাকার রাজপথে শেখ কামালের ব্যাংক ডাকাতি, মেজর ডালিমের স্ত্রীকে অপহরন এবংবলাৎকার, সুলতানা খুকিকে জোরপূর্বক তুলে এনে বিয়ে করা সহ শেখ পরিবারের নানা অনিয়মএবং দুর্নীতির মুখরোচক গল্প তখন বাতাসে ভাসছিল। কেউ তা বিশ্বাস করতো; কেউ করতো না।

১৫ অগাস্ট, ১৯৭৫ সাল। একটি স্বাধীনদেশের জাতির পিতা স্বপরিবারে খুন হলেন, তারইসেনাবাহিনীর হাতে। সেদিনও আমরা রেডিও ঘিরে বসে, মেজর ডালিমের দেয়া বঙ্গবন্ধুরহত্যাকান্ডের ঘোষনা শুনেছি।পরিতাপের বিষয় হলেও, পথেঘাটে জনতার উল্লাস এবং মিষ্টিবিতরনও দেখেছি।

কথা হল, কেন এই পট পরিবর্তন? তুখোর জননেতা মুজিব প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কেন তার রাজনৈতিক কারিশমা ধরে রাখতে পারলেন না?

সবার অগোচরে হাসিনার স্বৈরাচারের বীজ কিন্তু এই পচাত্তরেই বোনা হয়েছিল। কারন কথায়বলে, স্বৈরাচার চলে গেলেও তার ফুটপ্রিন্ট রেখে যায়। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের প্রতি জনগনের প্রতি তার বিশ্বস্থতা ধরে রাখতে পারেননি। তিনিনিজের ইগোর কারনে ক্ষমতা পাওয়ার পরপরই, এক স্বৈরাচারি শাসকে পরিনত হয়েছিলেন।স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা তাজউদ্দীন, মেজর উসমানী, মেজর জিয়ার অবদানকেতিনি অবমূল্যায়ন করলেন। রাজনীতির হাতেখরি হয়েছিল যেই মওলানা ভাসানীর হাতেতাঁকেও মনে রাখলেন না। স্বাধীনতার পুরো কৃতিত্ব নিজের নামে নিয়ে শেখ মুজিব জাতির পিতাবনে গেলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা পালনকারী আমাদের অন্য পিতারা দূরেছিটকে পড়লেন মুজিবের অহমিকার কাছে!

শুরু হল স্বেচ্ছাচার। মুজিবের একচ্ছত্র রাজত্ব। দেশে রক্ষীবাহিনী ও মুজিব বাহিনী গঠন করেজাসদের বহু নেতাকর্মীকে হত্যা করলেন। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র গনতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয়বাকশাল গঠন করলেন।যার মুল শ্লোগান ছিল, 'এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।দলীয় মিডিয়া রেখে অন্যসব মিডিয়ার বাকস্বাধীনতা হরন করলেন। ক্ষমতার দম্ভ, রাজনৈতিকঅদূরদর্শিতা, স্বজনপ্রীতি, চাটুকার পরিবেষ্টিত জনপ্রিয় জননেতা বুঝতেও পারলেন না, তিনিকখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কখন তার ভেতরে জন্ম নিয়েছে ফ্যাসিবাদ। ফলাফল হ'লভয়াবহ! মাত্র ৪ বছরেই তাকে মর্মান্তিকভাবে বিদায় নিতে হল।

২০০২ সালের দিকে, ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়োজাহাজে চড়ে বিদেশেপাড়ি দিয়েছিলাম। দেশে নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ২০০৯ সালে হাসিনাপ্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৯ সালে দেশে ফিরে অবতরন করলাম হযরত শাহ জালালবিমানবন্দরে। দেখলাম, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা হাসিনা সরকার দেশে অবিশ্বাস্য পরিবর্তনএনেছে। নাম পরিবর্তন এবং নামকরনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। পিজি হাসপাতাল সহঅসংখ্য স্থাপনার নাম পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গমাতা, বঙ্গপুত্র এবং দেশরত্নের নামে হাজারোপ্রতিষ্ঠান হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য ভাস্কর্য শেখপরিবারের হাস্যোজ্বল ছবি, পোষ্টারে সয়লাবচারিদিক। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বিশাল মাজার নির্মিত হয়েছে। জলস্থলে নৌকারজয়-জয়াকার।

হাসিনা জাতির পিতার ট্রাম্পকার্ড, শোকাবহ আগস্ট, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'কে রাজনৈতিক গুটি, দলীয় পন্য বানিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্ব কুক্ষিগত করে শেখ পরিবার নিজেরাই মুক্তিযুদ্ধেরচেতনাকে গণরোষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। বাংলাদেশকে তার বাবা'র দেশ বলেজনগনকে পরাধীন করেছেন। দেশে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলাচত্তর গণহত্যা ছাড়াও, অসংখ্যহত্যাকাণ্ড ঘটে গেলেও জনগন মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না।

হাসিনা সরকার ইসলামকে প্রাধান্য দিয়ে দেশে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াজ-মাহফিলেরঅবাধ সুযোগ করে দিয়েছেন। দেশের অন্দরে-বাহিরে একটা উগ্র ইসলামী হাওয়া বইছে।জনগনের পোশাকআশাকে, কথাবার্তায় ব্যাপক পরিবর্তনের ছাপ এসেছে। হাসিনা সরকারচাতুরতার সাথে, মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করে গণজাগরণ আন্দোলনকে রাজপথ থেকেহটিয়ে দিয়েছিলেন। তরুণসমাজ তখনই আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ফ্যাসিবাদী মুসোলিনির স্লোগান ছিল, "সর্বদা সঠিক"। শেখ মুজিব এবং তার কন্যাওমুসোলিনি, হিটলারের পথেই হাঁটলেন। ফ্যাসিবাদীদের লিস্টে একজন শাড়ি পরা স্বৈরাচার যোগহল।এই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য ছিল জনগনকে উন্মত্ত দেশপ্রেম, দলপ্রেম, নেতাপ্রেম এবং চেতনারআফিমে বুঁদ করে রাখা। জাতিরপিতা, জাতীয়পতাকা, জাতীয়সঙ্গীত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জয়বাংলা শ্লোগানকে কুক্ষিগত করে, তারাই যে ক্ষমতার ঈশ্বর, জনগনের মনোজগতে এইধারনাটা বদ্ধমূল করলেন হাসিনা। রাজাকার ট্যাগ দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষবিপক্ষ ধূয়া তুলেজনগনকে বিভক্ত করলেন।

হাসিনা তার পিতা শেখ মুজিবকে দলীয়-ঈশ্বরে রূপান্তরিত করেছিলেন।। তার বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা ইমেজকে পুঁজি করে নিজের রাজনৈতিক ভীতকে শক্ত করেছেন। ক্ষমকাকেদীর্ঘস্থায়ী করেছেন। জাতির সামনে শেখ মুজিবকে একজন কাল্টে রূপান্তরিত করেছেন তারই কন্যা। আমরা বুঝেও বুঝিনি। যখন মাথা ঠান্ডা করে, শান্ত মনে, ভাববার অবকাশ হবে, তখনহয়তো অনেকেই বুঝতে পারবো।

ছাত্রজনতার এই আন্দোলনের ছাপ পড়েছে সোসাল মিডিয়াতেও।সেখানেও চলছে কলমযুদ্ধ। শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষরা নব্য রাজাকারদের বাংলা ছাড়ার হুমকি-ধামকি দিচ্ছিলেন। এখনও একপক্ষ অন্যপক্ষকে দেখে নেবার, তালিকাভূক্ত করার হুমকি দিচ্ছেন। পুরস্কার, পদ-পদবী, মর্জাদাপ্রাপ্ত, দলকানা, সুবিধাভোগী সংস্কৃতসেবীরা অনেকেই শীতনিদ্রায় চলে গেছেন।কেউকেউ ভবিষৎ সুবিধা নেয়ার আশায় দুই নৌকায় পা রেখেছেন।

'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' শ্রীকৃষ্ণ যে একদিন কংসকে হত্যা করবেন মহাভারতে তাই লেখা ছিল। শুধু কংস জানতেন না কৃষ্ণ তারই গোকুল বড় হচ্ছে।যেমন স্বৈরাচারী নিজেওজানতো না,তার পতনের বীজ সে নিজেই বুনে রেখেছে।যে শিশুদের সে রাজাকার বলে উপহাসকরলো, তার বিরুদ্ধাচারনের জন্য মৃত্যুদন্ড দিলো, তাদের হাতেই তার ক্ষমতার অপমৃত্যু ঘটল।এই প্রথম কোনো সরকারপ্রধান গণ-অভ্যুত্থানে দেশত্যাগে বাধ্য হলেন।

পিতা হত্যার শোককে পুজি করেই, পচাত্তরের হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া মুজিবকন্যার উত্থানঘটেছিল। কোন হত্যাই সমর্থনযোগ্য না। দেশে যদি গনতন্ত্র থাকতো, জনগন যদি ভোটেরমাধ্যমে ফ্যাসিজমকে প্রত্যাখানের সুযোগ পেতো, তাহলে হয়তো মুজিবের হত্যাকাণ্ডটা ঘটতোনা। ফ্যাসিবাদী হাসিনারও পতন হ'ত না।

এই কথাগুলো দীর্ঘদিন মনের গভীরে ঘাপটি মেরে ছিল। এদের কখনও অর্গলমুক্ত করতে পারবো ভাবিনি। আমাদের সন্তানরা নিজের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করে দিল বলেই আজ অনেক কথা বলছি; লিখছি!

তোমাদের কথা যদি কখনও ভুলে যাই—তাহলে ইতিহাসে আমরা যেন বেঈমান জাতি হিসেবে চিন্হিত হই!

গালগল্পের সময়

স্বপ্না রেজা

২০২৪-এ ছাত্র জনতা যে পটপরিবর্তন ঘটাল দেশে, বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো অনেক রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়েও তা পেরে ওঠেনি। কারণ সম্ভবত রাজনৈতিক দলগুলো শোডাউনে সক্ষম হলেও মূলত তাদের জনসংযোগ ও জনস্বার্থের বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও জন-অবহেলিত। টাকা খরচ করে মিছিল-মিটিং করলেও দিন শেষে কোনো লাভ হয়নি। আর রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বও পরিবর্তন আনার মতো যৌক্তিকভাবে শক্তিশালী ছিল না। ছাত্রদের অরাজনৈতিক একটা আন্দোলন কী করে এমন পট-পরিবর্তন আনতে পারে, আচমকা একটা দেশে তা নিয়ে যেমন অনেকের মধ্যে বিস্ময়কর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, তদ্রূপ অনেকের মধ্যে গল্পচারিতার খোরাক জুগিয়েছে। এ দেশের মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সুযোগ ও সময় মিললেই তারা গল্পে মশগুল হয়। যার যেমন অভিজ্ঞতা ও কল্পনা, সে তার ওপরই নির্ভর করে গল্প রচনা করে। যা হোক, ছাত্র-জনতার যে গণ-অভ্যুত্থান, তা এতটা বেগবান হওয়ার পেছনে কী ছিল, কী কাজ করছে—এমন প্রশ্নের জবাবও একটা নয়, অনেক এবং সেটা প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে বাজারে অনেক গল্পের জন্ম হয়েছে ইতিমধ্যে। তবে একটা সাধারণ ধারণা কমবেশি প্রায় সব গল্পেই জায়গা করে নিয়েছে। সেটা হলো, বৈষম্য আর দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিল। মনেপ্রাণে তারা পরিত্রাণ চাইছিল। ছাত্রদের আন্দোলনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

তা ছাড়া ছাত্রদের বুকে গুলি চালানো সহ্য করতে পারে—এমন মানুষ সম্ভবত একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছাত্ররা তো কারও সন্তান, ভাইবোন, স্বজন। প্রিয়জনের বিভীষিকাময় মৃত্যু মেনে নেওয়ার মতো একটাও মানুষ নেই। তবে যারা গুলি করে এবং যারা গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাদের কথা ভিন্ন। কখনো-সখনো রাজ্য শাসনের জন্য তারা অমানবিক হয়, পাশবিকতার পরিচয় দেয়। রাজ্য শাসনে নাকি এ রকম ঘটনা ঘটেই থাকে ক্ষমতা ধরে থাকার জন্য। তথা মানবতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে হয় শাসকদের। সব শাসনামলেই শাসকেরা একটা পর্যায়ে এসে এমন অমানবিক আচরণ করে। যদিও এমন আচরণের পেছনে তাদের একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কারণ থাকে। এ ধরনের উদ্দেশ্য ও কারণ শেষ অবধি টেকে না। ইতিহাস কিন্তু সে কথাই বলে আসছে। শুরুতে ছাত্রদের কোটা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনটা কোনো রাজনৈতিক দলীয় ব্যানারে ছিল না। যদিও এখনো তেমন ব্যানার নেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভেঙে ফেলা, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর পুড়িয়ে দেওয়া

ইত্যাদি ঘটনা তাদের নির্দলীয়তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করলেও করতে পারে।

যা হোক, ভিন্ন প্রত্যাশায় রাজনৈতিক দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষ ছাত্রদের পাশে অবলীলায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে মনে করেন, কোটা সংস্কারের বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনটা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র সংস্কারের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে শুধু বিগত সরকারের বিচক্ষণতার অভাব ও অহমিকা এবং অসংখ্য ছাত্র হত্যার কারণে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা দিয়ে বিগত সরকারের উচ্চপদস্থ ও দলীয় লোকদের ভয়াবহ দুর্নীতির বিষয়টিও সাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। জনগণ মনে করেছে, এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক ব্যর্থতা ছিল, ছিল স্বজনপ্রীতি। ফলে রাজনৈতিক দলের বাইরের ছাত্রদের এই অরাজনৈতিক ও অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের সমর্থন সহজেই যুক্ত হয়ে যায়। স্বয়ং সাবেক প্রধানমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে বলছিলেন, তার পিয়ন ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এবং তিনি হেলিকপ্টারে চলাচল করে থাকেন, তখন কিন্তু জনমনে এমন বার্তা ভালো কিছুর অর্থ পৌঁছায় না, ক্ষোভের সঞ্চার করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চতুর্পাশ নিয়ে নানান নেতিবাচক গল্পের অবতারণা হয়। এমন কথা প্রকাশ্যে বলার কী মানে হয়, তাঁর কৃতিত্ব বা ব্যর্থতাকে কোথায় নিয়ে যায় ইত্যাদি তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ কি কখনো তাঁর পাশে ছিল না? অবশ্য লোকে বলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই করেন এবং বলে থাকেন।

কেউ কেউ এই অভাবনীয় আন্দোলনের পেছনে ইন্ধনদাতার, নেতৃত্বদানকারীর অনুসন্ধান চালিয়েছে। বিশেষ করে সরকারপন্থী ও সমর্থনকারীরা মনে করে যে, এমন গণ-অভ্যুত্থানের পেছনে আমেরিকার সম্পৃক্ততা ছিল। তাদের ধারণা জোরালো হয়, যখন দেখা গেল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্ররা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেই চাইছে। ড. ইউনূসের প্রতি আমেরিকার বিশেষ মনোভাব, বিবেচনা ইতিমধ্যে সবারই জানা আছে। বিশেষ করে বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে ড. ইউনূসকে তার প্রাতিষ্ঠানিক কিছু অনিয়মের অভিযোগে মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রাক্কালে তিনি এই মামলা-মোকদ্দমা থেকে রক্ষা পান, মুক্ত হন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এমন ধারণাকারীদের মতে, অঙ্কের ফলাফলটা ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং চূড়ান্ত হয়েছে।

একটা শ্রেণি বলছে, ছাত্ররা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার চেয়েছিল, এখন তারা নিজেরাই সরকার হয়ে গেছে। তাদের একটা অংশের ভেতরে আবার কিছুটা বিস্ময় ও সংশয় দেখা দিয়েছে এ রকম যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ রইল কই, যদি তারা নিজেরাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বনে যায়! এদের একটা অংশ আবার বেশ কৌতূহল নিয়ে বলছে, ক্ষমতার মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা বেশ কঠিন। ইতিহাসে তেমন ঘটনা কই? উপযুক্ত বয়স ও যোগ্যতা না থাকার কারণ দেখিয়ে যদি তারা উপদেষ্টা না হতো, তাহলে তারা আরও ভালো করত বলে কেউ কেউ মনে করছেন। এতে ক্ষমতার প্রতি তাদের নির্লোভ বোধ এবং নির্ভীক দেশপ্রেমটা দৃশ্যমান হতো। একটা ভালো দৃষ্টান্তও হতে পারত।

যদিও বলা হচ্ছে, এটি রাষ্ট্র সংস্কারে প্রবীণ ও নবীনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রবীণ ও নবীনের সমন্বয় অবশ্যই দরকার। কিন্তু মেধা, শিক্ষা ও যোগ্যতা এবং সর্বোপরি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পড়ে রাষ্ট্র সংস্কারে। ছাত্ররা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর মতো আচরণ করবে না, ক্ষমতাপিপাসু হবে না, অনিয়ম করে বিত্তবৈভবের মালিক হতে চাইবে না—এমনটি প্রত্যাশা জনগণের। এটা তো বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের জন্য বড় দুঃখজনক ঘটনা হলো, ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করার মানুষ নেই। পাওয়া যায় না।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admited in NY only. Moin Choudhury is admited in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

হঠাৎ বন্যায় বিপর্যয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভূমি, মাছের ঘের, পোল্ট্রি খামার। পানিতে ডুবে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গত দুই দিনে চার জেলায় আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

গত বুধবার থেকে আট জেলায় বন্যা দেখা দেয়। বৃহস্পতিবার আরও চার জেলাসহ মোট ১২ জেলা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে। জেলাগুলো হলো ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। বন্যার্তদের সহায়তায় পাঁচ জেলায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করছেন সেনাসদস্যরা।

আটজনের মৃত্যু

বন্যার পানিতে ডুবে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আটজন মারা গেছেন। এর মধ্যে কুমিল্লায় চারজন, কক্সবাজারে দুজন, ফেনীতে একজন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একজন মারা গেছেন। পানির তোড়ে ভেসে যাওয়া কক্সবাজারের দুজন নিখোঁজ আছেন।

কুমিল্লায় দুজন বন্যার পানিতে তলিয়ে, একজন বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং একজন মাথায় গাছ পড়ে মারা গেছেন। গত বুধবার কুমিল্লা নগর, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন নাঙ্গলকোট পৌরসভার দাউদপুর এলাকার বাসিন্দা কেরামত আলী (৪৫), কুমিল্লা নগরের ছোট এলাকার কিশোর রাফি (১৫) ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সোনাকাটিয়া গ্রামের কানু মিয়ার ছেলে শাহাদাত হোসেন (৩৪)। লাকসামে পানিতে তলিয়ে মারা যাওয়া শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

কক্সবাজারের রামুতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন অন্তত ২৩ হাজার মানুষ। বাঁকখালী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। স্রোতে ভেসে গেছেন চারজন। বিকেল পাঁচটার দিকে এক শিশুসহ দুজনের মরদেহ ভেসে উঠলেও অপর দুজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন রামুর গর্জনিয়া ইউনিয়নের পূর্ব জুমছড়ি গ্রামের ছৈয়দ হোসেনের ছেলে আমজাদ হোসেন (২২) ও ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের লম্বরিপাড়ার বাসিন্দা নুরুল কবিরের ১০ বছর বয়সী মেয়ে।

ফেনীর ফুলগাজী উপজেলায় বন্যার পানিতে ডুবে একজন মারা গেছেন। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। আর গত বুধবার দুপুরে বন্যার পানিতে ডুবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার বীরচন্দ্রপুর গ্রামে সুবর্ণা আক্তার (১৯) নামের অন্তঃসত্ত্বা এক নারী মারা যান।

এমন পরিস্থিতিতে উদ্ধার অভিযানে নেমেছে সেনাবাহিনী, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিসসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ব্যক্তি উদ্যোগেও অনেকে নৌকা ও শুকনো খাবার নিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন।

ফেনীর ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া উপজেলায় বন্যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এসব উপজেলার অধিকাংশ ঘরবাড়ি পানির নিচে। এ ছাড়াও ফেনী সদর, দাগনভূঞা ও সোনাগাজীতেও অসংখ্য মানুষ পানিবন্দি। জেলা শহরের মূল সড়কে কোমরপানি উঠে গেছে বিকালেই। অন্য উপজেলাগুলোতেও লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি। জেলা প্রশাসন দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা ও শুকনো খাবার পৌঁছে দিতে কাজ করছে। ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ভয়াবহ এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে ভারতের ত্রিপুরার ডিম্বুর হাইড্রোইলেক্ট্রিক বাঁধ খুলে দেয়ায় হঠাৎ মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে কখনো বড় ধরনের বন্যার মুখোমুখি না হওয়া এসব মানুষ। বুধবার ভোর থেকেই পানি বাড়তে থাকে। বিপদসীমার ৫৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফেনীর মুহুরী নদীর পানি। মাত্র দেড় মাসের ব্যবধানে এ নিয়ে তৃতীয়বার বন্যার কবলে পড়েছে জেলার তিন উপজেলার দুই শতাধিক গ্রাম। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, পরশুরামে স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদের সহায়তায় দিবাগত রাত ১২টা থেকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা লোকজনকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্পিডবোট ছাড়া ফুলগাজী-পরশুরামের দুর্গত এলাকাগুলোতে যাওয়া সম্ভব নয়। পরশুরামের শালধর গ্রামের আবু ইউসুফ বলেন, বেশির ভাগ এলাকার একচালা ও পাকাঘর ডুবে গেছে। কোথাও আশ্রয় নেয়ার মতো অবস্থান নেই। ফেনী আবহাওয়া অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যবেক্ষক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৯৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টায় ২৮২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন জেলা জুড়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

নোয়াখালীতে ২০ লাখ মানুষ পানিবন্দি: নোয়াখালীতে ফেনীর মুহুরী নদীর পানি ঢুকছে। এতে নোয়াখালীর ৯টি উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নতুন করে জেলার অনেক এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হচ্ছে। এদিকে নোয়াখালীতে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলা আবহাওয়া অফিস ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে। এরমধ্যে ৯টি উপজেলার ২০ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। গ্রামীণ সব সড়ক, ফসলি মাঠ এখনো পানিতে তলিয়ে আছে।

রামগতি-কমলনগরে তিন লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি: গত ১০ দিনের টানা বৃষ্টি ও মেঘনা নদীর অস্বাভাবিক জোয়ারে লক্ষ্মীপুরের রামগতি-কমলনগর উপকূলের ৪০ গ্রাম ডুবে প্রায় ৩ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। বাড়ির উঠান মাড়িয়ে বসতঘরে পানি ঢুকে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উপকূলবাসীর দুঃখ-কষ্টের অন্ত নেই। এদিকে, চরাঞ্চলসহ সকল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। নদীতে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৬ ফুটের বেশি পানি বেড়েছে। ফসলের মাঠ তলিয়ে যাওয়ায় ধানের চারা পচে নষ্ট হয়ে গেছে। আমন ধানের আবাদ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। রামগতি উপজেলা চর আলেকজান্ডার, চর গাজী, পোড়াগাছা, চর রমিজ, বড় খেরী, চর আবদুল্লাহ ও চর বাদাম ইউনিয়নসহ উপজেলার প্রায় সব গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে গেছে। কমলনগর উপজেলার চর ফলকন, চর জাঙ্গালিয়া, চর কালকিনি, চর মার্টিন, চর লরেন্স, সাহেবের হাট, তোরাবগঞ্জ, চর কাদিরা ও পাটারিরহাট ইউনিয়ন এখন পানির নিচে।

কুমিল্লায় ভারী বর্ষণে জলাবদ্ধতা, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত: কুমিল্লার গোমতী নদীতে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি বাড়ার ফলে জেলার আদর্শ সদর, বুড়িচং ও দেবিদ্বার এলাকার কিছু অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। নদী তীরবর্তী এলাকায় ঘরবাড়িতে পানি উঠতে শুরু করেছে। ফলে লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কুমিল্লায়।

আখাউড়ায় তলিয়ে গেছে স্থলবন্দর-সেতু, নিহত ১: ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে তলিয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর। এতে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম এবং যাত্রী পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ করা হয়েছে ইমিগ্রেশনের সাময়িক কার্যক্রম। তাছাড়া একটি বেইলি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন্ধ রয়েছে আখাউড়া-আগরতলা সড়কে যান চলাচলও। পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক অন্তঃস্বত্বা নারীর।

খাগড়াছড়িতেও পানিবন্দি হাজার হাজার মানুষ: পাঁচ দিনের টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে বিপর্যস্ত খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকা। জেলা সদরের শব্দমিয়া পাড়া, মুসলিম পাড়া, শান্তিনগর, ফুট ভিল, মেহেদীবাগসহ নিচু এলাকার কয়েকশ' ঘরবাড়ি বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। এ ছাড়াও জেলার দীঘিনালা উপজেলার কবাখালি, মেরুং ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা পাহাড়ি ঢলের পানিতে তলিয়ে গেছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে কয়েক হাজার লোক।

কমলগঞ্জে ধলাই নদীর ভাঙনে লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি: কমলগঞ্জে ধলাই নদীর পানি বেড়ে প্রতিরক্ষা বাঁধের ১৩ স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এতে পুরো উপজেলা জুড়েই বানের জলে থই থই করছে। পানিতে তলিয়ে গেছে অসংখ্য বসতঘর, গ্রামীণ সড়ক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এতে কমপক্ষে ১ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন।

হবিগঞ্জের খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে ঘরবাড়ি: ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বেড়ে চলেছে হবিগঞ্জের খোয়াই নদীর পানি। নদীটির সবগুলো পয়েন্টেই বিপদসীমার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে শহরতলীর জালালাবাদ এলাকার বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে প্রবল বেগে পানি প্রবেশ করছে। বিভিন্ন বাঁধের দুর্বল স্থানে পানি প্রবেশ করে শহরে পানি ঢুকেছে। খোয়াই নদীর ভয়াল এ অবস্থার কারণে আতঙ্কে রয়েছেন শহরের বাসিন্দারা।

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার বুরবুরিয়া এলাকায় গোমতী নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। এতে বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাঁধ ভাঙার কারণে ষোলনল ইউনিয়নের বুরবুড়িয়া গ্রাম থেকে বুড়িচং সদর ও ব্রাহ্মণপাড়া দুই উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার পানিতে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাতে স্থানীয় মসজিদগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হচ্ছে।

ধাক্কা সামলিয়ে উঠা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে এবং নাজুক অবস্থায় পতিত হয়েছে। এই ক্রান্তিকালে এবং নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থায় দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

সহিংসতার কারণে জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায় ১৪ শতাংশে পৌঁছে। এখন সরকারকে স্বল্পমেয়াদে হলেও এই উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে পারে তবে দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতিকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পাশাপাশি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রণালয়কে সবসময় সমন্বয় করতে হবে।

দেশে এখন নিট রিজার্ভের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন ডলার। দেশে চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য সংগৃহীত বড় অঙ্কের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী প্রবণতার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬ বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী প্রবাহকে ঊর্ধ্বমূখী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে খেলাপি ঋণে জর্জরিত ব্যাংক খাত। ১ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। বেড়েছে বিদেশে অর্থপাচার। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের অভাব ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি এ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানো। ব্যাংক খাতে কোনো বিপর্যয় দেখা দিলে পুরো অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেকগুলো বেসরকারি ব্যাংক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যাংকগুলোর বেশকিছু এখন তারল্য সংকটে দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম এবং মৃত প্রায়। বিগত সরকার পুঁজি সরবরাহ করে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে অধিকাংশ ব্যাংকে রাজনৈতিক বিবেচনায় একেবারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় সংকট আরও তীব্রতর হয়েছে। এসব ব্যাংকগুলোর মালিকপক্ষ এবং পরিচালকদের অনেকের বিরুদ্ধে নামে বা বেনামে ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে আত্মসাৎ এবং পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণ আদায়ে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বল্পমেয়াদে ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফেরানোর পাশাপাশি এ খাতের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে। বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত আনা যায় কিনা সে বিষয়েও পদক্ষেপ নিতে হবে অন্তবর্তী সরকারের।

আমাদের দেশে ব্যবসায়ী, ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সব ব্যাংকের মালিকানা ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। পুরো আর্থিক খাতেই একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরাধী ধরার প্রক্রিয়ায় আবার এটিও খেয়াল রাখতে হবে যাতে অর্থনীতি ধসে না পড়ে। প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা যাতে বন্ধ হয়ে না হয় , সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

বহুদিন ধরেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মূল্যস্ফীতি- এই দুটি ক্ষেত্রে সংকট চলছে; যা এখন আরও তীব্র হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, সুদের হার ও মুদ্রা বিনিময় হারসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঠিক রাখা এবং একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনাও চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে অন্তবর্তী সরকারের জন্য।

গত দেড় দশকে দেশে সৎভাবে ব্যবসা করার কোনো সুযোগ ছিল না। গুটিকয়েক ব্যবসায়ী দেশে পণ্য আমদানি করতেন। আবার তারাই বেশি দামে পণ্য বিপণন করেছেন। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমলেও দেশের মানুষ তার সুবিধাভোগী হতে পারেনি। এখন সময় এসেছে বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা তৈরি করার। তবে এটি করতে গিয়ে যাতে সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটিও দেখতে হবে।

রাজস্ব আদায়, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম থাকাসহ অর্থনীতির অন্যান্য সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। জোর দিতে হবে বিনিয়োগ ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে।

ব্যাংকিং খাতের সংস্কার করতে হবে। সেখানে যে দুর্নীতি ও বিচ্যুতি হয়েছে, তা চিহ্নিত করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'আর্থিক খাতে দুর্নীতি বন্ধ করে সুশাসন ফেরানোর বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপই নেয়া হবে। এরই মধ্যে ব্যাংকিং কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে নজরদারি ও তদারকি বাড়ানো হয়েছে। আমদানি থেকে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মূল্যের ব্যবধান কমানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

দেশের মানুষ প্রত্যাশার জায়গা থেকে সংকট উত্তরণের বাস্তবায়ন দেখতে চায়। ধাপে ধাপে সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথেই যেনো অগ্রসর হয় অন্তবর্তী সরকারের পথচলা।

হাসিনার পতনে 'গ্যাং অব ফোর'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দলীয় নেতা–কর্মীদের পরিত্যাগ করে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ায় পর একই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং করছেন আরও অনেকে। তাদের দাবি, ৫ আগস্টের ঘটনাবলি তাঁরা আগে থেকে টের পাননি। সেদিন শেখ হাসিনা তাঁর বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারত চলে যান। শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ ভারতে অবস্থান করছেন।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহযোগীদেরও পুরোপুরি বিস্মিত করেছে। এক নেতা বলেন, 'আমরা টেলিভিশনের খবর থেকে এটা জানতে পেরেছিলাম।' সবকিছু ফেলে এভাবে শেখ হাসিনার প্রস্থান আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের জীবন বিপদের মধ্যে ফেলেছে। 'বিক্ষোভকারী, বিএনপি—জামায়াতের কর্মী ও সুযোগসন্ধানীরা' আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দলীয় কার্যালয়গুলো লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, ' (৫ আগস্ট শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর) আমরা একটা সময়ই শুধু বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাই। সেটি সেনাপ্রধান যখন বেলা তিনটার দিকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ও মানুষ তা শুনতে টেলিভিশনের পর্দায় নজর রাখছিল।' আরেক নেতা ও লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী বলেন, 'আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ধরা পড়লে লোকজন আমাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারত।'

আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের নেতাদের নিশানা করে, কারাগারে পাঠায়, মারধর করে, ভয়ভীতি দেখায় ও হয়রানি করে। কিন্তু পরে হঠাৎই পরিস্থিতি উল্টে যায়।

সাম্প্রতিক ঘটনার (শেখ হাসিনার পতন ও দেশত্যাগ) খানিকটা পেছনে তাকালে দেখা যাবে, ঘটনাপ্রবাহে কেউ কেউ (হাসিনা সরকারের) বিশেষ করে গত জুলাইয়ে শিক্ষার্থী ও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পরে ৩–৪ আগস্ট ছাত্র–জনতা রাস্তায় নেমে আসে। ৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা কারফিউ ভাঙে। সেদিনই সরকারের পতন ঘটে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জন্য আত্মগোপনে থাকা ওই নেতাদের একজন দলের অভ্যন্তরীণ একটি স্বার্থন্বাষীগোষ্ঠীকে দায়ী করে বলেছেন, 'তিনি (শেখ হাসিনা) আমাদের কথা শোনেননি।' এই গোষ্ঠীকে 'গ্যাং অব ফোর' বলে আখ্যায়িত করেন নেতাদের একজন। তিনি বলেন, গোষ্ঠীটি শেখ হাসিনাকে বাস্তব অবস্থা বুঝতে দেয়নি।

এই চার নেতা হলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়), বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

আওয়ামী লীগের ওই নেতা বলেন, 'চারজনের এই দল তাঁর (হাসিনা) পতনের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। এই ব্যক্তিদের ওপর তাঁর ছিল অন্ধবিশ্বাস। তাঁর যে সহজাত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল, তা তিনি তাঁদের কারণে হারিয়েছেন।'

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিকে না আনা শেখ হাসিনার একটি 'বড় ভুল' হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সূত্রগুলো বলেছে, আওয়ামী লীগের কিছু নেতা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে লন্ডনে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

একটি সূত্রের ভাষ্য, 'আড়ালে থাকা একটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রস্তাবও দেওয়া হয় (বিএনপিকে নির্বাচনে আনার)। আমাদের ধারণা, তারেকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় চ্যানেলটি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর আগেই ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়...কিন্তু শেখ হাসিনা ওই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেননি।'

আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি শেখ হাসিনার প্রত্যাখ্যান করা ছিল 'সাংঘাতিক ভুল'। কেননা, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিএনপিকে নির্বাচনে আনা গেলে বিরোধীদের রাগ–ক্ষোভ হয়তো মিটে যেত।

ওই নেতা আরও বলেন, 'দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ঠুরতায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝছিলাম। বিএনপিকে নির্বাচনী তরিতে ওঠানো গেলে সেই ক্ষোভ হয়তো থামানোও যেত। তাতে আমরাই আবার জিততে পারতাম এবং দল ক্ষমতায় থাকত।'

নেতা–কর্মীরা মনে করেন, বিশেষ করে গত জানুয়ারির নির্বাচনে জেতার পর শেখ হাসিনা আরও একগুঁয়ে হয়ে ওঠেন ও কোনো পরামর্শ শোনেননি। এ প্রসঙ্গে ওই নেতা বলেন, 'টানা চতুর্থবার জিতে তিনি (হাসিনা) অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং কোটা সংস্কার নিয়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনে সৃষ্ট ক্ষোভের মাত্রা বুঝতে ব্যর্থ হন।'

সূত্রগুলো বলেছে, কৌশলে কিছু নেতা শেখ হাসিনাকে জুলাইয়ের শুরুতে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। তবে তা প্রত্যাখ্যান করেন হাসিনা। কফিনে শেষ পেরেকটি বসে তখন, যখন একই মাসে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যান এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে ও আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহারে জোরপূর্বক প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছেড়ে দেন।

এ কৌশল হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কর্মসূচি প্রত্যাহারে কীভাবে জোরপূর্বক প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছে, ছাত্রনেতারা সেই বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। এটি পরপর কিছু ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় এবং শেখ হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। শেখ হাসিনার পতনের পর জীবনাশঙ্কায় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা–কর্মী ও বুদ্ধিজীবী দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নেন।

আশ্রয় নেওয়া এই ৬২৬ জনের মধ্যে ছিলেন নানা শ্রেণিপেশার মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতা, ৫ জন বিচারক, বেসামরিক প্রশাসনের ১৯ কর্মকর্তা, ২৮ পুলিশ কর্মকর্তা, বিভিন্ন পদের ৪৮৭ জন পুলিশ সদস্য, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাসহ নানা পেশার ১২ জন ও ৫১টি পরিবার। ঘটনাচক্রে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টাকালে আটক হন শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

শেখ হাসিনার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা আত্মগোপন করেছেন, কেউ গ্রেপ্তার হয়েছেন। নেতারা বলছেন, ৭৫ বছরের পুরোনো যে দল টানা ১৫ বছরের বেশি দেশ শাসন করেছে, তারাই এখন অস্তিত্ব সংকটে।

এদিকে দল গোছানোর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের একজন বলেন, 'দলকে পুনর্গঠনে তাঁকে (হাসিনা) তৃণমূল পর্যায়ের লোকজন বাছাই করতে হবে, তাঁদের মধ্যে থাকবেন কিছু তরুণ আওয়ামী নেতা; মাঠপর্যায়ে যাদের ব্যাপারে মানুষের আস্থা আছে, লোকজনের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে এবং অবশ্যই পরিবারের (হাসিনা) প্রতি অনুগত...এ যাত্রা দীর্ঘ হবে।'

এ নেতা আরও বলেন, 'আমাদের শক্ত ঘাঁটি ও কর্মীবাহিনী আছে। অনেকে বিপথগামী হয়েছেন, যেমনটা ঘটেছে সুবিধাবাদীদের ক্ষেত্রে। সমর্থকদের মধ্যেও এমনটা থাকবে। কিন্তু আমাদের অন্তত এমন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকা দরকার; যারা অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও নির্বাচন যখনই হোক, তাতে অংশ নেবে। এখন এটাই প্রয়োজন।'

এ পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরার বিষয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রুহুল কবির রিজভীর মতো কয়েকজন নেতার ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি। বলেন, খালেদা জিয়া কারাগারে থাকাকালে ও তারেক রহমান বিদেশে অবস্থানকালে বিএনপির দুর্গ সামলেছেন তাঁরা। দেশে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাব বিরাজ করায় শেখ হাসিনার পরিবার ও এর উত্তরসূরি সজীব ওয়াজেদ জয়ের খুব কম বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া উচিত বলে মনে করেন দলটির নেতারা।

আওয়ামী লীগের নেতাদের একজন বলেন, 'লোকজন এখনো ক্ষেপে আছেন। আমাদের পক্ষ থেকে তাদের সময় দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার বা বিএনপি কিংবা জামায়াতের নেতৃত্বাধীন সরকার যে–ই কয়েকটা বছর ক্ষমতায় থাকুক, আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের আবার সংগঠিত হওয়ার কথা ভাবতে হবে।'

ফেঁসে যাচ্ছেন মেনন-ইনু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রাজধানী ঢাকার বনানীর বাসা থেকে তাঁকে আটক হন করে। রাশেদ খান মেননের গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিত করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় মিডিয়া বিভাগের আহ্বায়ক মোস্তফা আলমগীর রতন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে। ১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক ও সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়।

সবাইকে বিপদে ফেলেছেন হাসিনা

এদিকে বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বর্তমানে আত্মগোপনে আছেন। গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়াও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিশোধের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন। ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আত্মগোপনে থাকা এমন কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়েছে।

আওয়ামী লীগের এইসব নেতা-কর্মীদের একটাই কথা, শেখ হাসিনা দল ও জনগণকে ত্যাগ করেছেন। হাসিনা তাঁদের ছেড়ে গেছেন। নেতা-কর্মীদের ছেড়ে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের

> আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের নেতাদের বেছে বেছে কারাগারে পাঠায়, মারধর করে, ভয়ভীতি দেখায় ও হয়রানি করে। কিন্তু পরে হঠাৎই পরিস্থিতি উল্টে যায়।

বক্তব্য একই রকম। তাঁদের দাবি, ৫ আগস্টের ঘটনাবলি তাঁরা আগে থেকে বুঝতে পারেননি। ওইদিন শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান।

আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্র জানায়, শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহযোগীদেরও বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। এক নেতা বলেন, ‘আমরা টেলিভিশনের খবর থেকে এটা জানতে পারি।’ তাঁর দেশত্যাগে নেতা-কর্মীদের জীবন বিপন্ন।

এভাবে শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার ঘটনা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিপদে ফেলেছে। ‘বিক্ষোভকারী, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী এবং সুযোগসন্ধানীরা’ আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দলীয় অফিসে হামলা করছে। সাথে আছে লুট ও অগ্নিসংযোগ।

আওয়ামী লীগের এক নেতা বলেন, ‘(৫ আগস্ট শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর) আমরা একটা সময়ই শুধু বাড়ি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাই। সেটি সেনাপ্রধান যখন বেলা তিনটার দিকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ও মানুষ তা শুনতে টেলিভিশনের পর্দায় নজর রাখছিলেন। আরেক নেতা ও মন্ত্রী (সাবেক সরকারের) বলেন, ‘আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ধরা পড়লে লোকজন আমাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারত।’

আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের নেতাদের বেছে বেছে কারাগারে পাঠায়, মারধর করে, ভয়ভীতি দেখায় ও হয়রানি করে। কিন্তু পরে হঠাৎই পরিস্থিতি উল্টে যায়।

হাসিনা দেশত্যাগের জন্য আওয়ামী লীগের নেতারা দলের ভেতরের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ‘তিনি (শেখ হাসিনা) আমাদের কথা শোনেননি।’ এই গোষ্ঠীকে ‘গ্যাং অব ফোর’ বা দুষ্ট চতুষ্টয় হিসেবে আখ্যায়িত করেন তাঁরা। তিনি বলেন, গোষ্ঠীটি শেখ হাসিনাকে বাস্তব অবস্থা বুঝতে দেয়নি। এই চার জন হলেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

দলের নেতারা ও-ও বলছেন, এ বছরের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপিকে না আনা শেখ হাসিনার একটি ‘বড় ভুল’ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সূত্রগুলো বলেছে, আওয়ামী লীগের কিছু নেতা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে লন্ডনে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

একটি সূত্রের ভাষ্যমতে, ‘আড়ালে থাকা একটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রস্তাবও দেওয়া হয় (বিএনপিকে নির্বাচনে আনার)। আমাদের ধারণা, তারেকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় চ্যানেলটি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর আগেই ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়...কিন্তু শেখ হাসিনা ওই প্রস্তাবে সবুজসংকেত দেননি।’

আওয়ামী লীগের একজন নেতার বক্তব্য, বিএনপি চেয়ারপারসনের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি শেখ হাসিনার প্রত্যাখ্যান করাটা ছিল বড় একটা ভুল। কেননা, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিএনপিকে নির্বাচনে আনা গেলে বিরোধীদের রাগ-ক্ষোভ হয়তো মিটে যেত।

ওই নেতা আরও বলেন, ‘দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, পুলিশের নিষ্ঠুরতায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা বুঝছিলাম। বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে পারলে সেই ক্ষোভ হয়তো থামানো যেত। তাতে আমরাই আবার জিততে পারতাম এবং দল ক্ষমতায় থাকত।’

আওয়ামী লীগের নেতাদের একজন বলেন, ‘লোকজন এখনো ক্ষেপে আছেন। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সময় দিতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার বা বিএনপি কিংবা জামায়াতের নেতৃত্বাধীন সরকার কয়েকটা বছর ক্ষমতায় থাকুক। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে।’

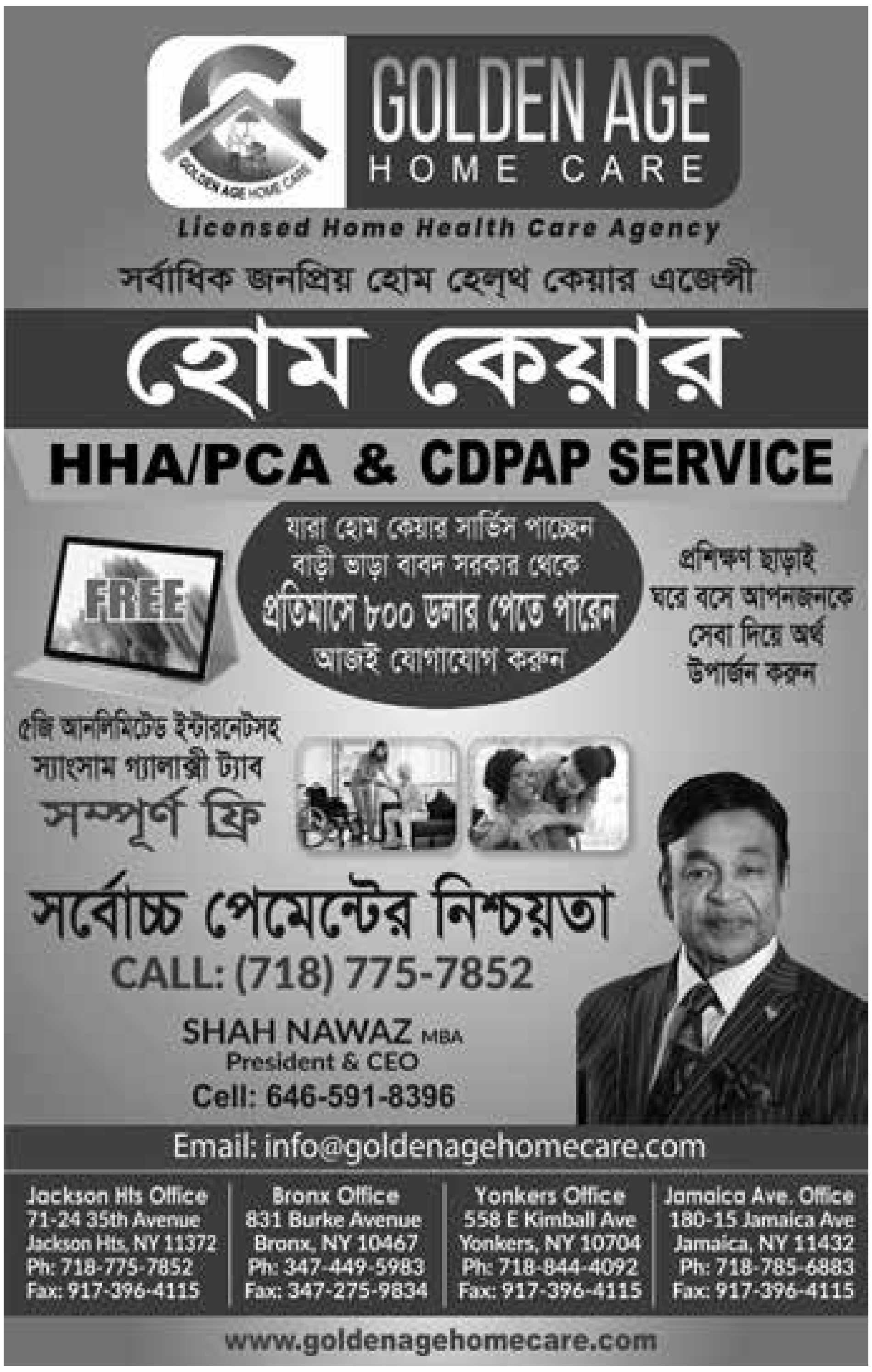

হাসিনা-বেনজীরসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে হেফাজতের অভিযোগ

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড

ঢাকা অফিস

রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কর্মসূচিতে গণহত্যা, লাশ গুম ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় অভিযোগ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মুফতি হারুন ইজহার চৌধুরী এই অভিযোগ করেন। তাঁর আইনজীবী গাজী এম এইচ তামিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আবেদনে ঘটনার তারিখ হিসেবে ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে এবং স্থান হিসেবে মতিঝিলের শাপলা চত্বর এলাকা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক মন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারেক আহমেদ সিদ্দিকী, সাবেক আইজিপি একেএম শহীদুল হক, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান, ডিবি পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদ, সাবেক উপকমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য মুনতাসীর মামুন ও তুরিন আফরোজ, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার, একাত্তর টিভির এমডি মোজাম্মেল হক বাবু, সময় টিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ জোবায়ের, এবি নিউজের সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব ও দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের নাঈমুল ইসলাম খান, সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ এবং গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের সাবেক ডিজি এম মনজুর আহমেদ।

আবেদনে তৎকালীন সময়ের অজ্ঞাতনামা কয়েকজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ সদস্য এবং তৎকালীন কয়েকটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার নীতিনির্ধারকদের আসামি করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ৬ মে রাতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আড়াই থেকে তিন হাজার হেফাজত কর্মীকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে আবেদনে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় থাকায় এবং ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় অভিযোগ দায়েরে বিলম্ব হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার উপপরিচালক (প্রশাসন) আতাউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'আমরা অভিযোগ গ্রহণ করেছি। চারটি অভিযোগের তদন্তই একসঙ্গে হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের কাছে পাঠানো হবে।'

আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চাওয়া হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এখন কোর্ট বসছে না এবং প্রসিকিউটরও কেউ নেই। প্রসিকিউটর নিয়োগ হলে তাঁদের মাধ্যমে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন করব।'

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)----------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার -----------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার -------------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ -------শনিবার-------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সালমান-নসরুলসহ ৫ জনের দুর্নীতি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান; সাবেক ডাক, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ পাঁচজনের দুর্নীতি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার কমিশন সভায় তাঁদের আর্থিক অনিয়ম অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাকি দুজন হলেন সাবেক পরিবেশ বন ও জলবায়ুমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন এবং সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন।

দুদক সূত্রে জানা যায়, রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন সালমান এফ রহমান। এ ছাড়া বেক্সিমকো গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক থেকে হাতিয়েছেন ২৫ হাজার কোটি টাকা। আটটি নতুন কোম্পানি খুলে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান সালমান এফ রহমান। ওই বছর তাঁকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা করা হয়। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৩ আগস্ট সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নসরুল হামিদ বিপু, জুনাইদ আহমেদ পলক এই দুই প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। দুজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পে কমিশন নিয়ে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

হিন্দু নয়, চট্টগ্রামে হামলা হয়েছিল ছাত্রলীগ, যুবলীগের বিরুদ্ধে

এএফপির রিপোর্ট

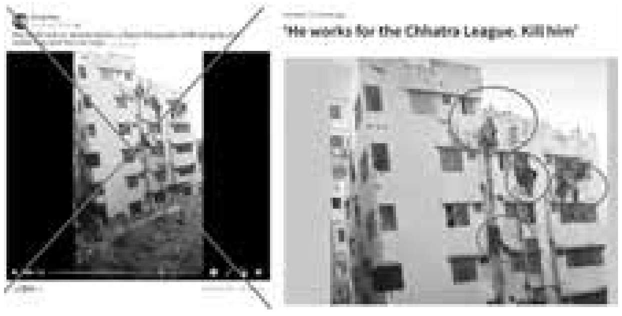

ছাত্রজনতার আন্দোলন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থান থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় কিছু মিডিয়াও। এসব চক্র পুরনো ভিডিও বা এক ঘটনার ভিডিওকে অন্য ঘটনার দাবি করে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে। এমনই একটি ঘটনা উদঘাটন করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। একটি ভিডিওর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাতে দেখানো হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর কিভাবে আক্রমণ হচ্ছে। আসলে সেই ভিডিওতে যে আক্রমণ সেটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়। সেটা হলো ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সমর্থকরা সহিংসতা চলাকালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়ের ভিডিও সেটা। ঘটনাটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর চট্টগ্রামের। সেখানকার পুলিশ আক্রমণের শিকার ওইসব ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে।

তারা ঘটনার সময় একটি ৬ তলাবিশিষ্ট ভবনের পাইপ ধরে নিচে নামার চেষ্টা করছিলেন। পুলিশ বলেছে, হামলার শিকার ওইসব ব্যক্তি হিন্দু নন, তারা ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সমর্থক। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই ভিডিওকে ব্যবহার করে দাবি করা হচ্ছে ওই হামলা হয়েছে হিন্দুদের ওপর।

ক্ষমতাচ্যুত সরকারের একজন সমর্থক এবং বাংলাদেশি মিডিয়া বলেছে, জুলাইয়ে সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে একটি রাজনৈতিক গ্রুপকে টার্গেট করা হয়েছিল। কিন্তু ২২শে জুলাই ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রকাশ করে বাংলায় তার ক্যাপশনে লেখা হয়েছে- ‘হিন্দু হোস্টেল ঢাকা তে, জামাতের আক্রমণে কিভাবে হিন্দু ছাত্রগুলো কার্নিশ ধরে ঝুলছে দেখুন। কতজন উপর থেকে পড়ে গেল দেখুন।’ এই ক্যাপশনে ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন অর্ণব রয় নামে একজন ব্যক্তি। এতে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একটি ইসলামপন্থি দলের সমর্থকদেরকে হামলাকারী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ভিডিওটি দেখা হয়েছে কমপক্ষে ৩৩০০ বার। তাতে দেখা যায় একদল মানুষ ৬ তলাবিশিষ্ট একটি ভবনের পাইপ বেয়ে নামার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ কার্নিশের ওপর অবস্থান করছেন। দু’জন মাটিতে পড়ে যান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের সময় এই ভিডিও ছড়িয়ে দেয়া হয়। ওদিকে ৫ই আগস্ট জনরোষে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পালিয়ে যাওয়ার পর ধর্মীয় অধিকার বিষয়ক গ্রুপগুলো হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২০০ হামলা প্রামাণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু ওই মিথ্যা তথ্যসম্বলিত ভিডিওটি ফেসবুকের এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। এই ভিডিও ঢাকায় ধারণ করা হয়নি। এছাড়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলাও ছিল না সেটা।

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার অফিসার ইনচার্জ সন্তোষ চাকমার মতে, এই ঘটনা ঘটেছে ঢাকা থেকে প্রায় ২১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রামে বেলাল মসজিদ এলাকায়। এ নিয়ে থানায় একটি মামলা হয়েছে। তিনি এএফপিকে বলেন, ভিডিওতে দেখা যায় ভবনটি থেকে লাফিয়ে এবং ঝুলে আছেন কিছু লোক। তারা তখনকার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন রাজনৈতিক শাখার সদস্য। ওদিকে গুগলে কী ফ্রেম ব্যবহার করে রিভার্স ইমেজ সার্স করে একই ভিডিও পাওয়া গেছে, যা ১৬ই জুলাই ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, চট্টগ্রামে ওই ভবনের ছাদ থেকে যাদেরকে ফেলে দেয়া হয়েছে তারা ছাত্রলীগের কর্মী। চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি এএফপিকে বলেছেন, ১৬ই জুলাই তিনি সরকারপন্থি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তার ভাষায়, ওই ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তারা ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং বিভিন্ন নেতাকর্মী। তার মধ্যে কমপক্ষে চারজন তখনকার ক্ষমতাসীন নেতা। এটা কোনো ধর্মীয় সংঘর্ষ ছিল না।

সেন্ট্রাল পার্কে ডাকাতি: টহল বাড়িয়েছে NYPD

এইচ বি রিতা

পুলিশ বৃহস্পতিবার (আগস্ট ১৫) একটি ডাকাতির সাথে যুক্ত দুই ব্যক্তির নজরদারি ফটো উন্মোচন করেছে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে। সেই সব ডাকাতি শিশুদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ বলছে, তরুণরা অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে।

মঙ্গলবার রাত ১০ঃ৪৫টার সন্দেহভাজনরা ওয়েস্ট ৬২তম স্ট্রিট এবং ওয়েস্ট ড্রাইভে সেনট্রাল পার্কের বেঞ্চে বসে ছিল। তাদের বয়স ১৬/১৭ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রথম সন্দেহভাজনকে শেষবার লাল এবং সাদা বেসবল ক্যাপ, ছেঁড়া ট্রাউজার্স, সাদা স্নিকার্স এবং একটি কালো ট্যাঙ্ক টপ সহ দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় সন্দেহভাজন, যাকে শেষবার কালো বেসবল ক্যাপ, গাঢ় রঙের ক্রোকস, ছেঁড়া কালো জিন্স এবং একটি কালো টি-শার্ট পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, তাদের দুজনকেই পাতলা গড়ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বুধবার বিকেল থেকে স্কুটার, ঘোড়া এবং সাইকেলে করে পুলিশ সেন্ট্রাল পার্কে প্রবেশ করে। সেন্ট্রাল পার্কের বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ পায়ে হেঁটে রোল কল করেে।

নজরদারি ভিডিওতে দেখা গেছে, একদল শিশু, যাদের সবাই অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে বলে ধরা হচ্ছে, তারা একটি পার্কের বেঞ্চে একজন পর্যটককে ঘিরে ধরে এবং মঙ্গলবার ভোরে তার মানিব্যাগ ছিনতাই করে নেয়। খবরে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজনের বয়স মাত্র এগারো বছর। একটি ফাস্ট-ফুড দোকানে চুরি হয়ে যাওয়া ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেতে গিয়ে সে ক্যামেরায় ধরা পড়ে। সেন্ট্রাল পার্কে চুরির সময়, সেই কার্ডটি নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে পরীক্ষা করার একটি ভিডিও কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে সেন্ট্রাল পার্কের গ্র্যান্ড আর্মি প্লাজায় ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তিন তরুণ সন্দেহভাজনের মধ্যে দুজন শহরের আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছেন, তাদের মধ্যে একজন রো হোটেলে।এ নিয়ে পুলিশ কিছু যুবকের ছবি সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শন করেছে।

ডাকাতির ঘটনায় এখনো কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও পার্কে অপরাধ বৃদ্ধির দিকে কড়া নজর দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

জ্যাকসন হাইটসে ঐক্যবদ্ধ জেবিবিএ পথমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটস এর ব্যবসায়ীদের দুটি সংগঠন থাকলেও আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটসেই ঐক্যবদ্ধভাবে পথমেলা আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে । ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে দুই গ্রুপের নের্তৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত ঘোষণা প্রদান করে অদূর ভবিষ্যতে দুটি সংগঠনকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিতব্য পথমেলায় কনভেনরের দায়িত্ব পালন করবেন মো: কামরুজ্জামান কামরুল (খামারবাড়ী গ্রুপ) এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন তারেক হাসান খান (গ্লোবাল মার্টি সার্ভিস) । পোশাক, জুয়েলারি, বাঙালি খাবারসহ রকমারী পণ্যের শতাধিক স্টল নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য পথমেলায় সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা।

সংবাদ সম্মেলনে উভয় জেবিবিএ-র নেতৃবৃন্দরা বলেছেন, বিভক্তির কারণে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশি কমিউনিটি মূলধারায় অগ্রসর হতে পারছে না। আগেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে কতিপয় ‘দুষ্ট’ লোকের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জেবিবিএ’র দু’টি গ্রুপ থেকে ৫ অথবা ৬ জন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে আগামী ২ বছর জেবিবিএ’র কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে । এর মধ্যে সংগঠনের সদস্য তালিকা হালনাগাদ করে পরবর্তী নির্বাচন আয়োজন করা হবে বলে জেবিবিএ’র উভয় গ্রুপের নেতৃবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন।

জেবিবিএ’র দুই অংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান ও তারেক হাসান খান’র যৌথ সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন একাংশের সভাপতি হারুণ ভুইয়া, আরেক অংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, জেবিবিএ’র সাবেক সভাপতি শাহ নেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল, একাংশের সাধারণ সম্পাদক, একাংশের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামরুল, সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জিকো ও শাহনেওয়াজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, মোহাম্মদ নমি, ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসান, মফিজুর রহমান প্রমুখ।

এসময় মঞ্চে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেবিবিএ’র দুটি পক্ষের দুজন সভাপতি সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও হারুণ ভূঁইয়া। সাধারণ সম্পাদকদ্বয় তারেক হাসান খান ও ফাহাদ সোলায়মান, বারী গ্রুপের সিইও আসেফ বারী টুটুল, ফাউমা ইনোভেটিভের ফাহাদ সোলায়মান, জেড আলম নমি, সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জিকো ও সাবেক সভাপতি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম প্রমূখ।

নিজেদের বন্যামুক্ত রাখতে বাঁধ খুলে দিয়েছে ভারত: রিজভী

ঢাকা অফিস

নিজেদের বন্যামুক্ত রাখে বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত বিপদে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

রিভভী বলেন, ‘ভারত বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু রাষ্ট্র নয়। নিজেদের এলাকা বন্যামুক্ত রাখতে বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলেছে।’

এ সময় বন্যাদুর্গত এলাকায় সাহায্যের জন্য দলের নেতা-কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিএনপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা।

ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল। ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্যায় এখন পর্যন্ত দুজনের মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। দুজনের মধ্যের একজন ফেনীর ও একজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। এখন পর্যন্ত এই ৮ জেলায় ৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৪০টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

সতর্কতা ছাড়া বাঁধ খুলে ভারত অমানবিক আচরণ করেছে: নাহিদ
সতর্কতা ছাড়া বাঁধ খুলে ভারত অমানবিক আচরণ করেছে: নাহিদ

অভিযোগ উঠেছে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ খুলে দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামও বন্যার পরিস্থিতির জন্য ভারতকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, ‘কোনো ধরনের আগাম সতর্কতা ছাড়া বাঁধ খুলে দিয়ে ভারত অমানবিক আচরণ করেছে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। ভারত–বাংলাদেশের সম্পর্কে যেন কোনো টানাপড়েন না হয়।’

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের শোকসভা

শেখ শফিকুর রহমান

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ।

১৮ আগস্ট রোববার নিউইয়র্কের ওজন পার্কের লাবন্য পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমান। সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

বক্তব্য রাখেন বীরমুক্তযোদ্ধা মুজাহীদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সোলায়মান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল, সাংগঠনিক সম্পাদক তারেক চৌধুরী, সদস্য হিন্দোল কাদির বাপ্পা, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহনাজ মমতাজ,যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া, যুগ্ম সম্পাদক হেলাল মিয়া, কানেক্টিকাট আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত।

গণ–অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে: রব

ঢাকা অফিস

আ স ম রব

স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক ও জেএসডি সভাপতি আ স ম আব্দুর রব বলেছেন, গণ–অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। শনিবার জেএসডি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

উত্তরায় আ স ম আব্দুর রবের বাসভবনে সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন। সভায় আ স ম রব বলেন, 'ছাত্র-জনতার গণ–অভ্যুত্থান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, অবিস্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা। স্বৈরাচারী আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট ও নিষ্পেষণের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার গণবিদ্রোহ নতুন সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ এনে দিয়েছে।'

জেএসডির এই নেতা আরও বলেন, 'রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার উপযুক্ত সময় প্রস্তুত। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র জনগণ গণবিদ্রোহে শামিল হয়ে বাংলাদেশে নবতর বাস্তবতা হাজির করেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিতে হবে।'

সভাপতির ভাষণে শহীদ উদ্দিন বলেন, 'রক্তাক্ত জুলাই হত্যাকাণ্ডের খতিয়ান দ্রুত বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করতে হবে। এই খতিয়ান প্রকাশের মধ্য দিয়ে পতিত সরকারের ভয়াবহ নৃশংসতা এবং বর্বরতার মাত্রা উন্মোচিত হবে।'

শহীদ উদ্দিন আরও বলেন, 'ছাত্র-জনতার গণ–অভ্যুত্থান সংবিধানের আমূল সংস্কারের প্রশ্নটিকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মৌলিক অ্যাজেন্ডায় রূপান্তর করেছে। প্রজাতন্ত্র বিনির্মাণের এই সম্ভাবনাকে কোনোক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না। তাই জেএসডিকে গণমানুষের রাজনীতির নিয়ামক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।'

সভায় বক্তব্য দেন সিনিয়র সহসভাপতি তানিয়া রব, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, অ্যাডভোকেট বিকাশ চন্দ্র সাহা, মোশারফ হোসেন, লোকমান হাকিম, মতিউর রহমান মতি, ইউসুফ সিরাজ খান মিন্টু, মোহাম্মদ আমির উদ্দিন, এস এম সামছুল আলম নিক্সন, ইকবাল খান জাহিদ ও আনোয়ারুল কবির মানিক।

নিউইয়র্কে ডাবল পার্কিং করলেই জরিমানা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এখন থেকে বাস স্টপেজ ব্লক করে বাস লেনগুলিতে ডবল পার্ক করলে জরিমানা করা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসানো স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা দ্বারা এই জরিমানা করা হবে। প্রথমবার এই অপরাধ করলে জরিমানা করা হবে ৫০ ডলার। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলা জরিমানা করা হবে ২৫০ ডলার।

১৯ আগস্ট সোমবার এই নিয়মটি কার্যকর করে নিউইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (এমটিএ)। ইতোমধ্যে কয়েকটি বাসকে জরিমানার আওতায় আনা হয়েছে।

জানা যায়, নিউইয়র্ক শহরে ১৫ হাজারেরও বেশি বাস স্টপেজ ব্লক আছে। এই ব্লকগুলোতে যেসব চালক দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করাচ্ছেন কিংবা গাড়ি পার্ক করিয়ে রাখছেন, তাদের মেইলে ৫০ ডলার জরিমানা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে এ জরিমান ২৫০ ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

এমটিএ কর্তৃপক্ষ জানায়, জরিমানার পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা হবে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার মাধ্যমে। এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য এই রুটের ১৪ টি রুটে ৬২৩ টি বাসে স্বয়ংক্রিয় এই ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। এমটিএ কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা প্রয়োগকারী প্রোগ্রামটি দুই মাস আগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখন শুধুমাত্র সতর্কতা জারি করা হতো।

এমটিএয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলতি বছর শেষে ১,০২৩ টি বাসে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসানো হবে। এসব স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা অপরাধী, যানবাহনের ছবি এবং ভিডিও ধারণ করবে। তাদের লাইসেন্স প্লেটের তথ্য, অবস্থান ও সময় শনাক্ত করে রাখবে। তারপর এই তথ্য নিউইয়র্ক সিটি ট্রান্সপোর্টেশন বিভাগে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হবে।

নিউইয়র্ক সিটি ট্রান্সপোর্টেশন কমিশনার ইয়দানিস রদ্রিগেজ জানালেন, নিউইয়র্ক সিটিতে পাবলিক বাসগুলোর ধীর গতির কারনে যানজট নিত্য দিনের সঙ্গী। যা শহরবাসীর ভোগান্তির কারন হয়ে দাড়িঁয়েছে। এর পেছনের কারণ খুজঁতে গিয়ে আমরা দেখলাম সিটিতে যেসব চালক রাস্তায় গাড়ি চালান তাদের ৮০ শতাংশের বেশি বাস লেন ব্লকার একবারের বেশি টিকিট পান না।

বাংলাদেশে নীরব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে!

দ্যা হিলের প্রতিবেদন

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশে নীরব সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে বলা হয়েছে বিখ্যাত মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্যা হিলের এক মতামত প্রতিবেদনে। ১৭ আগস্ট শনিবার ভারতীয় কলামিস্ট ব্রহ্মা চেলানি লিখিত এ 'কোয়াইট মিলিটারি ক্যু ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে সরকার উৎখাত ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছে বলে বহু সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে। 'লৌহ মানবী' খ্যাত শেখ হাসিনাকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া সামরিক বাহিনীর ভূমিকা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে সামরিক বাহিনীর অভিষেকের কথা অনেকেই বলছে না বলে প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৮ম জনবহুল দেশ বাংলাদেশে বেসামরিকতার ছদ্মাবরণে প্রকৃত অর্থে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। উপদেষ্টা হিসেবে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কিন স্যাংশন থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের ভাববিলাসী চিত্র তুলে ধারা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ৮৪ বছর বয়সের ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে সামনে রেখে দেশের সামরিক শাসনকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনুস মাইক্রোক্রেডিটের জন্য খ্যাত এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বন্ধু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্যা হিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন শাসকদের মেয়াদ এবং করণীয় নির্ধারিত নয়। উপদেষ্টারা মূলত নেপথ্যের সামরিক শক্তির নির্দেশেই কাজ করছেন। বিশেষ করে নেপথ্যের মূল ব্যক্তি সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের নির্দেশেই তারা কাজ করছেন বলে বলা হয়েছে। উপদেষ্টাদের মধ্যে আন্দোলনাকারী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দুই জনকে, একজন হার্ডলাইন রক্ষণশীল নেতা ও দুইজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে সামরিক বাহিনী থেকে নেয়া একজনকে দেশের আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হাসিনার ১৫ বছরের ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ক্রমবর্ধমান স্বৈরশাসক হয়ে সরকার উৎখাতে ধর্মাশ্রয়ীদের সমর্থনপুষ্ট সহিংস ছাত্র আন্দোলন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তবে ক্ষমতা থেকে শেখ হাসিনার চলে যাওয়া নির্ধারিত হয়েছে সেনা বাহিনীর সমর্থন হারানোর মাধ্যমে। রাজধানী ঢাকায় যখন আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন সরকারের নির্দেশে ঢাকা লকডাউনের নির্দেশ সেনাবাহিনী প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে শেখ হাসিনার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর দেশ ত্যাগের পর সেনাবাহিনী প্রাসঙ্গিক থাকতে পেরেছে।

সরকারি বাসভবন থেকে লুটপাটের কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শেখ হাসিনাকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া একটি পরিকল্পনার অংশ ছিল। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা বা কারাগারে আটক করে ক্ষমতা গ্রহণ ঝুঁকিপূর্ণ বলেই বিকল্প পথ বেছে নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ইসলামি জঙ্গিদের দমন করে রেখেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার পতনকে ত্বরান্বিত করতে আন্দোলনকে ব্যবহার করা হয়েছে। সহিংসতা ঘটানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনার কাজিনের বৈবাহিক সূত্রে ব্যক্তিকে সেনা প্রধান করেছিলেন। শেখ হাসিনার পতনের পর দেশের সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি পুরোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শেখ হাসিনার পতনের পর সেনা প্রধান তাঁর বাহিনীকে দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনা বাহিনীর দখলদারিত্ব, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করা সহ ক্ষমতা ও ব্যবসা বাণিজ্যে সেনাবাহিনীর জড়িয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করেছে।

দ্যা হিলের পুরো প্রতিবেদনে অবশ্য কোথাও শেখ হাসিনার পনেরো বছরের কোন অনিয়ম, দুর্নীতি দমন নিপীড়নের কোন বিবরণের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

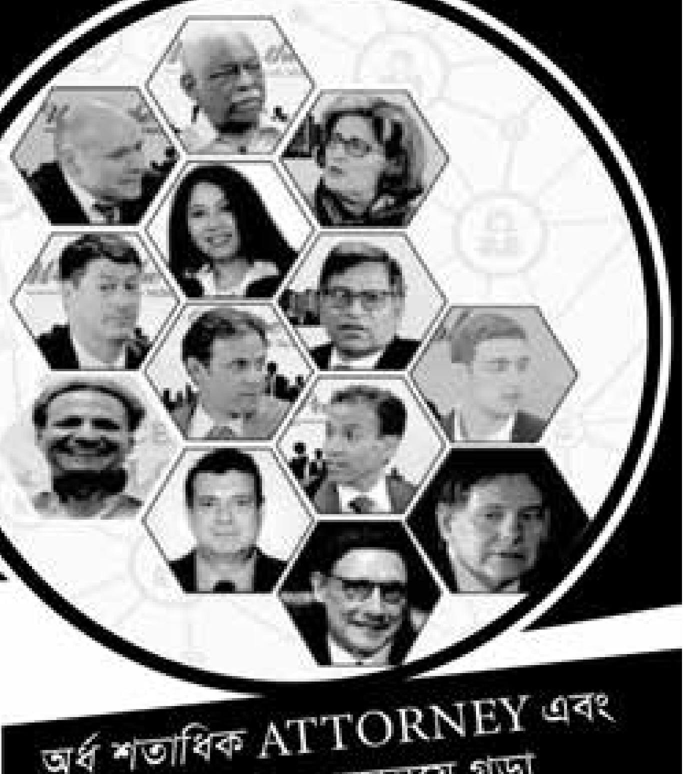

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

DULAL BEHEDO
CHAIRMAN
SAMSUL ALAM SOHAG
CO- CHAIRMAN
NURUL AZIM
CONVENOR
BELAL CHOUDHURY
CO - CONVENOR
SHAHEEN KABIR
PRESIDENT
ALAMGIR KHAN ALAM
MEMBER SECRETARY
প্রবাসে শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোক
আমাদের নতুন কিছু করার প্রত্যয়
GOLDEN AGE
HOME CARE
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Ph: 718-775-7852
PRESENTS
POWERED BY
rivertel
সেমিনার
কাব্য জলসা
রকমারি স্টল
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
BANGLADESH
CONVENTION
ষষ্ঠ
বাংলাদেশ
সম্মেলন
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
GRAND SPONSOR
ORGANIZED BY
SHOWTIME MUSIC
24TH & 25TH AUG 2024
SAT & SUN, 3PM-12AM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA, NY 11435
FOR MORE INFO
646 546 6038

ব্রাইট হরিজন সলিউশনের ইবি৩ ভিসা নিয়ে সেমিনার

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এলাকায় ১৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ব্রাইট হরিজন সলিউশানস আয়োজিত ইবি৩ ভিসা সেমিনার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনারে ইবি৩ ভিসার মাধ্যমে কীভাবে ইউএস গ্রিন কার্ড পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সেমিনারে উপস্থিত সবাই ইবি৩ ভিসা প্রক্রিয়া, সফল আবেদনের কৌশল, এবং এটি কীভাবে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্য উপকারী হতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লাভ করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বিশেষজ্ঞদের থেকে মূল্যবান পরামর্শ পান এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছেন।

সেমিনারে অ্যাটর্নি শফি চৌধুরী, এসকিউ ইবি৩ ভিসা প্রক্রিয়ার আইনি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ইবি৩ ভিসা প্রক্রিয়ার আর্থিক দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন আহাদ আলী, সিপিএ। পাশাপাশি নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় কৌশল নিয়ে কথা বলেন লিটন আহমেদ।

সেমিনারের শেষে অংশগ্রহণকারীরা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ব্রাইট হরিজন সলিউশানস'র এমন আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে অতিথিরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, যা উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত উত্তর দেন।

ব্রাইট হরিজন সলিউশানস ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা করছে, যাতে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করা যায় এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন পূরণের পথে সহায়ক হওয়া যায়।

এই সেমিনারটি ইবি৩ ভিসা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সংশয় দূর করতে সহায়ক হয়েছে। সঠিক তথ্য এবং দিকনির্দেশনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ভিসা প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের সেমিনার আরও আয়োজনের জন্য ব্রাইট হরিজন সলিউশানস-এর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা।

ব্রাইট হরিজন সলিউশানস ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা করছে, যাতে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করা যায় এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন পূরণের পথে সহায়ক হওয়া যায়।

যোগাযোগের তথ্য: ব্রাইট হরিজন সলিউশানস, ফোন: +1 212-347-6364,ইমেইল: info@bhslgroup.com, ওয়েবসাইট: www.bhslgroup.com

ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন গ্রহণ করলেন টিম ওয়ালজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টিম ওয়ালজ

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন টিম ওয়ালজ। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার (২১ আগস্ট) রাতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনের মঞ্চে মনোনয়ন নেওয়ার এই ঘোষণা দেন তিনি।

বুধবার ডেমোক্রেটিক জাতীয় সম্মেলনের তৃতীয় দিনের শেষে মঞ্চে যাওয়ার সময় টিম ওয়ালজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে আপনাদের মনোনয়ন গ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের। আজ রাতে আমরা এখানে একটি সুন্দর ও সাধারণ কারণে হাজির হয়েছি। আমরা এই দেশকে ভালোবাসি।

৬০ বছর বয়সী টিম ওয়ালজ মিনেসোটার গভর্নর। সপ্তাহ দু-এক আগে তাঁকে রানিং মেট হিসেবে বেছে নেন কমলা হ্যারিস। এর আগ পর্যন্ত মার্কিন রাজনীতিতে তিনি অপরিচিত একজন খেলোয়াড় ছিলেন।

নিজের দেওয়া বক্তব্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকানদের একহাত নিয়েছেন এই ডেমোক্র্যাট নেতা। রিপাবলিকানরা নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের বিপক্ষে হলেও এর পক্ষে জোর সাফাই গেয়েছেন টিম। বলেন, 'আমরা আমাদের প্রতিবেশী ও তাদের ব্যক্তিগত পছন্দকে সম্মান করি। যদি আমরা নিজেদের জন্য এই পছন্দ নাও করি, তার পরও আমাদের একটি নিয়ম আছে। সেটা হলো—নিজের চরকায় তেল দেন।'

স্থানীয় সময় গত সোমবার (১৯ আগস্ট) ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার মঞ্চে আসেন বারাক ওবামা। চার দিন ধরে চলবে এই সম্মেলন। এই সম্মেলনের শেষ দিন বৃহস্পতিবার আগামী নির্বাচনে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে কমলার নাম ঘোষণা করা হবে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্নীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

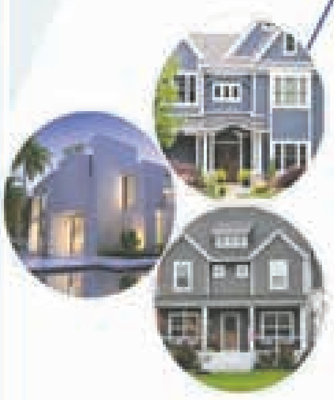

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
38TH ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৪
FOBANA
CONVENTION 2024
ON LABOR DAY WEEKEND
AUGUST 30, 31 & SEPT. 01
MARRIOTT
NEW YORK
LAGUARDIA AIRPORT
সেমিনার
কাব্য জলসা
ফ্যাশন শো
রকমারী স্টল
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
MEDIA PARTNERS
CHANNEL i
TBN 24
বাংলা পোস্ট
ASEF BARI TUTUL
CONVENER
FOBANA Convention 2024
GIASH AHMED
CHAIRMAN
FOBANA Steering Committee
DEWAN A AZIM (JEWEL)
Executive Secretary
FOBANA Steering Committee
DR. SHAJADI PARVIN
Co-Chairman
FOBANA Convention 2024
FAHAD SOLAIMAN
Member Secretary
FOBANA Convention 2024
FOR MORE INFO: 917-744-7308, 631-428-1901
www.fobanabangladeshconvention.com
HOST ORGANIZATION
AMERICA BANGLADES
& INDUSTRY (ABCCI)

NARAYANGONJ DISTRICT ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.
নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকা ইন্‌ক
(NON-PROFIT SOCIAL ORGANIZATION)
ESTD 1989
TAX ID: 54-2132310
নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির নব নির্বাচিত
কার্যকরি কমিটি
২০২৪-২৬
মোস্তফা জামাল টিটু
সভাপতি
কামাল হোসেন টিটু
সাধারণ সম্পাদক
রুহুল আমীন জুয়েল
সহ-সভাপতি
এমডি সরফরাজ
সহ-সভাপতি
মোঃ আব্দুল কাদের
সহ-সভাপতি
সোহেল আহমেদ
সহ-সভাপতি
খালেদ আকতার
যুগ্ম সম্পাদক
যুগ্ম সম্পাদক
মোঃ মোস্তাকিম আবেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ আতাউর রহমান মিঠু
ইঞ্জিঃ মহসিন মাহমুদ
কোষাধ্যক্ষ
শাহানাজ হোসেন
মহিলা সম্পাদক
নিপা জামান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শাহাদাত হোসেন
ক্রীড়া সম্পাদক
এম. আজিজুল হক
কোহিনুর আক্তার কলি
ইমাম সৈয়দ হায়দার
দর্পণ কবীর
নির্বাহী সদস্য
নিতাই দাস
নির্বাহী সদস্য
এস. কে. এম. ইকবাল
নির্বাহী সদস্য
মোহাম্মদ ইমাম
নির্বাহী সদস্য
মোঃ আনিসুর রহমান
নির্বাহী সদস্য
নিপা আক্তার
নির্বাহী সদস্য
মুহাম্মদ পারভেজ
নির্বাহী সদস্য
দুলাল গুপ্ত
নির্বাহী সদস্য
স্থান: গুলশান ট্যারেস মিলনায়তন
তারিখ: ২৭ আগস্ট, ২০২৪, সময়: ০৬:৩০ মিনিট এ।
৫৯-১৯, ৩৭ এভিনিউ, উডসাউড, নিউইয়র্ক।
প্রিয় প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী, আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি ২৭ আগস্ট, ২০২৪ইং। রোজ: মঙ্গলবার, এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের অংশগ্রহণ করতে বিশেষ অনুরোধ করছি।
যোগাযোগ:
646-498-9400, 646-244-0057, 917-444-9945,
347-608-1429, 718-414-3662, 718-559-7451

DOWNTOWN MANHATTAN BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
ডাউনটাউন ম্যানহাটান বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
বার্ষিক
বনভোজন
2024
28th August 2024
Wednesday
Venue:
Croton Point Park
1 Croton Point Ave, Croton-On-Hudson, NY 10520
Pavilion 1
বাস ছাড়ার স্থান
ক্যানাল স্ট্রীট (ওয়েষ্ট ব্রডওয়ে এন্ড ক্যানাল স্ট্রিট কর্ণার
সময়: সকাল ৮টা (অনটাইম)
বিশেষ আকর্ষণ
খেলাধুলা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
র‍্যাফেল ড্র
আকর্ষণীয় পুরস্কার
চাঁদার হার
একক ঃ ৬০ ডলার
পরিবার ঃ ১৫০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী ২ বাচ্চা
বিশেষ আকর্ষণ:
খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,
মধ্যাহ্নভোজ, পুরস্কার বিতরণ
ENTER TO WIN!
সুধী, আস্সালামু আলাইকুম ।
আগামী ২৮শে আগস্ট, বুধবার, ডাউনটাউন ম্যানহাটান বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত আয়োজনে আপনি/আপনার স্বপরিবারে উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সফল ও স্বার্থক করে তুলবেন।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে: এম আজিজ হিরু, রেজাউল মোস্তফা, মোঃ শফিক খান, মোঃ সবুজ আলম, ফলু ভাই, কামাল উদ্দিন, শেখ জহির, আব্দুর রফ সরকার, আহমেদ, তরুন দাদা, শিবলি সরকার, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ রাইহান ফারুক, আক্তার, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ জুবায়ের, মাহমুদ হাওলাদার, নুরা আলম, সঈদ ভাই, মিজানুর রহমান ভাই, মোঃ আলম, আব্দুস সাত্তার, জোনায়েদ, গৌতম দা, মোঃ আলী, মাসুম, সাখাওয়াত আলম, শ্যামল দা, মোঃ সানি, মোঃ লিটন, মানিক, কাওসার, জাকির, মোঃ রাজীব, অপু, মেহেদী, মামুন, মোঃ নবী, আন্টু, সাগর, রুবেল, মোঃ রাজু, রিংকু, প্রিন্স, মোঃ ইমরান, নজরুল বন, আকাশ, সাইফুদ্দিন খোকন, আরিফিন, সাদি খান, এসএম ফরহাদ, মোঃ আশিক, শাহরিয়ার।
আপ্যায়নে: রাম রয়, এম আজীজ হিরু, ইকবাল বেপারী, শ্রী কান্ত দাস, জেকে কামাল, জাহেদুল ইসলাম, স্বপন বিশ্বাস, শাহাবুদ্দিন ঠাকুর, মোঃ কাওসার, মোঃ জহির রহমান, মোঃ জাকির, মোঃ সানি, রুবেল ইসলাম, জুয়েল হোসেন, রাসেল, পারভীন আলম, আশিক।
সার্বিক পরিকল্পনায়: মোঃ কামরুল ইসলাম, মোঃ আরিফুর রহমান, আবুল কাশেম, সমির ঘোষ, উস্তার আলী, আমিনুল ইসলাম মিঠু।
ক্রিয়া পরিচালনায়ঃ শ্রীকান্ত দাস, আবুল কাশেম, পারভীন আলম, ওবায়দুল ইসলাম।
র‍্যাফেল পরিচালনায়ঃ মোঃ হানিফ, উস্তার আলী, জে কে কামাল, মির্জা হাসান সুমন।
আমন্ত্রণে
এনামুল হক ভূইয়া রিপন
আহ্বায়ক
929 667 0705
যুগ্ম আহ্বায়ক
মোঃ তুহিন তালুকদার
শফি উল আহমেদ
মোঃ কাউসার
ডাঃ নুর মোহাম্মদ
প্রধান সমন্বয়কারী
সমন্বয়কারী
সেলিম চৌধুরী
স্বপন বিশ্বাস
আলমগীর আলম শিপন
নুরুল হুদা জুয়েল
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
পৃষ্ঠপোষক
মোঃ কাজিম উদ্দিন
জুয়েল হোসাইন
মাহি মান্না
প্রধান ব্যবস্থাপক
মোসলেহ উদ্দিন রানা
ব্যবস্থাপক
মোঃ শরীফুল ইসলাম শরিফ
রেহান মাহমুদ সুমন
ওবায়দুল ইসলাম
প্রধান সংগঠক
রাম রয়
সংগঠক
রাজিব শাহরিয়ার
রুদ্র মোহাম্মদ
মোঃ জাকির
শফিকুল ইসলাম উজ্জল
সদস্য সচিব
347 833 8946
যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ কামরুল হাসান
মোঃ রুবি
মোঃ রাসেল
সভাপতি
তরিকুল হোসাইন বাদল
347 612 6951
প্রচারে: স্বপন বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ রিয়াজুল কাদির লস্কর মিঠু
929 375 1377

ভারতে মোদি সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্র করছে সিআইএ

রুশ সংবাদমাধ্যমের দাবি

রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা স্পুৎনিকের ভারতীয় সংস্করণ এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিগত সপ্তাহগুলোতে ভারতের বিরোধীদলীয় বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন কূটনীতিকেরা। এমনটাই দাবি করেছে, রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা স্পুৎনিকের ভারতীয় সংস্করণ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ভারতে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি সরকার পতনেরও চেষ্টা চালানোর পরিকল্পনা থাকতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রগুলো হায়দরাবাদে মার্কিন মিশনের প্রধান কনসাল জেনারেল জেনিফার লারসন ও ভারতীয় বিরোধী দলগুলোর নেতাদের মধ্যে হওয়া একাধিক বৈঠক নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে তাঁরা পরিস্থিতির ওপর নজরও রাখছে।

গত সোমবার জেনিফার লারসন হায়দরাবাদের এমপি ও অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীনের (এআইএমআইএম) নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগেও এই দুজন বৈঠক করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের বৈঠক নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেবল ওয়াইসি নন, জেনিফার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন ও অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

ভারতের সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনের পর কিং মেকার হিসেবে আবির্ভূত হন। অল্পের জন্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় আসনসংখ্যা থেকে দূরে ছিল বিজেপি। মাত্র ১৬টি আসন নিয়ে বিজেপির এনডিএ জোটে যোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেন তিনি।

মোদি ও বিজেপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করলেও সম্প্রতি লোকসভায় বিজেপি উত্থাপিত ওয়াকফ–সংক্রান্ত একটি বিলের বিরোধিতা করেন চন্দ্রবাবু নাইডু।

উৎসব মুখর পরিবেশে শেকৃবি’র বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

উৎসব মুখর পরিবেশে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হলো। লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেকস্টেট পার্কে গত ১৭ আগস্ট শনিবার এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা এ ধরনের আয়োজন করে থাকে। এতে কৃষিবিদ পরিবারের সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন।

বনভোজনকে সফল করতে রেজাউল হক চৌধুরী মানিককে আহবায়ক ও প্রভাত বোসকে সদস্য সচিব করে একটি বনভোজন উদযাপন কমিটি করা হয়। তাদের সহযোগিতা করেন সংগঠনের সভাপতি এম এ রশীদ ও সাধারন সম্পাদক এম এ মামুন। ক্রিড়া উপকমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুগল কিশোর নাথ ঝন্টু।

এতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদের আতাউর রহমান সেলিম, মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দীন দেওয়ান, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, লায়ন্সের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সাবেক সাধারন সম্পাদক হাসান জিলানী, কমিউনিটি একটিভিস্ট আব্দুর রশীদ বাবু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান ও বাংলাদেশ ল’ ইয়ার সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোর্শেদা জামান।

বনভোজনে উল্লেখযোগ্য কৃষিবিদদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার উপদেষ্টা ড. গোলাম সামদনী তরফদার, সাবেক সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, তৌহিদুর রহমান, কৃষিবিদ এম জাহিদ, কৃষিবিদ মনোয়ারুল ইসলাম, তপতী রায়, অলোক পাল, এস উদ্দীন, এএইচএম কামাল, নাজ কামাল,আসাদুজ্জামান কিরন, সেকেন্দার আলী,আনিসুল হক সোহেল, আব্দুর রউফ মোল্লা, জিয়া, যুগল কিশোর নাথ, এম রানা, সোনিয়া আলমগীর, ফাতেমা মামুন ও শুভময়।

ববনভোজনের প্রধান আর্কষন ছিল র‌্যাফেল ড্র। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সৌজন্যে দেয়া প্রথম পুরষ্কার ৫৫ইঞ্চি টেলিভিশন জিতে নেন এম এ মামুন।

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ’র সাধারণ সভা ২৪ আগস্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

'ছাত্র-জনতার বৈষম্যহীন, মানবিক, ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কী ধরণের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী, কারণ এরূপ একটি কর্মসূচিই ছাত্র-জনতাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতে পারে; প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে; এবং সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন মুক্তিযুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের শত শত শহীদের আত্মদানকে সার্থক করতে পারে'

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রগ্রেসিভ ফোরাম আগামী ২৪ আগস্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৭ টায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ নজরুল ইসলামের “আগামী বাংলাদেশের ১০ করণীয়” শীর্ষক প্রস্তাবনার উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে। চিহ্নিত ১০টি করণীয় হলো: অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস; সুশাসন অর্জন; গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন ও আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থার প্রবর্তন; পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা; গ্রাম পরিষদ গঠন; ভৌগোলিক বৈষম্যের অবসান; সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি; নারী, শিশু, তরুণ ও বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান; সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন; সার্বভৌমত্ব শক্তিশালীকরণ ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির অনুসরণ।

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM SERVICES AVAILABLE
CoS Approval WITHIN 25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
*Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
*Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
*Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
*Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
*EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
*F1(Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

সিলেট এম. সি. এবং গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ-এসএ’র অভিষেক ও পুনর্মিলননী

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেট এম. সি. এবং গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক্-এর উদ্যোগে ১৮ আগস্ট রোববার নিউইয়র্কের গুলশান টেরেসে নতুন কমিটির অভিষেক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানজুড়ে নাচ, গান এবং প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে ওঠেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি সফিক উদ্দিন চৌধুরী। প্রথম পর্বটি সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এবং শুরুতে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী। দ্বিতীয় পর্বটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু, তার সঙ্গে ছিলেন উপস্থাপিকা অনিমা দত্ত কর।

অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির পরিচিতি পর্বটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে নবনির্বাচিত সহ-সভাপতিরা ছিলেন আজিমুর রহমান, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, এবং সাখাওয়াত আলী। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি মামুনুর রশীদ ও ইফজাল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ আকমল খান, সাহিত্য সম্পাদক আমিনুল হক চুন্নু, ক্রীড়া সম্পাদক খায়রুল ইসলাম, এবং সদস্যরা ছিলেন কাজী ওদুদ আহমেদ, মাহফুজুল বারী চৌধুরী, জুলকার নাইন হায়দার, মোঃ সামাদ মিয়া, অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, দিদার শাহীন, এবং মোঃ গোলাম কিবরীয়া চৌধুরী।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলাল উদ্দিন, আবুল কালাম, আজাদ উদ্দিন, আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইসবা, এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, সুফিয়ান খান, ইয়ামিন রশীদ, ও নিজাম উদ্দিন। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রথম ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা থেকে শুরু করে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এবং প্রথম ইলেকশন কমিশন থেকে ২৯২৩ সাল পর্যন্ত। তাঁদের মঞ্চে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং সবাইকে গোলাপের স্টিক দিয়ে বরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি TBN-24 কতৃক ধারণ করা হয়, এবং অনেকে TBN-24-এর কাছে তাঁদের স্মৃতিচারণ এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, নতুন সদস্যদের প্রতি দিকনির্দেশনা ও শুভকামনা জানান।

‘ভারতকে ‘হুঁশিয়ারি’ দিল খালেদার বিএনপি’

আনন্দবাজার পত্রিকা

একাধিক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। মঙ্গলবার সে দেশের আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপির তরফে নয়াদিল্লিকে এই ‘বার্তা’ দেওয়া হয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, “হাসিনার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এ দেশের মানুষ তাঁর বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনাদের (ভারত) কাছে অনুরোধ অবিলম্বে তাঁকে হস্তান্তরিত করুন।”

এর পরেই নাম না করে সরাসরি ভারতকে নিশানা করে আলমগির বলেন, “এটি দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে। সেখানে বসে তিনি বাংলাদেশবাসীর বিজয় ভেস্তে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন।” বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ক্ষমতার পালাবদলের পরে দ্রুত শক্তি সংহত করছে প্রাক্তন শাসকদল বিএনপি। এই আবহে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতার এই মন্তব্য ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, জনবিক্ষোভের জেরে গত ৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান হাসিনা।

দিল্লিকে হাসিনা হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে হবে

ভারতীয় গণমাধ্যমে খসরু

ঢাকা ডেস্ক

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শেখ হাসিনা হিন্দুদের বন্ধু ছিলেন না। পাশাপাশি তিনি তাঁর দলের তরফ থেকে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই অবস্থান ব্যক্ত করেন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে যান শেখ হাসিনা। এর ঠিক ১১ দিন পর দ্য প্রিন্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী দলের তরফ থেকে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের উচিত ভালো প্রতিবেশী হয়ে থাকা।

আমীর খসরু বলেন, ‘আমার দল বিএনপি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়। যে ক্ষমতায় আসুক বা যে ক্ষমতা হারাক, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব যেন তাতে নষ্ট না হয়। পারস্পরিক সম্মান, দ্বিপক্ষীয় শান্তি ও উভয় পক্ষের অর্থনীতির উন্নয়ন আমাদের যৌথ লক্ষ্য হতে হবে। আপনি আপনার প্রতিবেশী পরিবর্তন করতে পারবেন না, পারবেন কি?’

বিএনপির এই নেতা অবশ্য বলেন, ‘ভারত যে লেন্স দিয়ে বাংলাদেশকে দেখে, তা পরিবর্তন করতে হবে। ভারতকে হাসিনা হ্যাংওভার কাটিয়ে উঠতে হবে। ভারতের মূলধারার গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্র-নেতৃত্বে যে কোটা আন্দোলন হয়েছে, যা একজন স্বৈরশাসকের পতন ঘটিয়েছে, সেটি প্রশ্নবিদ্ধ করে যে প্রচারণা চলছে, তা বন্ধ করতে হবে।’

এ সময় তিনি ছাত্রদের অবদানকে খাটো করে দেখার ব্যাপারেও সতর্ক করে দেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার ও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলাসহ অনেকে ‘হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতিতে’ বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বিদেশি শক্তির জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘ভারত থেকে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনকে অসম্মান করে।’

আমীর খসরু এ সময় প্রশ্ন রাখেন, ‘বাংলাদেশিদের কি কোনো স্বকীয়তা নেই? সমাজের প্রতিটি স্তরের নাগরিক হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ভারতীয় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেন জেল, গুম, নির্যাতন ও কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠকে দমন করে ক্ষমতায় থাকা একনায়কের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় বিদ্রোহকে অসম্মান করার চেষ্টা করছে?’

তিনি বলেন, ‘আগামী দিনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নত করতে চাইলে “হাসিনাকে ছাড়া চলবে না”—ভারত থেকে এই ধরনের ন্যারেটিভ বন্ধ করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘ভারত বাংলাদেশে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি; যা হাসিনাকে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিল।’

ভারত ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মধ্যে তুলনা টেনে আমীর খসরু বলেন, ‘অনেক বিদেশি সংবাদমাধ্যম নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এটিকে ভুয়া বলে অভিহিত করেছে। ভারত হাসিনার পাশে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্র, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন যেকোনো সরকারের জন্য শাসননীতি হওয়া উচিত। ক্ষমতায় থাকার জন্য হাসিনা যখন এসব স্থগিত করেছিলেন, ভারত তখনো কোনো প্রশ্ন তোলেনি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ সুশীল সমাজ হাসিনার পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ হয় এবং ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের ফলাফলের পরপরই ভারত বয়কট প্রচারণা শুরু হয়।’

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘ভারতে হাসিনাপন্থী ন্যারেটিভ নির্মাতাদের জেগে উঠে প্রত্যক্ষ করা উচিত যে প্রকৃত পরিস্থিতি আসলে কী? বাংলাদেশ তার জনগণের কাছেই ফিরে গেছে। সাধারণ বাংলাদেশি অতীতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে নতুন দেশ গড়তে চায়। ভারতের উচিত নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া।’

আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, ‘হাসিনা এই ধারণা তৈরি করেছিলেন যে তিনি যত দিন ক্ষমতায় ছিলেন, তত দিন বাংলাদেশে হিন্দুরা নিরাপদ। ভারতে অনেকে এই মিথ্যা ন্যারেটিভ গিলেছে। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালেই হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছিল। অথচ তিনি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিন্তু ২০০৬ সালে তিনি একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের জন্য ডানপন্থী দল খেলাফত মজলিসের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ইসলামপন্থী হেফাজতে ইসলামের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একটু ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনি জানতে পারবেন যে কীভাবে তিনি তাঁর সরকার সম্পর্কে এই ধর্মনিরপেক্ষতার বুদ্‌বুদ তৈরি করেছিল, কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য সব ইসলামপন্থীকে অযাচিতভাবে কাছে টেনেছেন। তিনি হিন্দুদের বন্ধু ছিলেন না।’

বিএনপি সংখ্যালঘু মতবাদে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে আমীর খসরু আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিক সমান। সবার সমান অধিকার আছে। কেন এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করে বিভাজন তৈরি করা হয়? বাংলাদেশে আমরা কেবল একে অপরকেই শুধু সহ্যই করি না, সব নাগরিককে সম্মানও করি।’

শেখ হাসিনার পতনের পর সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘হাসিনার শাসনামলে বছরের পর বছর নিপীড়নের শিকার হয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীর ওপর হামলা হয়েছে। আমি এটা অনুমোদন করি না। হামলা শিকার হওয়াদের মধ্যে হিন্দুরাও ছিল। কিছু নিরীহ হিন্দুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু ভারতে কি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা নেই? আপনি কি সংখ্যালঘুদের ওপর কয়েকটি হামলার ভিত্তিতে একটি সমগ্র দেশকে বিচার করেন? আপনি কি বলবেন যে কয়েকটি ঘটনার কারণে একটি দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়? যারা এসব বলছে, তারা বাংলাদেশকে বোঝে না।’

নিউজার্সির প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রা

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক কাউন্টিতে বসবাসরত প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীদের তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পুণ্যার্থীরা ১৯আগস্ট সোমবার সকালে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মার্শাল কাউন্টিতে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় তীর্থস্থান ‘নতুন বৃন্দাবন’ এ গমন করেন। পুণ্যার্থীদের বৈদিক মন্ত্র ও পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে তীর্থযাত্রার শুভ সূচনা হয়। যাত্রা পথে পুণ্যার্থীরা মালা জপ, হরিনাম সংকীর্তনসহ বৈদিক মন্ত্র ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন।

তীর্থযাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম’, আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে। ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কোরাসে হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর, ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম’ এ অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সবার মনপ্রাণ।

তীর্থযাত্রার আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, তিন হাজার একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক রূপের লীলাভূমি, ধর্মীয় পীঠস্থান ‘নতুন বৃন্দাবন’ এ পুণ্যার্থীরা গিয়েছিলেন “অমৃতের সন্ধান” পেতে । “নতুন বৃন্দাবন”এ পুণ্যার্থীরা মালা জপ, পূজার্চনা, কীর্তন, ভজন, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নতুন বৃন্দাবন পরিভ্রমণ, প্রসাদ গ্রহণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন।

গত ২০ আগস্ট, সোমবার সন্ধ্যায় পুণ্যার্থীরা কমিউনিটি হলে ধর্মীয় সেমিনারে অংশ নেন।নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারি শুভানন্দ দাশ এর সঞ্চালনায় বর্ষণা স্বামী মহারাজ প্রধান বক্তা হিসাবে ভাগবত গীতা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।প্রশ্নোওর পর্বে অংশ নেন আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, সোমা দেব প্রমুখ ।

“ তীর্থ পরিক্রমা পূণ্য অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। মনে ধর্মভাব জাগলে নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ এমনিতেই ঘটে, আর তাতে উপকৃত হয় সমাজ, সংসার। সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তীর্থভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উপলব্ধি থেকেই তীর্থভ্রমণের আয়োজন “- জানান আয়োজকদের অন্যতম আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার।

আয়োজকরা জানান, এই তীর্থযাত্রা প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। গত ২১ আগস্ট বুধবার পুণ্যার্থীরা নতুন বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন। ওইদিন সকালে নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারি শুভানন্দ দাশ তীর্থযাত্রীদের বিদায় জানান।

কৃষ্ণভক্ত তৃপ্তি সরকার, সুনীল দাশ, রনজন সাহা, সরোজ দাশ,সজল চক্রবর্তী, দীপা দে, রুমী মল্লিক, সজল দাশ, সুপ্রীতি দে, ধীমান পাল, শান্তনু সরকার, রানা দাশ,পিকলু দাশ প্রমুখের যথাযথ কর্মোদ্যোগে তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার ও আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

‘কেমনে আমার পোলাডারে গুলি কইরা মারল’

ঢাকা অফিস

কেমনে আমার জনম দুঃখী এতিম পোলাডারে গুল্লি কইরা মাইরা লাইলি। ওরে পাষানেড়া তোগো বোক একটুও কাঁপলো না। আমার বাজানডা মারা যাওয়ার আগের দিন রাইতে ফোন কইরা কইছিল মাগো তোমারে আর কষ্ট করতে হইবো না ঢাকা থাকা লাগবো না। খুব তাড়াতাড়ি মুন্সীগঞ্জে লইয়া আইবো। ‘আমার যত ধার-দেনা আছে সব কাজ কইরা শোধ করবো। সবাইরে লইয়া এক সাথে, এক বাড়িতে থাকবো। আমার হেই পোলাডারে কেমনে গুল্লি কইরা মাইরা লাইলো।’

করুণ আর্তনাদে আহাজারী করে কথাগুলো বলছিল

গত ৪ঠা আগস্ট মুন্সীগঞ্জ শহরের সুপারমার্কেট এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গুলিতে নিহত নুর মোহাম্মদ ওরফে ডিপজল সর্দারের (১৯) মা রুমা খাতুন।

রুমা খাতুন বলেন, অভাবের সংসারে যখন নুর মোহাম্মদ হলো তখন নিজেরাই খাইতে পারতাম না। ওরে পালক দিয়া দিতে চাইছিলাম। আমার মা দিতে দেয় নাই। আমি ঢাকায় চলে যাই।

ওর নানি ওরে মাইনষের বাড়িতে কাজ কইরা খাওয়াইয়া বড় করছে। অভাবের কারণে পোলাডারে নিজের কাছে রাখতে পারি নাই। পোলায় রিকশা চালাইন্না শুরু করছিল।

গত সোমবার নূর মোহাম্মদদের সবার উত্তর ইসলামপুর ফরাজী বাড়ির ঘাটে বাড়াবাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, একটি ভাঙাচুরা ঘরে তার স্বজনরা বিলাপ করছে। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। মোহাম্মদকে হারিয়ে আহাজারি যেন থামছেই না তাদের।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, ৪ঠা আগস্ট রোববার সকাল থেকে শহরের সুপার মার্কেট এলাকায় অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। সকাল পৌনে ১০টার দিকে তারা শহরের সুপারমার্কেট এলাকায় গেলে পুলিশের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের পেটাতে শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা শহরের হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকার সড়ক দিয়ে সুপারমার্কেট এলাকায় আসতে চাইলে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ফয়সাল মৃধা, শহর ছাত্রলীগের সভাপতি নসিবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাগর, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কবির মাষ্টার, শ্রমিক লীগ নেতা আবুল কাশেম, সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি, শিলই ও আধারা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বন্দুক, ছুরি, ককটেল নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছোড়ে পুলিশ। এতে দেড় শতাধিক আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হন। সেইসঙ্গে নুর মোহাম্মদসহ ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্দোলনকারী সাবেক ছাত্রদল নেতা মো. মহিউদ্দিন শিক্ষার্থী বলেন, বাড়িতে কাজের কথা বলে আসলেও নূর মোহাম্মদ সেদিন সকাল থেকেই আমাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। নূর মোহাম্মদ আমাদের সবার সামনে গিয়ে আন্দোলন করছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের লোকজন আমাদেরকে ধাওয়া দেয়। আমাদের ওপর ককটেল এবং গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। আমরা দৌড়াচ্ছিলাম। নূর মোহাম্মদ আমাদের পেছনে ছিল। উত্তর ইসলামপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকি। হঠাৎ করে একটি গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নূর মোহাম্মদের কপালের মধ্যে গুলি লেগেছে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমরা কয়েকজন তাকে ধরাধরি করে একটি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাই। পাঁচ মিনিট পরে নূর মোহাম্মদ মারা যায়।

নূর মোহাম্মদের বোন বৈশাখী আক্তার বলেন, আমার ভাই আমাদের কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বেড় হলেও সে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গিয়েছিল। আমার ভাই দেশের জন্য মরেছে। ভাই হারানোর কষ্ট আছে। তবে ভাইয়ের জন্য গর্ভ করি। যারা আমার ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছে, সবার বিচার চাই।

নিহতের নানি সেফালী বেগম বিলাপ করতে করতে বলেন, শরীরের রক্ত পানি কইরা, নিজে না খাইয়া ওগো চার ভাই বোনরে বড় করলাম। নূর মোহাম্মদটা আমার আদরের নাতি ছিল। সারাদিন কাছে কাছে ঘুরঘুর করতো। কতো ঠাট্টা-তামাশা করতো। রিকশা চালাইয়া পান আইন্না খাওয়াইতো। আমাগো সবাইরে দেইখা রাখবো কইছিল। আমার হেই নাতিডারে মাইরা লাইলো। কতো মানুষ বাইচ্চা আইলো শুধু আমার নাতিডা লাশ হইলো।

সেফালী বেগমের সঙ্গে কথা হলে তিনি ঘটনার দিনের বর্ণনা দিয়ে জানান, নূর মোহাম্মদ ভাড়া অটোরিকশা চালাতো যখন যে গ্যারেজে রিকশা পেতো সে গ্যারেজ থেকে নিয়ে চালাতো। শহরে ঝামেলা হবে জানতে পেরেছিলাম। ওরে বলেছিলাম ওইদিন কাজে বের হতে হবে না। ও বলেছিল কিছু হবে না। দুপুরের মধ্যেই বাড়ি চলে আসবো।

কমলায় আশা রাখছেন ওবামা দম্পতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সময় যত যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সমীকরণ তত আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর ডেমোক্র্যাট শিবিরকে যতটা ছন্নছাড়া মনে হচ্ছিল,স ময়ের সাথে কমলা হ্যারিসের নেতৃত্বে ঠিক ততটাই গুছিয়ে নিচ্ছে তারা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে তাই এখন আর আগের মতো নির্ভার থাকাটা সম্ভব হচ্ছে না। এই জায়গাটিতেই কমলাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ওবামা দম্পতি।

আমেরিকার স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে কমলা হ্যারিসের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা। তাঁরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে সমর্থকদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক কনভেনশনে মিশেল ওবামা সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'আশা ফিরে আসছে।' বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই আশা কমলাকে ঘিরেই। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জনপ্রিয় সেই বক্তব্য দিয়ে–আশা ও পরিবর্তন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির এই দুই জনপ্রিয় নেতা কমলা হ্যারিসকে এদিন প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। একই সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলকে 'নৈরাজ্যপূর্ন' হিসেবে বর্ণনা করতেও ভোলেননি তাঁরা।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও কমলা হ্যারিস। ছবি: সংগৃহীত

তবে শুধু আশার কথাই বলেননি তাঁরা। বিশেষত বারাক ওবামা ডেমোক্র্যাটদের সতর্কও করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কোনো ভুল করা যাবে না। একটা লড়াই হবে।'

বিশেষত সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট সুইং স্টেটগুলোর দিকে সবাইকে মনোযোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এবার সুইং স্টেটের সংখ্যা বেশি। এবং এগুলোর ফলই গোটা নির্বাচনের ফল গড়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে ওই সব অঙ্গরাজ্যের ভোটার ও সমর্থকদের সজাগ থাকতে ও ভোট দিতে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন তাঁরা।

কমলার প্রতি বারাক ওবামার সমর্থন কতটা তা তাঁর একটি বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, এক নতুন অধ্যায়ের জন্য আমেরিকাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্য প্রস্তুত। আর কমলা হ্যারিসও তাঁর কাজের জন্য প্রস্তুত।'

ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলন ঘিরে বিক্ষোভ ফিলিস্তিনপন্থীদের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে শিকাগোয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন। গত সোমবার শুরু হওয়া এই সম্মেলনে নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বেশ কয়েক হাজার আমন্ত্রিত অতিথি অংশ নিয়েছেন। তবে এদিন সম্মেলনস্থলের বাইরে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ করেন কয়েক হাজার মানুষ।

'মার্চ অন দ্য ডিএনসি' শীর্ষক এই কর্মসূচি থেকে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাইডেন প্রশাসনের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিবাদ জানানো হয়। অবিলম্বে অঞ্চলটিতে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি কার্যকরের দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। একপর্যায়ে সম্মেলনস্থল-সংলগ্ন নিরাপত্তা বেষ্টনীর কিছু অংশ ভেঙে ফেলেন কয়েকজন বিক্ষোভকারী। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ সময় সেখানে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, চার দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিন শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাট নেতাদের সঙ্গে সপরিবার যোগ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় দলের জাতীয় সম্মেলনে এদিন শেষবারের মতো ভাষণ দিয়েছেন তিনি।

বাইডেন যখন মঞ্চে উঠছিলেন, তখন দর্শক সারির সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সমস্বরে বলে ওঠেন, 'ধন্যবাদ জো'। এ ঘটনায় বাইডেন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন তিনি।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'কঠিন সময় শেষ হয়েছে, এখন ভালো সময়।

জাতির জনককে চাইলেই মুছে ফেলা যায় না

ফ্লোরিডা মহানগর আ.লীগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আয়োজিত জাতির জনকের মৃত্য বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ আগস্ট ওরলান্ডোর বোম্বে গ্রীলে রাত ৮ টায়।

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক নাজিমউল্লাহ লিটনের পরিচালনায় শোক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা: মুরাদ খান ঠাকুর বলেন, চাইলেই ইতিহাস বদলানো যায় না। জাতির জনক সারা জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষের অন্তরেই আছেন, থাকবেন।

মুক্তিযোদ্বা ইন্জিনিয়ার ইকবাল হায়দার বলেন, আওয়ামী লীগের তিনবার বড় বিপর্যয় এসেছিল। এই বৃহদ দলটি তা মোকাবেলা করেছিল। আওয়ামী লীগের দু:সময় কেটে যাবে।

মুক্তিযোদ্ব বিষয়ক একাধিক গ্রন্থের লেখক ডা: নুরুল আমিন বলেন, জাতীর জনককে অপমান করে বাহবা কুড়ানো মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। শেখ মুজিবুর রহমান, বিশ্বের কাছেও সম্মানিত।

মুক্তিযোদ্বা শামীম মৃধা বলেন, যারা এই শোক দিবস পালন করতে বাধা দিয়েছিল, তাদের জাতি মাপ করবে না।

জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে চাইলেই মুছে ফেলা যায় না।

মহানগরের সাবেক সভাপতি জয়নাল চৌধুরী বলেন, অনেক চক্রান্ত করে সরকার পরিবর্তন করা হয়েছে। ৩২ নম্বরের জাতীর জনকের বাড়ী যেটা পুড়ানো হল তার বিচার কি এই কেয়ারটেয়ার সরকার করতে পারবে। পারবে না, কারন এটা আগামীতে আপনারা পরিষ্কার বুজতে পারবেন।

কমিউনিটি একটিভিষ্ট এ কে এম হোসেন হিটু বলেন, উন্নয়ন যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি লুটপাট দুর্নিতীও হয়েছে। তবে ৩২ নম্বর পুড়িয়ে ফেলা একটা চক্রান্ত ও দু:খজনক।

আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি কাজী আসিফ সুকন, বাহার আলম, সাইদ হোসেন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন সেন্টু বলেন, জাতির জনকের অপমান আমাদের আহত করেছে। আন্দোলনটাকে একটি কুচক্রি মহল টাকা দিয়ে ১ দফায় নিয়েছে।

যে বুলেটে ছাত্ররা মারা গেছে, তা পুলিশের ছিল না। এগুলো একদিন বেরিয়ে আসবে।

সাধারন সম্পাদক নাজিম উল্লাহ লিটন বলেন, কোটা বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে একটি বৃহদ শক্তি তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে।

সভার শেষ পর্যায়ে ডা: মুরাদ খান ঠাকুর শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৫ আগস্ট এ নিহতদের জন্য দোয়া করেন।

শোক দিবসের অনুষ্ঠান শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পনের মাধ্যমে।

দুর্গা মন্দিরের পিকনিক পরিণত হয়েছিল মিলন মেলায়

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পলের বার্ষিক পিকনিক গত ৪ আগস্ট রোববার ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেন্টার লেইন সিটির মেমোরিয়েল পার্কে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৭টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত পিকনিকে বিপুল সংখ্যক লোকজন অংশ গ্রহণ করেন। এদিন আবহাওয়া ছিল খুব সুন্দর। প্রবাসের নগর ব্যস্ততায় পিকনিকের এ দিনটি মূলত সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার এক মাহেন্দ্রক্ষণ। বছরের এই দিনেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। কথা হয়। দেশ থেকে নতুন কেউ এলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বনভোজনে ছিল পুরোপুরি দেশীয় আমেজ। প্রবাসে বনভোজনও এখন বাঙালির এক বড় পার্বণ। পিকনিক পরিণত হয়েছিল মিলন মেলায়। শুরুতে ছিল শিশুদের খেলাধূলা, জমজমাট আড্ডা, বারবিকিউ, ফুটবল,ভলিবল, বালিশ দৌড় খেলা। দুপুরে ছিল বিভিন্নপদের খাবার। খেলায় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ

গ্রহণকারীদেরকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। সবশেষে ছিল রাফেল ড্র। এতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়। এতে প্রথম পুরষ্কার ছিল একটি সোনার নেকলেস এছাড়াও ছিল ল্যাপটপ, টিভি, টেবলেট, প্রেশার কুকার, ডিনার সেট, মাইক্রোয়েভ, সোলার লাইট সেট, এয়ার ফ্রায়ারসহ আরো অনেক পুরষ্কার। দুর্গা মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ জানান, এবার পিকনিকে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। বিশেষ করে দেশ থেকে আসা অনেক লোকজন এতে অংশ গ্রহণ করেন। অংশ গ্রহণকারী সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী পর্বটি পরিচালনা করেন মন্দিরের মিডিয়া ডাইরেক্টার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব, রাফেল ড্র পর্বটি পরিচালনা করেন মন্দিরের সাধারণ

ভেনেজুয়েলায় সরকারবিরোধী সাংবাদিক গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিতর্কিত নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর চলমান বিক্ষোভের মধ্যে সরকারবিরোধী এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে ভেনেজুয়েলার সিক্রেট পুলিশ।

দেশটির রাজধানী কারাকাসে বাড়ি থেকে গুয়াইতা বারেতোকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পরিবারের বরাতে বুধবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিবিসি। বারেতো লা পাতিয়ালা নামের একটি সংবাদমাধ্যমে কাজ করেন। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্বকারী গণমাধ্যমের কর্মীরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি হওয়া বিতর্কিত নির্বাচনে নিকোলাস মাদুরো জয়ী হওয়ার পর বারেতোকে দিয়ে মোট ছয়জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হলো।

ট্রেড ইউনিয়ন বলছে, সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে এবং তার বাবা–মা বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দুই সন্ত্রাসীকে আটক করেছে এনওয়াইপিডির পুলিশ

এইচ বি রিতা

ব্রক্সের ফ্রিম্যান স্ট্রিট স্টেশনে দুইজন সন্ত্রাসীকে আটক করেছেন এনওয়াইপিডি পুলিশ অফিসার এডিসন জাসমিন এবং আবু হাসান। সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে একটি সেমিঅটোমেটিক বেরেটা পেলেট গান উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের একজন ম্যানহাটনের জাডেন উইলিয়ামস(১৮) এবং অন্যজন ব্রঙ্কসের ১৬ বছর বয়সী। আবু হাসান একজন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অফিসার।

ঘটনাটি ঘটে ১৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল ৫টার টার কিছুক্ষণ আগে। এসময় এডিসন জাসমিন এবং আবু হাসান

ডিউটিতে ছিলেন, ব্রঙ্কসে নর্থবাউন্ড ২নং ট্রেনে টহল দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কিছু যাত্রী তাদেরকে পাশাপাশি একটি গাড়িতে ঘটে যাওয়া ডাকাতির কথা জানান। তখন তারা দ্রুত সতর্ক হোন এবং চলন্ত ট্রেনটি ফ্রিম্যান স্ট্রিট স্টেশনের কাছাকাছি আসার পরই সেখানে যান। ট্রেনটির দরজা খোলার সাথে সাথে অফিসার জাসমিন লক্ষ্য করেন, সন্দেহভাজন দুইজন এলিভেটেড প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছু জিনিস রাস্তায় ছুড়ে ফেলে ফেলছে। দুই অফিসার তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেফতার করেন।

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ডাকাতি, ভীতিপ্রদর্শন, অপরাধমূলক অস্ত্র রাখা এবং হয়রানির অভিযোগ আনা হয়েছে।

এডিসন জাসমিন এবং আবু হাসান ভিক্টিমকেও সনাক্ত করেন। ২৬ বছর বয়সী ভিক্টিম জানান, এই দুই যুবক তাকে পকেটে থাকা ছুরি দিয়ে হুমকি দিয়েছিল। তার অ্যাপল এয়ারপড, সেলফোন, এবং নগদ টাকা দাবি করার সময় বন্দুক ছিল বলে মনে হয়েছিল।

ঘটনার সময় দুই ট্রানজিট ডিস্ট্রিক্টে ১২জন পুলিশ সদস্য একটি নিয়মিত পুলিশিং কৌশলে নিযুক্ত ছিল যা "ট্রেন রান" নামে পরিচিত, এই ইউনিফর্মড পুলিশ পাতাল রেল ভ্রমণের সময় একাধিক ট্রেনের গাড়ি পরিদর্শন করেন।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

কমলাকে হারানো সহজ হবে: ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের তুলনায় ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারানো সহজ হবে বলে মনে করেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

১৭ আগস্ট শনিবার পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কথা বলেন।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটের ফলাফলে যেসব অঙ্গরাজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, পেনসিলভানিয়া তার একটি।

ট্রাম্প বলেন, 'আমার বিশ্বাস, তাঁকে (কমলা) হারানো তাঁর (বাইডেন) চেয়ে সহজ হবে।' কমলাকে তিনি 'মৌলবাদী' ও 'পাগল' বলেছেন। কমলার নানা নীতির কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প তাঁকে চরম বাম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কমলা এর আগে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর 'ফ্রাকিং' নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন।

ভূগর্ভস্থ তেল ও গ্যাস উত্তোলনের একটি পদ্ধতি হচ্ছে 'ফ্রাকিং'। পেনসিলভানিয়ায় 'ফ্রাকিং' একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। আগে 'ফ্রাকিং' নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানালেও এখন কমলার নির্বাচনী শিবির থেকে তিনি ওই নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করবেন না বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সমাবেশে ট্রাম্প কমলাকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেন। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক অবশ্য বলছেন, এতে ট্রাম্পেরই ক্ষতি হবে; বিশেষ করে মধ্যপন্থী ভোটারদের কাছে ট্রাম্প বিরক্তির কারণ হতে পারেন। কমলা সম্পর্কে ট্রাম্প আরও বলেন, 'আপনারা

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কমলা হ্যারিস

কি তাঁর হাসি শুনেছেন? এটা পাগলের হাসি!'

টাইম ম্যাগাজিনের সর্বশেষ প্রচ্ছদে কমলার ছবি ছাপা হয়। সেটা নিয়েও বিদ্রূপ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি দেখতে তাঁর চেয়ে অনেক ভালো।'

এদিন নিজের আগের কয়েকটি বক্তব্যও পুনর্ব্যক্ত করেছেন ট্রাম্প। যেমন বলেছেন, ২০২০ সালে প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে হারানো হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর ওপর যে ঝুঁকি তৈরি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা ভুয়া।

পেনসিলভানিয়ায় ১৯টি ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে। প্রেসিডেন্ট হতে হলে অন্তত ২৭০ ইলেকটোরাল ভোট পেতে হবে। মিশিগানে ১৫ ও উইসকনসিনে ১০ ইলেকটোরাল ভোট রয়েছে।

এবারের নির্বাচনে পেনসিলভানিয়া বড় পুরস্কার হতে পারে এবং সম্ভবত এই অঙ্গরাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

২০১৬ সালে পেনসিলভানিয়ায় মাত্র ৪৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জেতেন ট্রাম্প। জয়-পরাজয়ের পয়েন্ট ব্যবধান ১ শতাংশেরও কম। পরের বছর বাইডেন ৮০ হাজারের সামান্য বেশি ভোটের ব্যবধানে ট্রাম্পকে পরাজিত করেন, পয়েন্ট ব্যবধান ১ দশমিক ২ শতাংশ। ট্রাম্প ও কমলা উভয়ের নির্বাচনী শিবির থেকেই পেনসিলভানিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কোভিডের মতো মহামারিতে রূপ নেবে না এমপক্স

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) জানিয়েছে, আফ্রিকায় উদ্ভূত এমপক্স কোনোভাবেই কোভিড-১৯ মহামারির মতো রূপ নেবে না। কারণ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানে, কীভাবে এই রোগের মোকাবিলা করতে হবে। আজ মঙ্গলবার বৈশ্বিক সংস্থাটি এই তথ্য জানিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইউরোপ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হ্যানস ক্লুজ জাতিসংঘের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমরা একত্রে এমপক্সকে মোকাবিলা করতে পারব এবং অবশ্যই করব।' তিনি বলেন, 'আমরা কি বিশ্বব্যাপী এমপক্স নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বেছে নেব? না কি আমরা আতঙ্ক ও অবহেলার আরেকটি চক্রে প্রবেশ করব? আমরা এখন ও আগামী বছরগুলোতে কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করব তা ইউরোপ এবং বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।'

এমপক্স ভাইরাসের নতুন প্রকরণটি বেশ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আগে যেমন ভাবা হতো যে, হয়তো সমকামী পুরুষদের মধ্যেই এটি বেশি ছড়ায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটি যৌন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছাড়াও ছড়াচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে শিশুদের মধ্যে এটি ব্যাপক হারে ছড়াচ্ছে। কঙ্গো ছাড়িয়ে এই ভাইরাসের নতুন প্রকরণটি রুয়ান্ডা, উগান্ডা, বুরুন্ডি ও কেনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এমপক্স: বৈশ্বিক 'স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' জারি, কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিতএমপক্স: বৈশ্বিক 'স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' জারি, কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত

এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মানুষের শরীরে পুঁজ ভর্তি ক্ষত তৈরি হতে পারে।

বিএএসজে সভাপতির উদ্যোগে 'সুহৃদ সমাবেশ'

সুব্রত চৌধুরী

গত ১১ আগস্ট রোববার নিউ জার্সি রাজ্যের এগ হারবার সিটিতে 'সুহৃদ সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওইদিন বিকেলে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের উদ্যোগে এগ হারবার সিটিতে তাঁর বাসভবনে আয়োজিত এই 'সুহৃদ সমাবেশ' এর বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল শুভেচ্ছা বিনিময়, বারবিকিউ, জম্পেস আড্ডা, নৈশভোজ ইত্যাদি।

এই সুহৃদ সমাবেশে আটলান্টিক সিটির মেয়র মারটি স্মল, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান,আটলান্টিক সিটির কাউনসিল এট লারজ স্টিফেনি মার্শাল, কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসির সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, ট্রাষটি বোর্ড সভাপতি আব্দুর রফিক, নিউ জারসি স্টেট সাউথ বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মোঃ কাউসার,সাধারন সম্পাদক রহমান বাবুল, লোকাল ৫৪ এর ট্রাষটি বোর্ড কর্মকর্তা সৈয়দ শহীদ , আওয়ামী লীগ নেতা শামীম চৌধুরী, ফারুক তালুকদার,মনিরুজামান মনির, বেলাল হোসেন, বেলালউদদীন, রওশনউদদীন, সাংবাদিক আবু নসর সহ বিভিন্ন কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগ দেওয়ায় এক পর্যায়ে তা সম্প্রীতি সমাবেশের রূপ নেয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের কনিষ্ঠ কণ্যার গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষে এই সুহৃদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।

সুহৃদ সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা নান্দনিক এই আয়োজনের জন্য জহিরুল ইসলাম বাবুলকে ধন্যবাদ জানান ।

নাৎসিদের সহযোগী ৯৯ বছর বয়সী নারী দোষী সাব্যস্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরমগার্ড ফুরচনার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১০ হাজারেরও বেশি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল ইরমগার্ড ফুরচনার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার একটি জার্মান আদালত নির্দোষ হিসেবে ৯৯ বছর বয়সী ওই নারীর একটি আপিল প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি নাৎসি বাহিনীর স্টুথফ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের এসএস কমান্ডারের সেক্রেটারি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মানির লাইপজিগে অবস্থিত ফেডারেল আদালতের রায়ই চূড়ান্ত। এর আগে ২০২২ সালে জার্মানির একটি রাজ্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তবে গত মাসে ফুরচনারের আইনজীবীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন—তিনি সত্যিই ক্যাম্পের কমান্ডার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সঙ্গী ছিলেন কি-না এবং স্টুথফে কী ঘটছিল সেই সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কি-না।

জানা যায়, কিশোরী অবস্থায় টাইপিস্ট হিসেবে স্টুথফ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গিয়েছিলেন ফুরচনার। সেখানে তিনি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কাজ করেন। নাৎসি বাহিনীর সঙ্গী হিসেবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচার হওয়া কয়েকজন নারীর মধ্যে তিনি অন্যতম। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে উত্তর জার্মানির ইটজেহোতে একটি রাজ্য আদালত বিচারে তাকে দুই বছরের স্থগিত কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। স্টুথফ ক্যাম্পে ফুরচনার একজন বেসামরিক কর্মী হিসেবে থাকলেও বিচারক মত দিয়েছিলেন, তিনি বন্দী শিবিরে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন।

স্টুথফ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রায় ৬৫ হাজার বন্দীকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। নিহত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ইহুদি, পোল্যান্ডের অ-ইহুদি বাসিন্দা এবং বন্দী সোভিয়েত সেনারা। যেহেতু ফুরচনার তখন ১৮ বা ১৯ বছর বয়সী ছিলেন, তাই তাকে কিশোর আদালতে বিচার করা হয়েছিল।

স্টুথফ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটি ছিল বর্তমান পোল্যান্ডের গডানস্কে। এই ক্যাম্পে বন্দীদের নানা নির্মম পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৪৪ সালের জুন মাসে কয়েক হাজার বন্দীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়।

২০২২ সালে জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য শ্লেসউইগ-হলস্টেইনের ইটজেহো জেলা আদালতে ফুরচনারের বিচার হয়। সেই সময়ে বন্দী শিবিরে বেঁচে থাকা কয়েকজন ফুরচনারের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্য বিচার চলাকালীন মারা গেছেন।

এর আগে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ফুরচনারের বিচার শুরু হলে তিনি জার্মানিতে তার নার্সিংহোম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে পুলিশ তাঁকে হামবুর্গের একটি রাস্তায় আটক করে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফুরচনার শ্লেসউইগ-হলস্টেইন প্রদেশে চলে এসেছিলেন এবং একজন টাইপিস্ট হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

বিচার শুরু হওয়ার পর আদালতে টানা ৪০ দিন সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন ফুরচনার। তার আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন—নীরব থাকা তার মক্কেলের অধিকার।

শেষ পর্যন্ত ফুরচনার নীরবতা ভেঙে বলেছিলেন, 'যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি সেই সময়ে স্টুথফে থাকার জন্য দুঃখিত। আমার এতটুকুই বলার ছিল।'

'নিউইয়র্ক' দখল করে নিল রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলের নিউইয়র্ক নামে একটি শহর দখল করে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। অদ্ভুত এই নাম বিশিষ্ট ইউক্রেনীয় শহরটি মূলত একটি শিল্পাঞ্চল। রাশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অঞ্চলটি ইউক্রেনের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। রুশ সংবাদ সংস্থা রিয়া নভোস্তির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

দনবাসে ক্রমাগত আক্রমণের অংশ হিসেবে গত জুনে রুশ সামরিক বাহিনী নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী তোরেতস্ক অঞ্চলে বড় ধরনের অভিযান শুরু করে। তোরেতস্ক অঞ্চলটি মূলত বেশ কয়েকটি শিল্প শহরের একটি গুচ্ছ। জুলাইয়ের শুরুতে, রুশ বাহিনী ইউক্রেনীয় সৈন্যদের তোরেতস্কের উত্তর উপকণ্ঠে ঠেলে দিয়ে শহরের কেন্দ্রবাগ দখল করে নেয়। এবার নিউইয়র্ক শহরটিও রাশিয়ার দখলে এল।

শোক দিবসে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগের আলোচনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামীলীগের উদ্যেগে এবং মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী যুবলীগ,স্বেচ্ছাসেবক লীগ,মহিলা আওয়ামীলীগের সহযোগিতায় ভার্জিনিয়ার স্প্রীংফিল্ড কমফোর্ট ইন্ হোটেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেট্রো ওয়াশিংটন আঃলীগের সহসভাপতি মুজিবুর রহমান। সন্চালন করেন সাঃসম্পাদক মোঃশফিকুল আযম আজাদ। আলোচনার শুরুতেই সকল শহীদের স্বরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অমর ইসলাম। বক্তব্য রাখেন, মেট্রো ওয়াশিংটন আঃলীগের সহ সভাপতি নুরুল আমিন,যুগ্ম সাঃসম্পাদক রাবিউল ইসলাম রাজু, যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম,যুবলীগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম,ভার্জিনিয়া স্টেট আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাঃসম্পাদক জি আই রাসেল, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ, গ্রেটার ওয়াশিংটন যুবলীগের সভাপতি আবু সাঈদ, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন এর যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও আসাফো যুক্তরাষ্ট্র সহসভাপতি হাসনাত সানি। সমাপনী বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি মুজিবুর রহমান। বক্তারা জাতির জনকের জীবন আর্দশের উপর আলোচনা করেন এবং বর্তমান দেশের পরিস্হিতে সকল আওয়ামী ফ্যামেলী ও মুজিব সৈন্যদের একত্রে কাজ করার আহবান জানান এবং জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অতিসত্বর দেশে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশের ও আওয়ামীলীগকে সংঘটিত করতে হবে। বর্তমান সরকার যেন অতিসত্বর নির্বাচনের দেবার ব্যবস্হা করে দেশে জনগনের ম্যান্ডেড সরকারে হাতে ক্ষমতা হস্তানস্তর করেন। এবং বর্তমানে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে সেটার পুর্ন তদন্ত করে সকলকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

সাউথ জার্সি মেট্রো আ.লীগের পনেরো আগস্ট পালন

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত পনেরো আগষ্ট, বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে

বঙ্গবন্ধুসহ পনেরো আগস্ট নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং শোকসভার আয়োজন করা হয়।

শোকসভায় প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রফিক সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজামান মনির ও বেলাল হোসেন এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মোঃ বেলাল হোসেন,মাসুদ চৌধুরী, বোরহানউললাহ কাউসার, শেখ কামাল মনজু, মুক্তাদির রহমান,ফারুক তালুকদার,শাহজাহান ইকবাল,বেলাল হোসেন,বেলালউদদীন , নূর মোহাম্মদ , আব্দুর রহিম,মুজিবর রহমান, কাজী আবদুল মান্নান, আবদুল গফুর মিয়া, গাজী চৌধুরী,রুহেল চৌধুরী, হাফিজুর রহমান হাফিজ প্রমুখ ।

লেখক- সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী শোক দিবসের ছড়া পাঠ করেন।

শোকসভায় বক্তারা ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে শোক দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদনের কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়ার তীব্র নিন্দা জানান।

শোকসভায় বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি, তাকে সব রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল

জানালেন ব্লিঙ্কেন

সোমবার নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ব্লিঙ্কেন এ তথ্য জানান।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এখন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব হামাসকেও মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। গতকাল সোমবার নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ব্লিঙ্কেন এসব তথ্য জানান।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গতকাল তেল আবিবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন। এরপর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলেন, ‘ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত গঠনমূলক বৈঠক হয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব মনে নিয়েছেন। এখন হামাসের দায়িত্ব একই কাজ করা।’

ব্লিঙ্কেন জানান, হামাস তাদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিলে মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় সব পক্ষকে এক সঙ্গে নিয়ে পুনরায় বসতে হবে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ চালাচ্ছে ইসরায়েল। এখন পর্যন্ত ৪০ হাজারের বেশি নিরীহ ফিলিস্তিনি মারা গেলেও যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়নি কোনো পক্ষ।

কয়েক মাস থেমে থাকার পর গত সপ্তাহে আবারও যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু কোনো ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা শেষ হয়েছেল। গত সপ্তাহে আবারও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গতকাল মধ্যপ্রাচ্যে সফরে যান এবং ইসরায়েল তাদের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বলে জানালেন।

যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তারা একটি যুদ্ধবিরিতি চুক্তি করতে রাজি করাতে পারবে ইসরায়েল ও হামাসকে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax • Business Licenses and Setup • FBAR and FATCA Filing
Notary Public • Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

কর্মজীবী মানুষের পরিশ্রম

শেষ পৃষ্ঠার পর

অ্যাডামস্ মনে করেন, কর্মজীবী মানুষ এবং তাদের পরিবারের সফল হওয়ার জন্য নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। সোমবার, ১৯ আগস্ট কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'এ কারণেই আমরা শহর যা প্রতিটি পাড়ায় এবং সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি প্রসারিত করতে, আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট (EITC) এর বিষয়টাকে মূল্যায়ন করেছি যাতে নিউ ইয়র্কবাসীদের পকেটে আরও বেশি অর্থ ঢোকানো যায়।'

EITC হল সবচেয়ে কার্যকর সহায়তা প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি যা নিম্ন-আয়ের পরিবার এবং কর্মীদের সাফল্যের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। কর্মজীবী-শ্রেণির নিউ ইয়র্কবাসী, বিশেষ করে যাদের ঘরে বাচ্চা আছে, তারা যেন তাদের ন্যায্য অংশ পান তা নিশ্চিত করতে এটি একটি সহজ উপায়। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমার মা, আমাকে এবং আমার ভাইবোনদের সমর্থন করতে একজন ক্লিনার হিসাবে ডাবল শিফটে কাজ করতেন। আজ হাজার হাজার নিউ ইয়র্কবাসী একই কাজ করছে। কিন্তু এই ট্যাক্স ক্রেডিটের সাহায্য তাদের সন্তানদের জন্য বাড়তি সুবিধা সরবরাহ করতে পারছে।'

তিনি আরো বলেন, '১৯৭৫ সাল থেকেই EITC আমেরিকানদের পকেটে কিছু বাড়তি টাকা রাখছে। তবে এটির জন্য শহরবাসীর যোগ্যতা বাড়ানো এবং অ্যাক্সেস উন্নত করা দরকার ছিল। এ কারণেই আমি মেয়র পদে আসার পরই EITC সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। দুই বছর আগে, প্রথমবারের মতো আমি প্রোগ্রামটি প্রসারিত করতে আলবেনিতে আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম। তারপর থেকে, EITC নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আমাদের অ্যাডভোকেসি এবং অংশীদারিত্বের কারণে ট্যাক্স সিজন ২০২৩-এ আগের বছরের তুলনায় নিউ ইয়র্কবাসীদের অতিরিক্ত $২৮০ মিলিয়ন ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছি। নিম্ন-আয়ের সম্প্রদায়ের মধ্যে ৭ লাখ ৪৬ হাজার নিউ ইয়র্কবাসী মোট $৩৪৫ মিলিয়ন পেয়েছে এবং ফাইলারদের জন্য প্রাপ্ত অর্থের গড় পরিমাণ ৩৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থ নিউ ইয়র্কবাসীদের বিল পরিশোধ করতে, বাড়ি ভাড়া সহ খাদ্য সামগ্রী কিনতে সাহায্য করেছে।'

অ্যাডামস্ প্রশাসন, নিউ ইয়র্কবাসীদের এই সুবিধা পেতে নানা তথ্য সর্বরাহ করছে। শহরবাসীকে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে এবং এই সুবিধাটি দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলিতে যোগাযোগ করতে সহায়তা করছে। একারণে অনেক নিউ ইয়র্কবাসী পাঁচটি বরো জুড়ে NYC Tax Prep এর সন্ধান পেয়েছে যেখানে তারা EITC-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পেরেছে। এখানে ট্যাক্স প্রস্তুতকারীরা কর্মজীবী-শ্রেণির নিউ ইয়র্কবাসীরা EITC পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করে। অ্যাডামস্ পরামর্শ দেন, কেউ এই ক্যাশব্যাকের জন্য যোগ্য কিনা তা দেখতে nyc.gov/getcredit-এ যেতে পারেন। এখানে নিউ ইয়র্কবাসীরা বিনামূল্যে তাদের ট্যাক্স জমা দিতে পারবে। অথবা যেকোনো একটি অবস্থানেও শহরবাসী যেতে পারেন কিংবা getyourrefund.org/nyc-এ অনলাইনে সাহায্য পেতে পারেন।

দেশে অস্থিরতার প্রভাব

শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকার পতন ও পরবর্তী অস্থিতিশীল অবস্থা পর্যন্ত প্রবাসীদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করে। এসময় প্রবাসীরা দেশে যাওয়া-আসা যেমন বন্ধ রাখে, তার পাশাপাশি অন্যান্য দেশে ভ্রমণও কমিয়ে দেয়। বুকিং করা অনেকেই বাতিল করেছেন তাদের সামার ট্রাভেল। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ব্রডব্র্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখায় দেশে অবস্থানরহ প্রবাসী ও টুরিস্টদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, যেটি ট্রাভেল ব্যবসায় বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আটাব)-এর সভাপতি ও কর্ণফুলী ট্রাভেলসের সিইও সেলিম হারুন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, নিউইয়র্কে আমরা যারা বাংলাদেশী ট্রাভেল ব্যবসায়ী আছি আমাদের ৮০ শতাংশ ব্যবসা বাংলাদেশের সাথে। সামার ভেকেশানে অনেকেই দেশে যাওয়ার জন্য বুকিং দিলেও দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার তাদের ফ্লাইট বাতিল করেছে। এছাড়াও যারা সংকটকালীন সময়ে দেশে ছিলেন তারা ইন্টারনেট বন্ধ সহ নানা কারণে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। আমরাও তাদের সাথে যোগাযোগের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে বেশিরভাগ যাত্রী ফ্লাইট মিস করেছে। পরে মিস হওয়া ফ্লাইটের টিকেট রিইস্যু করতে আমাদেরও যথেষ্ট ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে ফাইনও দিতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সংকটকালীন সময়ে নিউইয়র্কে সামার ভেকেশন ছিলো। কিন্তু দেশ অস্থিতিশীল থাকায় প্রবাসীরা অগ্রিম বুকিং দিয়ে রাখলেও বেশিরভাগই বুকিং বাতিল করেন। এখন দেশের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও যে পরিমাণ লোক ট্রাভেল করার কথা তা হ্রাস পেয়ে এখন ২০ শতাংশে নেমেছে। টিকিট বিক্রি কমে গেছে প্রায় ৮০ শতাংশ। এ সংকট কাটিয়ে উঠতে কয়েকমাস সময় লেগে যাবে বলেও মনে করেন আটাব সভাপতি সেলিম হারুন।

এস্টেরিয়াস্থ ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টেরিয়ার সিইও নজরুল ইসলাম প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে বলেন, দেশের আন্দোলন-সংগ্রাম-বিক্ষোভের কারণে মানুষ দেশে যাওয়ার উৎসাহ হারানোয় আমরা সামার ভেকেশনের প্যাসেঞ্জার ধরতে পারিনি। আন্দোলনের শুরু থেকে নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত আমাদের টিকেট সেল শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। বর্তমানে সেটা ৫ শতাংশে উন্নীত হলেও তা দিয়ে ব্যবসা ধরে রাখা যাবেনা। আমার ১৯ বছরের ট্রাভেল ব্যবসায় এ ধস দেখতে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, দেশে নতুন সরকার গঠন হলেও দেশে এখনো অস্থীরতা বিরাজ করছে। পুরোপুরি কাজে ফিরেনি পুলিশ। মানুষ তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এখনো নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন লেগে আগে। এ পরিস্থিতিতে প্রবাসীরা দেশে যেতে নিরাপদ বোধ করছেন না। দেশ স্থিতিশীল না হলে, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে ট্রাভেল ব্যবসার এ সংকট দ্রুত কাটবে না।

গ্লোবাল ট্যুর এন্ড ট্রাভেলের সিইও মোঃ শাসছুদ্দিন বশির বলেন, ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে তবে শীঘ্রই টিকিটিং ব্যবসা ভাল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রহমানিয়া ট্রাভেলের সিইও মাওলানা এমকে মাহমুদুর রহমান বলেন, দেশে যাত্রী তেমন একটা যাচ্ছেন না। তবে ওমরাহতে যাচ্ছেন অনেক মানুষ।

আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়েও কাজ করেছি। মূলত আইনি বিষয়গুলির ফেডারেল প্র্যাকটিস ছিল সেগুলো পুরো যুক্তরাষ্ট্রে করতাম। আর যেগুলো ফ্যামিলি প্র্যাকটিস বা লোকাল প্র্যাকটিস ছিল সেগুলো ওয়াশিংটন ডিসি ও পেনসিলভিনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত আমি ওয়াশিংটন ডিসি কোর্ট, পেনসিলভিনিয়া সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য, ডিসি কোর্ট অব আপিলের সদস্য, ট্রায়াল লইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য এবং আমেরিকান ইমিগ্রেশন লইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলাম। সব মিলিয়ে আমার পেশা জীবনে আমি এখন বলতে পারি কয়েক হাজার বাঙালীর জন্য আইনি সহায়তা দিয়েছি এবং কোর্ট প্রসিডিংসে রিপ্রেজেন্টেশন এবং ইমিগ্রেশনের জন্য রিপ্রেজেন্ট করেছি।

প্রশ্ন: সংখ্যাটা অনুমানিক কত হতে পারে?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: এই সংখ্যাটা আমি যদি ১০ হাজারও বলি তাহলেও অনেক কম বলা হবে। কারণ ২০০৪ সালের এক হিসেব অনুযায়ী আমি প্রায় ১২ হাজার বাংলাদেশীকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মুসলিম। এরা বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্ট ছিল। আর বাংলাদেশী কমপক্ষে ১০ হাজার লোককে আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি এবং তাদের বংশ পরম্পরায় সেগুলো মাল্টিপ্লাই করলে এখন এক'শ হাজার হলেও আমি অবাক হব না যারা এদেশে আসছে এবং এই আসাটা অব্যাহত আছে। আগামী দিনগুলোতেও তাদের আসাটা অব্যাহত থাকবে। কারণ যারা ভাইবোনদের আনে তাদের ১০/১৫ বছর লেগে যায়। যারা এ দেশে একবার সিটিজেন হয়েছেন আইন অনুযায়ী তাদের মা-বাবা ভাই-বোন সকলকে আনতে পারেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে বাঙালীদের এখানে আসাটা বছরের পর বছর অব্যাহত থাকবে।

আর আমি এই যে হাজার হাজার বাঙালীকে সাহায্য করেছি এবং তা শুধু এই ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় নয়, বরং বিভিন্ন স্টেটের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট এবং ব্যবসায়ী যারা রেস্টুরেন্টের মালিক, গ্যাস স্টেশনের মালিক ও বিভিন্ন ধরণের বিজনেস-এর মালিক। তাদের অনেকেই এখন মাল্টি মিলিয়নিয়ার বনে গেছেন। তারা আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেলে আমি সেই সম্মানটা বরাবরের মত আজও পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন: আপনি ফোবানা সম্মেলন-২০২৪-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন! বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: জ্বী হ্যাঁ, ফোবানার আমি এবারের চেয়ারম্যান। আর এই বিষয়টা আমার কাছে এখন অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এটি আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালীদের বৃহত্তর সংগঠন এবং এইটাই একমাত্র বৈধ সংগঠন যার ট্রেডমার্ক এবং ৫০১(সি) ট্যাক্স আইডি রয়েছে। এই ফোবানার যারা প্রতিষ্ঠাতা সেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের সকলেই এই ফোবানার সাথে অ্যাডভাইজার হিসাবে আছেন। সুতরাং আমেরিকাতে যদি বৈধ ফোবানা বলা হয় তাহলে এটি তার মেইন ফোবানা এবং এই ফোবানা ১৯৮৭ এ এই ডিসিতেই গঠন করা হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকার জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরী এবং মোহাম্মদ হোসেইনী। ফোবানার প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন ইকবাল বাহার চৌধুরী এবং মোহাম্মদ হোসেইনী ছিলেন সেক্রেটারি। তারা আজও এই ফোবানার অ্যাডভাইজার হিসেবে আছেন। বাকি যারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তারা সকলেই ফোবানার সাথে আছেন। আর সে কারণেই আমি গর্বিত। বোধ করি এই বৈধ সংগঠনের চেয়ারম্যান হয়ে পুরো আমেরিকাকে আমি প্রেজেন্ট করতে পারছি।

প্রশ্ন: এই সম্মেলনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে কিছু বলুন।

অ্যাটর্ণী আলমগীর: এবারের এই সম্মেলন আগামী আগস্টের ৩০, ৩১ এবং সেপ্টেম্বরের এক তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যার ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। কেননা এবারের কনভেনশন হোস্ট করছে এই গ্রেটার ডিসি এলাকার সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ডিসি (বাগডিসি)। সেইসাথে এই এলাকার ৩০/৪০ টি সংগঠনসহ এখানকার বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীরা এই কনভেনশনের সাথে যুক্ত আছেন। এই কনভেনশনের মহাসম্মেলনকে সার্থক করার জন্য সবাই নিবেদিতপ্রাণ! সেই কারণে আমি মনে করি এবারের কনভেনশন অত্যন্ত সফল হবে।

প্রশ্ন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোবানার নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক বৈঠকে কি ধরণের দিক নির্দেশনা পেয়েছেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ফোবানার সেন্ট্রাল কমিটির নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টা সময় দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের এমন নির্দেশনা দিয়েছেন যে, আমরা যেন বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের মাঝে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি আমেরিকার মূল ধারার রাজনীতির প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করি। এতে করে তাদের প্রতিনিধিত্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উন্নত হওয়ার পাশাপাশি জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার প্রয়াস পাবে।

প্রশ্ন: এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব কি?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা সেটা আমরা ফোবানার মাধ্যমেও তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং সারা আমেরিকাতে তরুন প্রজন্মকে একত্রিত করার জন্য আমরা ইয়ুথ ফোরাম করেছি। এই ফোরামের ব্যাপক পরিকল্পনায় সারা আমেরিকার তরুণদের একত্রিত করে মূল ধারার রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচিত করে তোলা যাতে করে তারাও মূল ধারার রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়।

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন ফোবানা প্রতিষ্ঠালগ্নে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলা হয়েছিল তার কি কোন অংশ অর্জিত হয়েছে?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: প্রকৃতপক্ষে, ফোবানা প্রতিষ্ঠালগ্নে এর উদ্দেশ্য ছিল বছর শেষে সব বাঙালিদের এক মিলন মেলা করা এবং নিজেদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা। আমি মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশী উত্থাপন এবং বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগে ফোবানার কার্যক্রম শুধুমাত্র কালচারাল অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমাদের মধ্যে সেমিনার, কাব্য জলসা ও মূল ধারার সেমিনার হচ্ছে, মূল ধারার রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আসছে। আবার এখানে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে সেমিনার হচ্ছে। সুতরাং আমরা ফোবানার ব্যাপ্তি ব্যাপক আকারে করছি এবং এই ফোবানার প্রায় বাইশটি আউটস্ট্যান্ডিং কমিটি আছে যারা স্কলারশিপ দেয়ার পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্টুডেন্টদের ভর্তির বিষয়ে গাইড করছে। ফোবানার এই প্লাটফর্ম থেকেই অনেকে আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও মিউজিকে সম্পৃক্ত হচ্ছে। সুতরাং আমরা ফোবানার প্রতিষ্ঠালগ্নের চেয়েও অনেক বেশী ও ব্যাপক আকারে এর রূপরেখা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন: প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে ফোবানার সদস্যদের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা নেই, ভাড়া করা সদস্যদের দিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: আমি বিষয়টিকে এভাবে দেখি যে, বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধারণ করার জন্য স্থানীয় যে বাঙালিরা আছেন তারাই যথেষ্ট নয়। আর যেহেতু আমারা বাংলা শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের বিষয় নিয়ে বিবেচনা করছি, সেক্ষেত্রে যে যে এলাকা থেকেই আসুক না কেন বা যারাই আসুক না কেন তারা যদি বাঙালি শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল ধারার সাথে কাজ করতে চায় বা পারে যা ফোবানার মূল উদ্দেশ্য সেখানে আমি কোন ব্যতিক্রম বা কোন বা সমস্যা দেখছি না। বরং বিভিন্ন এলাকা থেকে হরেক শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ এই ফোবানার এই সম্মেলনকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন: আরও অভিযোগ রয়েছে যে জনকল্যাণ বা সৃজনশীল কিছুই নেই এই সম্মেলনে। এ বিষয়টিকেই বা কিভাবে দেখবেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। আমি বলব সৃজনশীলতার এখানে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন ধরুন আমদের নারী ক্ষমতায়নের যে কমিটি আছে তারা পুরো আমেরিকার নারীদের সুখ-দুঃখ নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি কিভাবে নারীরা ক্ষমতায়িত হতে পারে সে বিষয়ে সেমিনার এবং ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে। তেমনই আমাদের ইয়ুথ ফোরাম রয়েছে যারা তরুণদের অর্জন নিয়ে কাজ করে এবং কিভাবে তারা মূল ধারায় যোগ দিতে পারে এবং আমরা কিভাবে তাদের উৎসাহিত করতে পারি তা নিয়ে কাজ করে। তেমনই ফোবানার একটি স্কলারশিপ কমিটি আছে। এই কমিটি প্রতি বছর ভাল শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। যদিও অংকটি তেমন বড় নয় তবুও আমরা কাজ করছি। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করুক। একইভাবে গত বছর থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোবানা থেকে স্কলারশিপ প্রবর্তন করেছি যাতে করে আট/দশ জন শিক্ষার্থী বিনামূল্যে পড়াশোনা করতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি যে এগুলোও আমাদের অর্জন। সেইসাথে আমরা যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মূল ধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্তদের আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করি যাতে অন্যান্যরাও উৎসাহিত হয়।

প্রশ্ন: অনুষ্ঠানের নামে পকেট ভারি করা হয়, প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়না বলেও অভিযোগ রয়েছে! এ ব্যাপারে কি বলবেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: এখানে পকেট ভারী করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এটাতো বৈধ ফোবানা। আমাদের ৫০১(সি) আছে এবং এখানে যত টাকা-পয়সা সংগৃহীত হয় আয়োজক কমিটি হোক আর এক্সিকিউটিভ কমিটি হোক সম্পূর্ণ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খরচ করে এবং বছর শেষে এক্সিকিউটিভ কমিটি (ইসি) আয়োজক কমিটির কাছে একটি অডিটেড রিপোর্ট চায়। প্রথমত ইসি'র একটি পেনিও এদিক সেদিক করার কোন সুযোগ নেই। কারণ সব কিছুই রেকর্ডেড। একইভাবে আয়োজক কমিটিও যখন স্পনসরশিপ দেয়াসহ তহবিল সংগ্রহ এবং খরচ করে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব বছর শেষে হয়। সেখানে কোন অনিয়ম দেখা দিলে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেই। যেমন গত ক'বছর আগে আমরা এই ওয়াশিংটন ডিসিতেই আয়োজক কমিটির কনভেনর এবং সেক্রেটারিকে এই আর্থিক অনিয়মের জন্য বহিষ্কার করেছি। আমরা রক্ত মাংসের মানুষ। অনিয়ম কিছুটা হবে যা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমরা সংবিধানের ধারা/উপধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেই এবং নেয়ার বিধান রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তহবিল অপব্যবহারের মত অন্যায় করে তবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ধরা হবে।

প্রশ্ন: সমাজে অবদান নেই এমন সব মানুষকেও ফোবানা থেকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়- এই ধরনের অভিযোগও রয়েছে ফোবানার বিরুদ্ধে।

অ্যাটর্ণী আলমগীর: সাধারণত যাদের সমাজিক অবদান রয়েছে আমরা তাদেরই অ্যাওয়ার্ড দেই। আর তা সামাজিকভাবে বা সাংস্কৃতিকভাবে যেভাবেই থাকুক না কেন। আর কোন অবদান না থাকলে অ্যাওয়ার্ড দেয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ ফোবানা এমন একটি সংগঠন যেখানে কারো ব্যক্তিগত পছন্দ বা সিদ্ধান্তে কাউকে অ্যাওয়ার্ড দেয়া সম্ভব নয়। আমাদের পাঁচ বা সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি অ্যাওয়ার্ড কমিটি রয়েছে। কে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য এই কমিটি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে। এখানে একক সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নেই। তারা সিদ্ধান্ত নেবে কে কোন ক্ষেত্রে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য। তবে স্থানীয় আয়োজক কমিটি স্থানীয়দের কাজের উপর অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে। এতে আয়োজক কমিটির সাথে ইসি কমিটির কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: ফোবানা চলছে গণতন্ত্র নয় বরং গ্রুপিং, আর্থিক লেনদেন আর ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে - এ অভিযোগের বিষয়টির সাথে কি আপনি খন্ডন করবেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: মূল ধারার ফোবানাতে অনিয়মের কোনও সুযোগ নেই। কারণ এখানে সাধারণ সভা ও নির্বাচন হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটারদের তালিকা করা হয় এবং ভোটাররা ফোবানাকে ফি প্রদান করে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এখানে কোন ব্যক্তিগত ভোট নেই। কোনও ব্যক্তি পয়সা দিলেই ভোটার হতে পারবে না। ওই ব্যক্তি যদি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হয় তাহলেই সে ভোট দিতে পারবে অথবা সে কাউকে অথারাইজড করলে তখন সে ভোট দিতে পারবে। সেটাও একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং এখানে নির্বাচন কমিশন আছে। নির্বাচন কমিশন ভোটের তারিখ নির্ধারণ করে এবং সেই তারিখ অনুযায়ী ভোটারদের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভোটার ফরম আছে। তারা সেই ফরমগুলো পূরণ করে এবং নির্দিষ্ট তারিখে প্রার্থীদের ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় ভোট হয়। যারা বেশি ভোট পাবে তারাই নমিনেটেড হন এবং পরিশেষে নির্বাচিত হন। সুতরাং এখানে জালিয়াতি বা কারচুপির কোন সম্ভাবনাই নেই। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাউকে বানাতে পারবে না। অন্য কোন ফোবানায় বা ভুয়া ফোবানায় এসব সম্ভব যেখানে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। কিন্তু আমাদের এই বৈধ ফোবানায় কারচুপির কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন: ফোবানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে মানব পাচারের করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে! বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: প্রথমত আমরা যে ফোবানার সাথে জড়িত সেই ফোবানায় কেউ এই ধরণের মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকলে এই প্রতিষ্ঠান এতদিন টিকে থাকত না। এটা মানব পাচারের একটি কারখানা হত। কিন্তু আমাদের ফোবানাতে কে কাকে আমন্ত্রণ করছে এবং সেই আমন্ত্রিত অতিথি এখানে আসলো কি না এবং সেই অতিথি আবার ফিরে গেল কিনা আমরা সেটা মনিটর করি। সুতরাং এখানে মানবপাচারের কোন সুযোগ নেই। তবে অতীতে কোন কোন আয়োজক কমিটি এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুমোদন ছাড়া আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছে এবং তারা ধরাও পড়েছে। অতীতে তাদের অতিথিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। সুতরাং এই অভিযোগ যে একেবারে অমূলক তাও নয়। এই অভিযোগের কিছুটা সত্যতা থাকতে পারে। তবে আমরা এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা অবলম্বন করি এবং আমরা যাদের আমন্ত্রণ করি তারা অনুষ্ঠানের পর ফিরে যান। আমরা আমন্ত্রিত অতিথিদের যাতায়াতের বিষয়টি সার্বক্ষণিক মনিটর করি। এখানে টাকা পয়সা লেনদেনের কোন সম্ভাবনা নেই।

প্রশ্ন: ফোবানা বিভক্তির কারণগুলো কি কি? এজন্য কাকে দায়ী করবেন? এই বিভক্তি নিরসনের কি কোন উপায় আছে বলে মনে করেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: ফোবানা বিভক্তির বিষয়টিকে আমি ঠিক এভাবে দেখছিনা। ফোবানা থেকে যারা একবার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হন বা অন্যায় করেন বা ফোবানার আইন ভঙ্গ করেন বা মানবপাচার করে অথবা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এইসব জালিয়াতি করার চেষ্টা করেন তাদেরই আমরা বহিষ্কার করি। আর যাদেরই আমারা বহিষ্কার করি তারা আরেক নাম দিয়ে ফোবানা করা শুরু করে দেয়। আর আমাদের এই ফোবানা মূল ফোবানা যা উনিশ শত সাতাশি সালে গঠিত। এই মেইন ফোবানার কোন বিভক্তি হয়নি। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করেছি। তারা বহিষ্কৃত হয়ে অন্য নাম দিয়ে বা ব্যক্তি বিশেষের নাম দিয়ে ব্যক্তি ফোবানা করছে। ফোবানা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হয় না। এটা হচ্ছে সংগঠনগুলির সংগঠন। অর্থাৎ ফোবানা হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের ফেডারেশন। এখানে কোন ব্যক্তির সংগঠন ফোবানার সদস্য হতে পারেনা। আপনারা দেখবেন অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ফোবানা করছে। সুতরাং সেসব পুরোপুরি অবৈধ ফোবানা এবং দেখবেন যে তাদের অধিকাংশকেই আমরা বহিষ্কার করেছি।

প্রশ্ন: ফোবানা অনুষ্ঠানে আরও বেশী প্রবাসী বাংলাদেশীকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: এবার আমরা প্রচারণাটার বিষয়টিকেই বেশী জোর দিচ্ছি। বিভিন্ন স্টেটের পরবর্তী প্রজন্মকে সক্রিয় এবং মূলধারার লোকজনকে জড়িত করতেই এই প্রচারণার বিষয়টি ব্যাপকভাবে করছি যেন ফোবানার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। কারণ গত বছর আমাদের ফোবানায় প্রতিদিন প্রায় পাঁচ/ছয় হাজার দর্শকের উপস্থিতি ছিল। সুতরাং এবারও অধিক সংখ্যক উপস্থিতি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একারণে আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেন তারা বিবেচনা করেন যে এটাই প্রকৃত ফোবানা এবং আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের উভয় সরকারকেই এই ফোবানাকে বৈধ ফোবানা মনে করার কারণ জানিয়েছি। কারণ আমাদের ফোবানা বৈধ ফোবানা কেননা আমাদের ৫০১(সি) ও ট্রেডমার্ক আছে।

প্রশ্ন: এবারের ফোবানায় অতিথি কারা থাকছেন?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: মোটামুটিভাবে স্কটল্যান্ড থেকে সম্মানিত পার্লামেন্ট সদস্য ফয়সাল চৌধুরী ও ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটর সাদ্দাম সেলিমসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে স্টেট সিনেটর ও ইউএস সিনেটরের আসার কথা রয়েছে।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতের ফোবানার সফল আয়োজনে আপনার মতামতগুলো কি?

অ্যাটর্ণী আলমগীর: আমার পরামর্শ হবে যেখানেই ফোবানা আয়োজন করা হোক না কেন স্থানীয়ভাবে যেন কোনও দলাদলি না থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা লোকেরা যদি এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ না করে সেখানে তহবিল সংগ্রহ করাসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এতে কাজের গতিও কমে যায়। আবার একই সময়ে বিভিন্ন দল- উপদল অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করেও ফোবানার সফল আয়োজনকে ব্যাহত করতে পারে। সে কারণে আমার অনুরোধ থাকবে সকল বিতর্কের উর্ধে থেকে স্থানীয় সকল সংগঠনকে সাথে নিয়েই যেন একত্রে কাজ করতে পারে।

ধন্যবাদ আপনাকে!

আপনাকেও!

কমলা হ্যারিসকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাইস প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গুরুতর মূল্যস্ফীতি ডেকে আনার জন্য অভিযোগ শুরু করেন। এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'মূল্যস্ফীতির' বিষয়টিই দুই প্রার্থীর মধ্যে অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। মূল্যস্ফীতি নিয়ে কথা শুরু করলেও দ্রুতই ট্রাম্প কমলা হ্যারিসের হাসি থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে উপহাস শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি টাইম সাময়িকীর প্রচ্ছদে হ্যারিসের ছবির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কমলার চেয়ে প্রচ্ছদে তাঁকে বেশি সুন্দর দেখায়।

ট্রাম্পের উপদেষ্টা ও প্রচারশিবিরের পাশাপাশি রিপাবলিকান সমর্থকেরাও এখন কমলার আকস্মিক উদ্দীপ্ত প্রচার নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। অনেকেই ট্রাম্পকে পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে তিনি কমলাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করেন। এতে অনেক দোদুল্যমান ভোটারের মন ঘুরে যেতে পারে। তবে ট্রাম্প কোনো কথায় কান দিচ্ছেন না। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'অনেকেই আমাকে খারাপ ভাষা বলতে না করেন। বলেন, কাউকে নির্বোধ না বলতে। কেউ কেউ বলেন, তাঁকে উন্মাদ না বলতে। কিন্তু আমি তাঁদের বলি, সে যে তা-ই। সে তো উন্মাদ।'

গত ২১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে সরে যাওয়ার পর নাটকীয়ভাবে হোয়াইট হাউসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার গতি বদলে গেছে।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, তারেকের বক্তব্য প্রচারে বাধা নেই

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য-বিবৃতি সব ধরনের গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশে নিষেধাজ্ঞাসংক্রান্ত আগের সব নির্দেশনা প্রত্যাহার করেছেন হাইকোর্ট।

রিট আবেদনকারীর আরজির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার এ–সংক্রান্ত রুল খারিজ করে দেন। ফলে তারেক রহমানের বক্তব্য-বিবৃতি প্রচারে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল।

আইনের দৃষ্টিতে পলাতক থাকা অবস্থায় তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ২০১৫ সালের ৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নাসরিন সিদ্দিকী রিটটি করেন। পরদিন হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। তারেক রহমানের কোনো ধরনের বক্তব্য বা বিবৃতি সব ধরনের গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গত বছরের আগস্টে রিট আবেদনকারী সম্পূরক আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৮ আগস্ট এক আদেশে হাইকোর্ট তারেক রহমানের বক্তব্য, বিবৃতি, অডিও ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে সরাতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বিটিআরসিকে নির্দেশ দেন। এখন রিট আবেদনকারী পক্ষ রিটটি আর না চালানোর কথা আদালতকে জানায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিকেল চারটায় হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ বসেন।

রিট আবেদনকারী আইনজীবী নাসরিন সিদ্দিকী আদালতে বলেন, তিনি রুল আর চালাতে চান না। বিষয়টি (রিট) তালিকা থেকে মুছে দেওয়ার প্রার্থনাও জানান তিনি। আদেশে আদালত বলেন, রিট আবেদনকারী নিজে আদালতে উপস্থিত হয়ে রুল চালাতে চান না বলে উল্লেখ করেছেন। রুল খারিজের আরজিও জানান তিনি। ফলে রুল খারিজ (ডিসচার্জ) করা হলো। এ রিটের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সব নির্দেশনাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো।

এ সময় আইনজীবী কায়সার কামাল উপস্থিত ছিলেন।

জীবনসঙ্গী ও সৎ সন্তান

শেষ পৃষ্ঠার পর

আগে কমপক্ষে ১০ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন এবং স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে আইনত বিবাহিত হতে হবে। কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হননি বা জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হননি-এসব মানদণ্ডের মধ্যে থাকতে হবে।

দীর্ঘ আবেদনটি পূরণ করতে হবে এবং আবেদনের জন্য ফি দিতে হবে ৫৮০ ডলার। এছাড়াও চাকরির অনুমোদনের জন্য ফি লাগবে $৪৭০, স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে লাগবে ১,৪৪০ ডলার। মার্কিন নাগরিকদের তাদের সৎ সন্তানদের জন্য ফর্ম ফাইল করতে হবে, যার ফি জনপ্রতি ৬২৫ ডলার।

যদি আবেদনকারীর সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ হয় এবং DHS আবেদনটি অনুমোদন করে, তবে স্থায়ী বসবাসের জন্য ব্যক্তির আবেদন করার জন্য তিন বছর সময় থাকবে। এই সময়ের মধ্যে, ব্যক্তিকে পরিবারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে এবং কাজের অনুমোদন দেয়া হবে।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের প্যারোল ফ্যাক্ট শীট অনুসারে, যদিও মার্কিন নাগরিকদের স্বামী/স্ত্রী সাধারণত নাগরিকের নিকটাত্মীয় হিসাবে অভিবাসী ভিসার জন্য যোগ্য, তবে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা স্বামী / স্ত্রীদের জন্য অভিবাসন অবস্থা পরিবর্তন করা বুরোক্রিটিক্যালি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ফেডারেল আইনের অধীনে, যেসব অভিবাসীরা অফিসিয়াল পোর্ট দিয়ে প্রবেশ করেছেন এবং যাদের পরিদর্শন করে ভর্তি করা হয়েছে বা প্যারোলে রয়েছে, তারা স্থায়ী বসবাসের জন্য দেশ ত্যাগ না করেই স্টেটাস সামঞ্জস্য করার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে ইন্সপেক্টেড বা পরিদর্শন ছাড়া প্রবেশ করা অভিবাসীদের জন্য এই সুযোগ নেই। ফ্যাক্ট শীট অনুযায়ী, তাদের অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে হবে, বিদেশে একটি কনস্যুলেটে যেতে হবে এবং পুনরায় প্রবেশের জন্য নতুন অভিবাসী ভিসা পেতে হবে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamtravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন - গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

বৃহস্পতিবার, ২২ আগস্ট ২০২৪

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

শেখ হাসিনার পতন : একগুঁয়েমি, অহংকার ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ক্রমবর্ধমান পরিণতি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী নাম। প্রায় দেড় দশক ধরে তিনি দেশ শাসন করেছেন, এবং তার নেতৃত্বকে অনেকে আয়রন লেডি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই আয়রন লেডি উনার জন্য এমন এক সমাপ্তি অপেক্ষা করছিল যা কেউ কল্পনাও করেনি। ক্ষমতার অপব্যবহার, একগুঁয়েমি, অহংকার, এবং জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি অবজ্ঞার কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিরল ও নজিরবিহীন ঘটনা। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি, এবং নানা অপকর্মের কারণে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ, যা মূলত আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন, তাদের বিভিন্ন অপকর্ম ও দুর্নীতি, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি, সহিংসতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার, সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সরকারের প্রতি আস্থা কমিয়ে দেয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে একটি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, যা হাসিনা সরকারের পতনের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের এই অসন্তোষ এবং ক্ষোভ পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়, যা সরকারের স্থিতিশীলতায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনে তার দৃঢ়তা এবং কঠোর নেতৃত্ব প্রশংসিত হয়েছে। তবে এই দৃঢ়তা এবং একগুঁয়েমি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয়েছে এক ধরনের অহংকারে, যা শেষ পর্যন্ত তার পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার তাগিদে তার মধ্যে একধরনের অতি আত্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল, যা তাকে জনগণের চাহিদা ও মনোভাব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার শাসনামলে বিরোধীদের দমন-পীড়ন এবং ক্রসফায়ার ও খুনের ঘটনাগুলো সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সরকার বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘুম, খুন, এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা ক্রসফায়ারের মতো কঠোর পদ্ধতি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব কার্যক্রম সাধারণ মানুষের মনে ভীতি এবং অসন্তোষ উভয়ই জন্ম দেয়। জনগণ এই ধরনের নিপীড়নমূলক কার্যকলাপকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখে, যা সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা এবং অসন্তোষের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে, সরকার বিরোধী মতামত ও আন্দোলনের সংখ্যা বাড়ে, এবং জনমনে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা আরও দৃঢ় হয়। ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই শেখ হাসিনা একটি সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদের প্রতি 'রাজাকার' শব্দ ব্যবহার করেন। এই মন্তব্য ছিল তার অহংকারের একটি প্রকাশ, যা ছাত্রদের মধ্যে আরও বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তাদের আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে। এই ধরনের অবমাননাকর মন্তব্য শেখ হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাসিনার সরকার ছাত্রদের বৈধ দাবিগুলোকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা দেখিয়েছিল, যা তাদের শাসনের ওপর জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয়। ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীরা যখন কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করে, তখন সরকার তাদের দাবিগুলো বিবেচনা না করে বরং কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করে।শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা এই আন্দোলনকে সরকারের পক্ষ থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা করা হয়।এর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং জনগণের মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব আরও জোরালো হয়ে ওঠে। আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সরকারের এই কঠোরতা শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনের পতন ঘটাতে সাহায্য করে। জনগণের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে, হাসিনা সরকার জনগণের কণ্ঠরোধ করতে চায় এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। এই ধারণা তার পতনের জন্য অন্যতম একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে তার সরকারের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে অর্থ পাচার এবং অর্থনৈতিক মন্দা তার শাসনের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সরকারের ব্যর্থতা জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা জনগণের জীবনের মানকে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সরকারের ওপর থেকে জনগণের আস্থা চলে যায়। একই সঙ্গে, সরকারের অপ্রয়োজনীয় খরচ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার জনগণের মধ্যে হতাশা বাড়িয়ে তোলে। শেখ হাসিনার সরকার ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করে বরং বিরোধীদের দমন করার নীতি অবলম্বন করে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে এবং জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত কমিয়ে দেয়। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কও সংকটে পড়ে। বিশেষ করে ভারতের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি তার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি করে। ভারতের প্রতি নির্ভরশীলতার ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে যায়, এবং তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে স্বাধীনতার চেতনার বিপরীত মনে করতে শুরু করে। এই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ব্যর্থতা শেখ হাসিনার সরকারের ওপর থেকে জনগণের আস্থা কমিয়ে দেয় এবং বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শেখ হাসিনার ভারত-নির্ভর নীতি তাকে রাজনৈতিকভাবে আরও বিচ্ছিন্ন করে তোলে, এবং তার শাসনের অবসানের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। শেখ হাসিনার সরকার এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি এবং ভোট ডাকাতির অভিযোগের সম্মুখীন হয়, যা দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের ওপর একটি কালো ছায়া ফেলেছিল। জনগণের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শেখ হাসিনা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন এবং তার ক্ষমতা ধরে রাখতে যে কোনো উপায়ে ব্যর্থ হচ্ছেন।এই বিতর্কিত নির্বাচনের ফলে জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা কমে যায় এবং বিরোধীরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সরকারের একনায়কতন্ত্রের নীতি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অবজ্ঞা তার পতনকে আরও ত্বরান্বিত করে। শেখ হাসিনার পতন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ঘটনা আমাদের শিখিয়েছে যে, জনগণের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করা, একগুঁয়েমি ও অহংকারের ভিত্তিতে শাসন করা, এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যর্থ হওয়া শেষ পর্যন্ত যে কোনো সরকারের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তার পতন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতা ও সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। ক্ষমতার অপব্যবহার, জনগণের মতামতের প্রতি অবজ্ঞা, এবং গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করার পরিণাম শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক হয়। ভবিষ্যতের নেতা ও সরকারগুলির জন্য এই ঘটনা একটি সতর্ক সংকেত, যা তাদের শাসনের নীতি ও পদ্ধতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে।বাংলাদেশের জনগণ এখন একটি নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে রয়েছে, যারা গণতন্ত্র, সুশাসন, এবং জনগণের কল্যাণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। শেখ হাসিনার শাসনের পতন একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। শেখ হাসিনার শাসনের পতনের পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে।এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ক্ষমতার অহংকার ও একগুঁয়েমি শেষ পর্যন্ত যে কোনো নেতার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, এবং জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো সরকারের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন: দেশকে যিনি নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়

ইমরান ইমন

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ড. সেলিম আল দীনের ৭৫তম জন্মদিন আজ। বেঁচে থাকলে তিনি আজ ৭৬ বছরে পা রাখতেন।

ঔপনিবেশিক সাহিত্যধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলা নাটককে আবহমান বাংলার গতিধারায় ফিরিয়ে এনেছিলেন নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন। বাংলা নাটকে বিষয়, আঙ্গিক আর ভাষা নিয়ে গবেষণা ও নাটকে তার প্রতিফলন তুলে ধরেন তিনি। স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের যে আন্দোলন, তার পেছনেও রয়েছে সেলিম আল দীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শেকড়ের সন্ধানে মগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী নাট্যব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীন।

নাট্যকার সেলিম আল দীন ১৯৪৯ সালের আজকের দিনে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার সেনেরখীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মফিজউদ্দিন আহমেদ ও ফিরোজা খাতুনের তৃতীয়সন্তান তিনি । শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ফেনী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রংপুরের বিভিন্নস্থানে। বাবার চাকরির সূত্রে এসব জায়গার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি।

সেলিম আল দীন ১৯৬৪ সালে ফেনীর সেনেরখীলের মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। ১৯৬৬ সালে ফেনী সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন৷ দ্বিতীয়বর্ষে পড়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হন টাঙ্গাইলের করোটিয়ায় সাদত কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধ্যযুগের "বাঙলা নাট্য"-এর ওপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন সেলিম আল দীন।

সেলিম আল দীনের বাবা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। সেই সূত্রে ঘুরেছেন বহু জায়গা। ছোটবেলা থেকেই বইপড়ার প্রতি ছিল তার চরম ঝোঁক। তাই দূরে-কাছে নতুন বই দেখলেই পড়ে ফেলতেন এক নিমিষেই। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর লেখক হওয়ার বিষয়ে পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি। লেখক হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৬৮ সালে, কবি আহসান হাবীব সম্পাদিত দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার মাধ্যমে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের নিয়ে লেখা তার বাংলা প্রবন্ধ 'নিগ্রো সাহিত্য' ছাপা হয় ওই পত্রিকায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সেলিম আল দীন, যুক্ত হন ঢাকা থিয়েটারে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে যোগ দেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিটপীতে, কপিরাইটার হিসেবে। ১৯৭৪ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। ওই বছরই বেগমজাদী মেহেরুন্নেসার সঙ্গে বিয়ে হয় তার। তাদের একমাত্র সন্তান মইনুল হাসানের মৃত্যু হয় অল্প বয়সেই।

মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতি নিয়ে গবেষণা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশে একমাত্র বাংলা নাট্যকোষেরও তিনি প্রণেতা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণকেন্দ্রিক নিও এথনিক থিয়েটারেরও তিনি উদ্ভাবনকারী। উপন্যাসের মঞ্চভ্রমন শিরোনামে তিনি 'কাঁদো নদী কাঁদো' সহ কয়েকটি উপন্যাসকে মঞ্চে এনেছিলেন। বাংলা নাটকের শিকড় সন্ধানী এ নাট্যকার ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিজ নাট্যে প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা নাটকের আপনবৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা সেলিম আল দীনের হাত ধরেই। তার সম্পাদনায় 'থিয়েটার স্ট্যাডিজ' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হতো নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে। তার অধীনে অনেক গবেষক গবেষণা করে এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সেলিম আল দীন ১৯৮১-৮২ সালে নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফকে সাথী করে গড়ে তোলেন বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। গ্রাম থিয়েটারের প্রথম সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলেন মানিকগঞ্জের 'তালুকনগর থিয়েটার'।

সেলিম আল দীনের প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত 'একাঙ্কিকা' নাটক বিপরীত তমসায় ১৯৬৮ সালে দৈনিক পূর্বদেশের সাহিত্য সাময়িকীতে বের হয়। প্রথম রেডিও নাটক বিপরীত তমসায় ১৯৬৯ সালে এবং টেলিভিশন নাটক আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় লিব্রিয়াম (পরিবর্তিত নাম ঘুম নেই) প্রচারিত হয় ১৯৭০ সালে। আমিরুল হক চৌধুরী নির্দেশিত এবং বহুবচন প্রযোজিত প্রথম মঞ্চনাটক সর্প বিষয়ক গল্প মঞ্চায়ন করা হয় ১৯৭২ সালে।

তিনি শুধু নাটক রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বাংলা ভাষার একমাত্র নাট্যবিষয়ক কোষগ্রন্থ বাংলা নাট্যকোষ সংগ্রহ, সংকলন, প্রণয়ন ও সম্পাদনা করেছেন। তার রচিত হরগজ নাটকটি সুয়েডীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং এ নাটকটি ভারতের রঙ্গকর্মী নাট্যদল হিন্দি ভাষায় মঞ্চায়ন করেছে।

নিজের নাটক সম্পর্কে সেলিম আল দীন বলেন

"আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে, বাংলা কবিতার চেয়ে নাটকের যে দীনতা, উপন্যাসের চেয়ে নাটকের যে সীমাবদ্ধতা, সেটাকে ঘোচাতে হবে। সেটা ঘোচাতে যদি যাই, তাহলে আমাকে নতুন ভূমি, নতুন মানুষ, নতুন শিল্প দর্শন আবিষ্কার করতে হবে। এই ভূমি আবিষ্কার করতে গিয়ে আমার কাছে প্রচলিত কাঠামোগুলোকে কঠোরভাবে বর্জন করতে হয়েছে। ফলে আমার লেখা পড়ে হুট করে নাটক মনে হয় না। কিন্তু এটাও তো সত্য যে, মূলত আমি নাটকই লিখতে চেয়েছি।

আমার নাটকে নাটকই প্রাধান্য পেয়েছে, গীতলতা বা কাব্যালুতা নয়। মূলত দৈনন্দিনের গদ্যকে আমি জীবনের নিগূঢ় প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই। আমার সংলাপরীতিকে আমি চরিত্রের উল্লাস ও বেদেনাপ্রবাহের সঙ্গে একীভূত করতে চাই।

আমি সরাসরি ইউরোপীয় রীতিতে লেখার অপপ্রয়াস কখনও করিনি। কাজেই ট্র্যাজেডি নাটকের সংলাপের স্থিতিস্থাপকতা আমার নাটকে অপ্রয়োজনীয়। ট্র্যাজেডি-পড়া কান দিয়ে বাংলাদেশি মনকে বোঝা যাবে না কখনও। বাংলা নাটকে ইউরোপীয় রীতির ট্র্যাজেডি করার প্রয়াস সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

আমার নাটক যদি এই বাংলাদশি জনপদের জীবনযুদ্ধ, বেদনা ও পতনকে গভীরভাবে ধারণ না করে থাকে, তবে তা অবশ্যই ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। অন্য কোনো কারণে নয়।

আমি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ছেলে। একটি প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজে গদ্যের যে রীতি- তা থেকে বাংলাদেশি গদ্যরীতি ভিন্ন হতে বাধ্য। আমাদের গদ্যে থাকবে হত্যার আর্তনাদ, তাজা রক্তের স্পন্দন।

বাবুগদ্য নয়- পদ্মাপারের মানুষ যে ভাষায় আর্তনাদ করে সে ভাষা চাই নাটকে। উপরন্তু আমার জন্ম বঙ্গোপসাগরের তীরে। সমুদ্রের ঢেউ ও প্রলয়ের সঙ্গে পরিচয় জন্মাবধি। সুতরাং মোজাইক ড্রাই মনোটোনাস ইত্যাদি গদ্যরীতির অনুকৃতি আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

শিল্পের আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন বলেন: 'কোনো শিল্পেরই আন্তর্জাতিক ফর্ম হয় না। কারণ শিল্প দেশ-কাল, ধর্ম-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ভূগোলের ওপর দাঁড়ানো। লাতিন আমেরিকান শিল্পরীতি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। বৈশ্বিক হয়ে উঠতে পারে, তবে কাজ দেশ-কাজ ভূগোলের আশ্রয়ে সমূলিত।'

সেলিম আল দীনের লেখা নাটকের মধ্যে 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'মুনতাসির ফ্যান্টাসি', 'শকুন্তলা', 'কীত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'যৈবতী কন্যার মন', 'চাকা', 'হরগজ', 'প্রাচ্য', 'হাতহদাই', 'নিমজ্জন', 'ধাবমান', 'পুত্র', 'বনপাংশুল' উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে তার গবেষণাধর্মী নির্দেশনা 'মহুয়া' ও 'দেওয়ানা মদিনা'। তার রচিত 'চাকা' ও 'কীত্তনখোলা' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিল্পের সব বিভাজনকে বাঙালির সহস্র বছরের নন্দনতত্ত্বের আলোকে অস্বীকার করে এক নবতর শিল্পরীতি প্রবর্তন করেন সেলিম আল দীন, যার নাম দেন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব'। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রীতিতে লেখা তার নাটকগুলোতে নিচুতলার মানুষের সামাজিক নৃতাত্ত্বিক পটে তাদের বহুস্তরিক বাস্তবতাই উঠে আসে।

'চাকা' সেলিম আল দীনের অন্যতম আলোচিত একটি নাটক, যেটি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। দেশ ছাড়িয়ে এটি ভারত, যুক্তরাষ্ট্রে মঞ্চায়িত হয়। 'চাকা' নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হয় যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৯০ সালে। ইংরেজি অনুবাদে নামকরণ করা হয় The Wheel। সৈয়দ জামিল আহমেদ নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। ২০০৬ সালে ভারতে দিল্লিস্থ ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা 'চাকা' নাটকটি প্রযোজনা করেন।

এ নাটকটি রচনার পেছনে একটি রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব রয়েছে। ১৯৮৭ সালের দিকে যখন বাংলাদেশে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন চলছিল তখন নূর হোসেন নামের প্রায় অচেনা অজানা এক যুবক বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে রাস্তায় নেমেছিলেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নূর হোসেন ১০ নভেম্বর আকস্মিকভাবে পুলিশের গুলিতে মারা যান। এ ঘটনাটি নাট্যকার সেলিম আল দীনের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এ লাশের দায় কে নিবে? এই অজানা অচেনা যুবকের লাশটির কী হবে? কিভাবে পৌঁছে দিবে তার স্বজনের কাছে? রাষ্ট্রের এমন বিমূঢ় ঘটনায় নানাভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন নাট্যকার। নাটকটিতে নানা উক্তি, নানা বর্ণনায় সে-শঙ্কার রূপই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নাটকটিতে যখন বলেন—'শহর থেকে একটি সরকারি লাশ এসেছে', 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র মানেই লাশের গন্তব্যে লাশকে পৌঁছানো' বা 'নয়ানপুর কলেজের ছাত্রী রেহানা (১৯) যে ছেলেটাকে ভালোবাসে গোপন একটি রাজনৈতিক দলের সাথে কাজ করে', কিংবা 'এখন করুণা জাগে তাদের জন্য যারা তাকে হত্যা করেছে—যারা তাকে ভুল ঠিকানার দিকে প্রেরণ করেছে—করুণা জাগে তাদের জন্য যারা পেট চিরেছে, হত্যার কারণ গোপন করেছে' ইত্যাদি সংলাপ থেকে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্যকার কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করেছেন।

ফেনীর কৃতীসন্তান নাট্যাচার্য ড. সেলিম আল দীনের গতবছর (২০২৩) সাহিত্যে (মরণোত্তর) স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, সেলিম আল দীনের আসল নাম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ। সেলিম আল দীন নামে লেখালেখি করতেন বলেই তিনি এ নামেই সমধিক পরিচিত।

স্বাধীনতা পদক, একুশে পদক, বাংলা অ্যাকাডেমি ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. সেলিম আল দীন রাজধানীর একটি অসরকারি হাসপাতালে ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের নাট্যজগতে নেমে আসে নিকষ কালো আঁধার। তিনি মৃত্যু প্রসঙ্গে তার 'ধাবমান' নাটকের এক স্থানে লিখেছেন- 'সে মৃত্যু কষ্টজয়ী হোক, সে দুঃখ জয়ী হোক/ শোক পারায়ে যাক সবল পায়ে...।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

শেখ হাসিনার পতনের যত কারণ

প্রশান্ত কুমার শীল

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন বাংলাদেশের। ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে পতন হয়েছে চরম ক্ষমতাধর শেখ হাসিনার। অনেক দিন ধরে কিছু একটা লিখবো বলে ভাবছিলাম কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না কোনভাবেই। কখন যে আবার কার বিরাগভাজন হয়ে যায়, কে জানে? আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়ে আমার বেশ সরব উপস্থিতি থাকলেও বন্ধুরা প্রায়ই খোঁচায় আমি কেন চুপ এখন। যেহেতু আমি একজন শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক তাই তাড়াহুড়ো করে কোন মন্তব্য করা যে সমীচীন হবে না এটা আমি বুঝি। যাই হোক শেষমেষ লিখেই ফেললাম সাত পাঁচ না ভেবেই শেখ হাসিনার পতনের চূড়ান্ত খতিয়ান।

এখন মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছে শেখ হাসিনা কেন এভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন? কী-কী অপরাধ তিনি করেছেন যার দরুন তাঁকে এই শাস্তি পেতে হল। এক-দুই করে তা লিখতে গেলে, প্রথম কারণ হবে– চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য। অনেক দিন ধরেই কারও কোনও পরামর্শ তিনি শুনতেন না। তার সম্পর্কে এমনও শোনা যেতো গাছের পাতাও নাকি তার ইশারা ছাড়া নড়তো না। নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতেন তিনি প্রশাসনকে। তিনিই ছিলেন নাকি সবকিছুর অধিকর্তা। রাস্তার ড্রেনেজের স্লেপ মেরামত হোক কিংবা মন্ত্রণালয়ের হাজার কোটি টাকা প্রকল্পের অনুমোদনই হোক তিনি ছিলেন নাকি সবার শেষ কথা।

দ্বিতীয় কারণ হলো নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে গণতন্ত্রের কফিনের শেষ পেরেক গেঁথে দেওয়া। বিরোধী দল ও ভোটার বিহীন পাতানো নির্বাচন দিয়ে তিনি পেয়েছেন গণতন্ত্র হত্যাকারীর তকমা। যদিও প্রচার মাধ্যমে বিশ্বকে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন তিনিই হলেন গণতন্ত্রের মানস কন্যা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি অন্ধ অনুগত আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করে রেখেছিলেন।বানিয়েছিলেন নির্লিপ্ত, অকার্যকর ও দলদাসে।

তৃতীয়, বিচার বিভাগকে নিজের ও দলের সুবিধামতো পরিচালনা করা। চতুর্থ, আইনের শাসনের অবলুপ্তি ঘটানো। পঞ্চম, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে চরম ব্যর্থতা, যার দরুন সর্বত্র হাহাকার সৃষ্টি হওয়া। ষষ্ঠ, ছাত্রলীগের অতি সক্রিয়তা ও অবাধ্য রাজনীতি। সপ্তম, আর্থিক খাতে চরম লুটপাট। ব্যাংকিং ও শেয়ার বাজারকে পুরোপুরি ধ্বংস করা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুণ্ঠনরাজ ও বড় বড় দরবেশ (আর্থিক দেউলিয়া) সৃষ্টি করা।

অষ্টম, সংখ্যালঘুর সুরক্ষার নামে তাদের জমি,বাড়ি ও ঘর দখল নেওয়া। আর শারদীয় দুর্গাপূজা আসলে অনুভূতি সন্ত্রাসের নামে সংখ্যালঘুদের পাশবিক নির্যাতন করা। জনমনে বিভেদ ও রাজনৈতিক ধুম্রজাল তৈরি করে প্রকাশ করা যে, হিন্দু মানে আওয়ামী লীগের সমর্থক। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আওয়ামী লীগের শাসনকালে হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে। বরং হিন্দুদের ব্যবহার করে অপকৌশলে ছিনিয়ে নিয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

নবম, নেতা মন্ত্রীদের বেফাস ও আলটপ্পা মন্তব্য। সাথে কুকথার রাজনীতির মিশ্রণ করে প্রচ্ছন্ন হুমকি ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বিস্তার। এসব বেলাগাম কুট মন্তব্যে জনগণ অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। গুজবের মতো সস্তা রাজনৈতিক কৌশল ও নেতাদের রাশভারি শব্দ চয়ন ও ছিলো পুরো দলকে খাদের কিনারায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শেষ কারণ হলো দুর্নীতির বহরে বাংলাদেশে ভয়ংকর সংযুক্তি। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো তথ্য আসবে পরিসংখ্যান ঘাটলে। রীতিমতো চোখ ছানাবড়া হবে। ছোটবেলায় ‘পুকুর চুরি’-র অর্থ জেনেছিলাম, গত ১৫ বছর ধরে তা দেখেছি স্বযত্নে। সমাজের মাথা যারা, সেসব রাঘব বোয়াল খাল-বিল, নদী, সাগর, পাহাড়, জঙ্গল এমন কি বালি সব হাপিশ করে দিয়েছে গো গ্রাসে। গণমাধ্যমে তাদের নাম শুনলেই কেমন জানি নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে। এক-একজনের চুরির বহর হাজার-হাজার কোটি টাকা।আজিজ, বেনোজির কিংবা আবেদ আলীর দুর্নীতির পসরা মগের মুল্লুকেও পরাস্ত করবে। চুরির টাকার বেশিটাই নাকি বিদেশে পাচার করেছে তারা। বছর দুয়েক আগে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন, অর্থ পাচার কি করে রোখা যায়? কি করে বিদেশে গচ্ছিত টাকা দেশে ফেরানো যায়, তা তাঁর জানা নেই। এসব দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্যে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। জনগণ বুঝতে পেরেছে এসব আষাঢ়ে গল্প বলে তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা।

সহ্যের সীমা না-পেরলে নাকি বিপ্লব হয় না। শেখ হাসিনার উপর আপামর সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র-জনতা কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, এই বিপ্লব তার প্রমাণ। নাহলে শুধু একটা কোটা আন্দোলনে সরকার পড়ে যায়? ছাত্র-জনতার অহিংস আন্দোলনে অতিরিক্ত বল প্রয়োগে গুলি মেরে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার বাড়াবাড়ি সহজ ভাবে নেয়নি জনগণ। তাইতো রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিজয় অর্জিত হবে তাদের একদিন। রবীন্দ্রনাথের একটি কথা এখন বেশ মনে পড়ছে আমার। তাঁর ছোট গল্প জীবিত ও মৃতের একটি লাইন "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই "। আবু সাঈদ মরে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এটা সুনিশ্চিত লক্ষ কোটি বিপ্লবীদের তিনি রসদ জুগিয়েছেন তাঁর এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে। আমাদের ছাত্র-জনতার তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা, নতুন বাংলাদেশকে বাচিয়ে রাখবে অনন্তকাল। এই আন্দোলন শুধু এম.ফিল কিংবা পি. এইচ. ডি থিসিসের গবেষণার খোরাক হবে না বরং এটি রচনা করবে গণজাগরণের বিজমন্ত্র। সামনের দিনে আর কোন শাসক ছাত্রদের উপর আঘাত করতে সাহস করবে না, ভাববে দশ বার।

একটি নির্মোহ সত্যি হল, একদা জনপ্রিয় ও দেশবাসীর “চোখের মণি” শেখ হাসিনা কোনও এক গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে রাতারাতি “চোখের বালি” হয়ে যাননি। তাঁর এই বিবর্তন ঘটেছে ধীরে-ধীরে। এখন যে-বিশেষণে তিনি ভূষিত, প্রবল সমালোচিত ও জনগণের একাংশের কাছে ঘৃণিত, সেই ‘স্বৈরতন্ত্রী’ তকমা পাওয়ার পিছনে ভারতের অবদান কম নয় এটা সবাই বুঝে। ভারত সরকারের প্রবল সহযোগিতায় তার ক্ষমতার চরিত্রটি তিনি পোক্ত করেছেন বেশ দানবীয় ভাবে। তবে এটা ঠিক ভারতের নরেন্দ্র মোদী যদি আগামীবার ক্ষমতায় না আসে শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়াও এক প্রকার কঠিন হবে তা কি তিনি জানেন?

তার শাসন আমলে একের-পর-এক নির্বাচনকে তিনি প্রহসনে পরিণত করেছেন। ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভারত নীরবই শুধু থাকেনি, সমর্থনের ডালি নিয়ে দৃঢ়ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানত এই কারণে গণতন্ত্র-প্রিয় বাংলাদেশের এক বিরাট অংশের কাছে ভারত অ-জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরপর তিনটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের পর ‘বন্ধু’ থেকে ‘শত্রু’-তে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। অগণতন্ত্রী হাসিনার অধঃপতনের দায় ভারত এড়াতে পারে না। এখন সময় এসেছে নতুন ভাবে নিজেদের মেলে ধরার। নিজেদের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করার।

এখন প্রশ্ন শেখ হাসিনা কেন পালালেন? অনেকে বলবে জনরোষে কিংবা গণভবন ঘেরাও এর আশঙ্কায়। তবে এটা ঠিক জনমত যেভাবে তৈরি হয়েছে পুলিশ কিংবা অন্য কোন বাহিনী দিয়ে এটি আর দমিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অন্য একটি কারণ হতে পারে শেখ হাসিনা জানতেন তার বাবার চরম পরিণতির কথা। তাইতো তিনি আর ঝুঁকি নিতে চাননি। ১৫ আগস্ট এর মতন আরেকটি ইতিহাসের তাইতো তিনি পুনরাবৃত্তি হতে দেননি। গণমাধ্যমে যে খবর এসেছে তার হাতে সময় ছিল মাত্র ৪৫ মিনিট। এত কম সময়ে আসলে তার আর অন্য কিছু করার উপায় ছিলো না ?

শেখ হাসিনার শাসন আমলে আসলেই কি তিনি কোন ভালো কাজ করেননি? পদ্মা সেতু হোক, ফ্লাইওভার হোক কিংবা মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি হোক। জনগণ কি ভুলে গেছে এসব? আসলে আন্দোলন দমনের নামে তিনি যে নৈরাজ্য ও রক্তের বন্যার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তাঁর এসব ভালো কাজের ফিরিস্তি তখন আর ধোপে টেকে না হয়ে যায় অমূলদ। মানুষ তখন এসব ডিজিটাল উন্নয়নের কথা ভুলে যায় এক নিমেষে। মনে রাখে ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম ও হরিলুটের কথা। অতিরিক্ত ক্ষমতার মোহ ও দম্ভ মানুষকে যে উন্মাদ ও বীভৎস করে তোলে তার প্রমাণ তিনি স্বয়ং নিজে। তিনি চাইলে সবকিছুর একটা সুন্দর পরিসমাপ্তি করতে পারতেন। কিন্তু করলেন না তার কিছু চাটুকার, সুবিধাবাজ ও ধুরন্ধর সহযোগীদের কথায়। তিনি যে ভুল এটা তো এখন প্রমাণিত। তাকে যে অন্ধ করে রাখা হয়েছে এটা ও সত্য। যে পাপ করে তাকে তো শাস্তি ভোগ করতেই হবে। প্রাকৃতিক আইন তো এটির হেরফের করেনা। ইতিহাস কিন্তু কোন পাপীকে ক্ষমা করে না। এখন দেখা যাক তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে যায়। তিনি পালিয়ে কি রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব কিংবা প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন এটি হয়তো সময়েই বলে দিবে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ছিনতাইকারীর খপ্পরে যখন লেখকের লেখা ও তার নাম

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

লেখার শুরুতেই বলতে চাই আমি কোন প্রাবন্ধিক নই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাঝে মধ্যে ছড়া, গান ইত্যাদি লিখি। মূলত: ছড়া এবং গান লেখাতেই আমার বেশি জোক। তবে প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি যে লিখিনি তা নয়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে "নামের বিরম্বনা" এবং ছোট গল্পের মধ্যে "গিট্টুর জনম গিট্ট" লেখা দুটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বেশ সাড়া জাগানো লেখাগুলোর মধ্যে দুটি। লেখার শুরুতে এতটুকু ভূমিকা যদি না লিখি তা হলে এ আত্মকথনমূলক নিবন্ধের কোন গুরুত্বই থাকবে না। এ নিবন্ধে লিখব একজন লেখক তার আসল নাম উহ্য রেখে ছদ্মনাম বা পেন নেম (PEN NAME) দিয়ে লিখলে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় সে কথা। যেমনটি আমার বেলায় হয়েছে। আমি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সব লেখকের চোখ খুলে দিতেই আমার এ লেখা। তা হলে চলুন শুরু করি আমার লেখালেখির তিক্ত অভিজ্ঞতার করুণ ইতিহাস।

শুরুতেই আসা যাক আমি কোন "পেন নেম" দিয়ে আমার লেখালেখি শুরু করি সে বিষয়ে। আমার লেখালেখি শুরু হয় আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। আমার পেন নেম ছিল "আজীজ আহমেদ"। এ নাম দিয়েই স্থানীয় পত্রপত্রিকায় শুরু করি। এটি হলো আমার প্রথম "পেন নেম"। নব্বই দশকের গোড়াতে "একুশ মানেই" শিরোনামের ছড়াটি প্রথম জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। প্রশ্ন হলো-আমি কেন "পেন নেম" দিয়ে লেখা শুরু করলাম? দেখুন, প্রত্যেক লেখকই চান সাহিত্যাঙ্গনে তার নামটি দ্রুত পরিচিতি লাভ করুক। সে ক্ষেত্রে শ্রুতিমধুর, সংক্ষপ্ত, সুন্দর একটি নাম বেছে নেন। যেমনটি নিয়েছিলেন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথও। তিনি "ভানু সিংহ" ছদ্মনামে লিখেছিলেন। "ভানু সিংহের পদাবলী" শিরোনামে তাঁর একটি বিখ্যাত উপাখ্যানও আছে। লেখক হিসাবে ছদ্মনাম বা পেন নেম দিয়ে লিখা কোন অন্যায় নয়। একজন লেখকের একাধিক ছদ্মনাম থাকতে পারে। সেটি কোন রীতিবিরুদ্ধ নয়। আমার ক্ষেত্রেও সেটিই ঘটেছে। তবে এ যুগে ছদ্মনাম দিয়ে লেখা যে কতটুকু বিপদজনক আমার এ লেখাটি না পড়লে কেউ বুঝবেন না। যখন থেকে আমি পেন নেম "আজীজ আহমেদ" নামে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করি, বলতে গেলে ঠিক তখন থেকেই "মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ" আমার আসল নামটি ছিনতাই হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় আসল নামটির অপব্যবহার। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার আসল নামটি ব্যবহার করতে থাকে। জনে জনে যে যেভাবে পারে আমার নাম দিয়ে আমার অজান্তে গড়ে তোলে নেটওয়ার্ক। কেহ ব্যবহার করে নির্বাচনে জিতার জন্য, কেহ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য, কেহ চুপি চুপি প্রেম করতে, কেহ বিদেশে পারি দিতে, কেহ উপবৃত্তি পেতে, কেহ বিয়ে করতে, কেহ বিয়ে দিতে, কেহ উচ্চ শব্দে গান বাজাতে, কেহ মন্ত্রি-মিনিস্টার হতে, আবার কেহ বড় ধরনের অপরাধ করে আত্মগোপন করতে। কেহ বলতো আমি ইন্ডিয়ান, কেহ বলতো ইউরোপিয়ান, কেহ বলতো আমি মুসলিম না হিন্দু। সুবিধাভোগের জন্য কেহ সাজে আমার ভাই, কেহ সাজে আমার বোন। কেহ জায়গা দখল করে। কেহ বাড়ি দখল করে। আশপাশে যে কি একটা অরাজকতা চলছিল তা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। আমার নাম ও লেখাকে পুঁজি করে যে যেভাবে পেরেছে ফায়দা তোলেছে।

তখন আমি শুনতে পেতাম চারদিকে কারা যেন আমাকে নিয়ে বলাবলি করছে। কিন্তু কাউকে দেখা যেত না। এমতাবস্থায় আমি ভাবতাম এটি আমার রোগ। আমাকে হ্যালুসিনেশনে পেয়েছে।

এতকিছুর পরও তখন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সাথে যোগাযোগ করি। শিশু একাডেমী আমার একটি ছড়ার পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশের জন্য রিভিউ করে অনুমোদন দেয়। পাণ্ডুলিপিটিতে কিছু ত্রুটি ছিল। বলা হয়েছিল ত্রুটিগুলো মুক্ত করে জমা দিতে। আমি সেটি আমার হবিগঞ্জে শহরের বাসায় এনে ত্রুটিমুক্ত করে ঢাকা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। বলা বাহুল্য দেশের প্রায় সব জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি মাসিক শিশু, মাসিক টইটম্বুর, মাসিক ফুলকুঁড়ির মত বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিনে নিয়মিত আমার লেখা ছাপা হতো। আমার অনুপ্রেরণায় আরও দুজন সম্ভাবনাময় উদীয়মান ছড়াকার তখন ওই সমস্ত দৈনিক ও মাসিক ম্যাগাজিনগুলোতে লিখত। তারা হলো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তারিফ আহমেদ(মাহবুবুর রহমান) ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শারমিন আক্তার তানিয়া(শামিমা রহমান)। এক পযার্য়ে আমার পেন নেমটিকেও অদৃশ্য দস্যুরা ছিনতাই করে মৌলভিবাজারে আয়নাঘরের মতো আরেকটি অদৃশ্য আয়নাঘরে আটকে রেখে অসদুদ্দেশ্য সাধনে প্রচেষ্টা চালিয়ে আমার জনপ্রিয়তা ও সুনামকে ক্ষুন্ন করতে থাকে। তখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর নামগুলোও একইভাবে ছিনতাই হয়। এদিকে আমার আত্মীয়-স্বজন আমার অবস্থান কেউ খোঁজে পায় না। আমার অবস্থান হবিগঞ্জের গানিং পার্কে নিজের বাসায়। অথচ সবাই বলছে মৌরভীবাজারে। আমি তাদের কাছে থেকেও দূরে। বেঁচে থেকেও মৃত। আমার ভাইয়েরা যেন ভাই না। আমার মা যেন আমার মা নয়। তারা যেন ছিনতাইকারীদের মা-ভাই। আমি যেন ভূয়া, নকল লেখক।

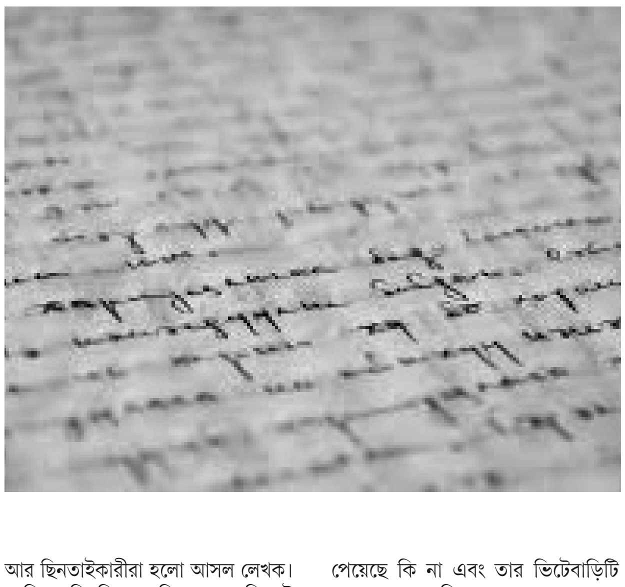

আর ছিনতাইকারীরা হলো আসল লেখক। ভাবি আমি লিখতে গিয়ে যেন নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলাম। একজন লেখক স্বাধীনভাবে কাগজে লিখতে পারবে না। এ কেমন অরাজকতা? এজন্য আমার ভাইয়েরা সবাই মিলে আমার উক্ত ছড়ার পাণ্ডুলিপিটিসহ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখার জমানো পেপার কাটিংস ও বেশ কয়েকটি ডায়রি আগুনে পোড়িয়ে ফেলে। আরো বেশ কিছু লেখা পথিমধ্যে হরিয়ে যায়। এ বিষয়ে পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। কিছু লেখা সুরক্ষার জন্য পাড়ার বড়ভাইতুল্য একজন সম্মানি ব্যক্তির নিকট জমা রাখি। বেশ কিছু গান হবিগঞ্জ উদীচীকে দেই। কিন্তু পরে সেগুলোও আর চেয়ে ফেরত পাইনি। দীর্ঘ দিনের এতো কষ্ট, শ্রম সবই আমার বিফলে গেল।

আমি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলাম না। ছিলাম নির্দলীয়, নিরপেক্ষ। তখন ২০০০সাল। সিলেটে আইন কলেজের ছাত্র। চারদিকে তখন জাতীয় নিবার্চনের ডামাঢোল বাজছিল। সাহিত্যাঙ্গনে আমার জনপ্রিয়তাও তখন তুঙ্গে ছিল। ইচ্ছে করলে আমি অনায়াসে পালার্মেন্ট সদস্য হতে পারতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে ছিনতাইকারী চক্র আমাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে অনেকেই পর্লামেন্ট সদস্য পর্যন্ত হয়েছে। এরই মধ্যে ইসমাইল হোসেন দুলাল নামে আমার প্রতিবেশী সদ্য বিবাহিত এক বাল্যবন্ধুকে হত্যা করা হয়। যেটিকে আত্মহনন বলে রটানো হয়। চারদিকে তখন চলছে আওয়ামীভূমিদস্যু ও দুষ্কৃতকারীদের নৈরাজ্য। তাদের ভয়ে সবাই কম্পমান। তাদের ভয়েই ভিটেহারা হয় আমার সে অসহায় বাল্যবন্ধুর পরিবারটি। জানিনা আদৌ তার পরিবারটি এ হত্যাকান্ডের সুবিচার পেয়েছে কি না এবং তার ভিটেবাড়িটি ফেরৎ পেয়েছে কি না।

এ তো গেল আমার আসল নাম ও পেন নেমের করুণ দশা। এসব কিছুই হয়েছে আমার অগোচরে, আমারই অজান্তে সদ্য পতিত আওয়ামীলিগ সরকারের আমলে। আর এজন্য আমি আমার আপনজনদের কাছে হয়েছি লাঞ্ছিত, হয়েছি বঞ্চিত। আত্মীয়-স্বজন হয়েছে অপমানিত।

অবশেষে ২০০৭ সালে ভাগ্য আমাকে টেনে নিয়ে এল আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। দেশের দুএকটি লেখা ছাড়া তেমন কোন লেখাই তখন আমার হাতে ছিল না। একেবারে শূন্য থেকে আবার নতুন করে নতুন পেন নেম "আব্দুল আজিজ" নামে নিউ ইয়র্কের সাপ্তাহিকগুলোতে লিখতে শুরু করি। তারপরেও মুক্তি মিলেনি। আমার মূল নাম ও আগের পেন নেমটি তখনও ছিনতাইকারীদের হাতেই। নিরবে সয়ে গেলাম। কতবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, বলেছি আর লিখবো না। তারপর ঠিক করলাম আমার হারানো বল পুনরুদ্ধার করতে হবে। একসঙ্গে ঢাকা থেকে ২০১৪সালে বের করলাম দুটি বই। তাদের মধ্যে ১টি "আমার মায়ের হাসি" (ছড়াগ্রন্থ) ও অন্যটি "সুরের তরী" গীতিকাব্য গ্রন্থ। কিন্তু প্রকাশক ভালো মানুষ না হওয়াতে বইগুলো মানসম্মত হয়নি। যে কারণে বিশেষ কয়েকজন ছাড়া সবার কাছে আমার উক্ত বই দুটি দেওয়া থেকে বিরত থাকি। আমার সমস্যা রয়েই গেলো। পরে ২০১৫সালে সিলেট থেকে আরেকটি ছড়াগ্রন্থ বের করি। "ছড়ার ঘড়া উপুড় করা" শিরোনামের ছড়াগ্রন্থটি আশানুরুপ না হলেও আগেরগুলো থেকে অনেক ভালো ছিল। তাই নিউ ইয়র্কের প্রায় সব সম্মানিত কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে এর মোড়ক উন্মোচন উৎসব করি। পত্রপত্রিকায় ফলাও করে সংবাদ ছাপা হয়। তারপরেও আমার সমস্যার যেন সমাধান হয়নি। আমার মূল নামটি হয়ে গেলো ইউরোপিয়ান আর আমার পেন নেমটি হলো আমেরিকায় কাগজপত্রহীন অবৈধ অভিবাসী। দুষ্টচক্রের নেটওয়ার্কের কারণে আমি হয়ে গেলাম এখানেও নকল লেখক এবং অবৈধ। অথচ আমেরিকাতে আমার বৈধতা ১০০%। দুষ্টচক্রের কারণে আমি একজন বৈধ বাঙ্গালি আমেরিকান হয়েও যেন একজন অবৈধ অভিবাসী। ছিনতাইকারীরা হয়ে গেল আসল লেখক। হাত চুলবুল করে লিখার জন্য, মন বলে না। যতই লিখছি ততই যেন বিলীন হচ্ছি। পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠালে আগের মত লেখা ছাপা হয় না। কোথায় জানি একটি গাপলা আছে। দেশে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে এখানে এসে নতুন করে শুরু করেও মুক্তি পেলাম না সেই দুষ্টচক্র থেকে। কোন কিছুতেই তারা আমার পিছু ছাড়ছিল না। এখানেও সেই হ্যালুসিনেশন। কেউ কেউ আমাকে পাগল বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। হৃদয়টা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সয়েই যাচ্ছি, পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝে দেখতাম অখ্যাত কুখ্যাতরা এসে গণসম্বর্ধিত হচ্ছে। অথচ আমি একজন জাতীয় লেখক সে দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়ে অচেনা অজানা মানুষ হয়েই রইলাম। আবার কোন কোন নব্য তেলবাজ লেখকের হাতে সে দুষ্টচক্রকে তাদের ক্ষমতার বলে দেশের সবোর্চ্চ পদক তোলে দিতেও দেখা গেছে। এছাড়া আওয়ামীপন্থী পত্রিকাগুলো শুধু তাদের গুনকীর্তন করে এমন তেলবাজদের লেখা বেশি বেশি ছাপতো। আর এভাবেই অন্যান্য লেখকদের দমিয়ে রাখা হচ্ছিল।

শেষমেষ ফেইসবুকের টাইমলাইনকে চাঙ্গা করতে থাকি। ঘাটাঘাটি করে কিছু প্রমাণাদি খোঁজে পাই। সেগুলো ফেইসবুকে শেয়ার করতে শুরু করি। একই সাথে এ বছর ২০২৪ এর ফেব্রুয়ারিতে দীর্ঘ বিরতির পর আমার মূল নাম ব্যবহার করে "শ্রেষ্ঠ ছড়ার বই" শিরোনামে নতুন ছড়াগ্রন্থ বের করে সেই দুষ্টচক্রের আঁতে ঘা দেই। এতে হ্যালোসিনেশন থেকে নিজেকে শতভাগ মুক্ত করতে সক্ষম হলেও ছিনতাইকারী দুষ্টচক্রের অপতৎপরতা বন্ধ হয়নি। তারা বহাল তবিয়তেই রয়ে গেল। তাদের কিছুই হলো না। রক্ষক যেখানে ভক্ষক সেখানে কার বিচার কে করে। সয়েই যাচ্ছিলাম। কোন ভাবেই এ দুষ্টচক্রকে দমন করা যাচ্ছিল না।

অবশেষে কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এটি ছিল একটি যৌক্তিক আন্দোলন। তাই এর পক্ষাবলম্বন করি। কোটা বিরোধী আন্দোলনে সে দুষ্টচক্রের পতন আমার কষ্টকে কিছুটা হলেও লাগব করে। এখন এ দুষ্টচক্রের সদস্যদের একে একে ধরে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে দেখে আমার মন:প্রাণ খুশিতে নেচে ওঠে। ভাবি তার থেকে আনন্দের আর কী আছে। কোটা বিরোধী আন্দোলনের বিজয় যেন আমাকে শতভাগ মুক্তি এনে দিল। আমার পেন নেম ও মূলনামটি যেন মৌলভীবাজারের অন্য আরেকটি আয়নাঘর থেকে সদ্য মুক্তি পেল। একমাত্র বিচক্ষণরাই বুঝতে পারবেন কে বা কারা আমার এ কষ্টের কারণ। কারা আমার নামের ছিনতাইকারী এবং কেন করা হয়েছিল।

আমার লেখনী সবসময় সত্যন্যায়ের কথা বলে। মিথ্যার সাথে কখনো আপোস করে না। দেশের কথা বলে। গণমানুষের কথা বলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার লেখনী সবসময় দশ পা এগিয়ে। মূলত: এটাই কি আমার অপরাধ?

যে দেশে একজন সাধারণ লেখক ও তার পরিবারের জানমালের নিরাপত্তা নেই, যার নাম ও লেখা ছিনতাই করে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করা হয়, যে দেশে একজন লেখকের স্বাধীনতা নেই, পরাধীন হয়ে থাকতে হয়, সে দেশের মানুষ এতদিন কতটুকু স্বস্তিতে বসবাস করছিল আমার এ লেখা পাঠেই তা আঁচ করা যাবে।

আমি আমার এ লেখনীর মাধ্যমে এ দুষ্টচক্রকে কঠোরহস্তে দমন ও তাদের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ ঘোষণার দাবি জনাচ্ছি। একই সাথে সদ্য পতিত আওয়ামীলিগ সরকারের ভূমিদস্যু ও কুখ্যাত এহেন অপরাধীসহ কোটা বিরোধী আন্দোলনে গণহত্যাকারী খুনিদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি ছাড়াও স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট মানুষরূপী জল্লাদের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। তার সাথে যুক্ত করে বলতে চাই, আর যেন কোন লেখক বা কলম সৈনিক আমার মত এমন নিপীড়নের শিকার না হয় সে বিষয়েও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের কাছে এর নিশ্চয়তা বিধান কামনা করছি। এছাড়া জানি আমার এ লেখা প্রকাশের পর এ সমস্ত কুচক্রীমহল আমাকে এবং আমার পরিবারকে হেয়পতিপন্ন করতে চাইবে। সে বিষয়েও বাংলাদেশ সরকারের আশু দৃষ্টিপাত কামনা করছি।

আর যারা পেন নেম বা ছদ্মনাম দিয়ে লিখে আসছেন বা লিখতে চান তাদের জন্য পরামর্শ: তাদের আসল নামটি যাতে আমার মতো ছিনতাই হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক থাকুন। ছদ্মনামে না লিখে আসল নাম দিয়েই লিখার চেষ্টা করুন। আশা করি আমার এ লেখা পাঠে বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কতৃপক্ষের পাশাপাশি লেখকসমাজের অন্তরদৃষ্টির উন্মীলন ঘটবে#

সনাতন-দীননাথ : আপন আলোয় উদ্ভাসিত

মতিয়ার চৌধুরী

ছাত্র জীবন থেকেই লেখালেখি ও সাংবাদিকতার সাথে জড়িত থাকার কারনে যখনই সময় পাই, তখনই বিভিন্ন এলাকার সকল বয়সের মানুষের কাছ থেকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখতাম আর এটি ছিল আমার নেশা। আশি ও নব্বইয়ের দশকে নবীগঞ্জ সহ বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলে সেখানকার কুশীলবদের তথ্য বিশেষ করে সরপঞ্চদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি এবং তা সংরক্ষন করে রাখি। আমার প্রয়াত পিতা রফিকুল হক চৌধুরী ও আপন দুই চাচা আব্দুল কদ্দুস চৌধুরী ও সফিকুল হক চৌধুরী নবীগঞ্জ থানার ৩ নম্বর সার্কেলের সরপঞ্চ হিসেবে দীর্ঘ ৩৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারিভাবে সরপঞ্চদের তথ্য সেভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি, তাই মৌখিক মৌখিক ইতিহাস ও সেই সময়ের দলিল দস্তাবেদ ও অন্যান্য প্রমানাদি ঘেটে সরপঞ্চদের ইতিহাস সংরক্ষণই ছিল আমার গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে উপজেলা ভিত্তিক প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ 'নবীগঞ্জের ইতিকথা', ১৯৯০সালে 'সিলেট বিচিত্রা', 'সিলেট ও সিলেটী ভাষা' ১৯৯৯ সালে, 'যুক্তরাজ্যে সিলেটবাসী' ২০০০ সালে, 'সিলেট নাগরী হরফে' বাংলা এবং ইংরেজীর অনুবাদসহ ১৯৯৫-২০০০ সিলেটী ভাষা শিক্ষার বই এক থেকে অষ্টম খন্ড 'ছিলেটী লেখা আর পড়া', এবং সিলেট একাডেমি ইউকে এন্ড ইউরোপ কর্তিক প্রকাশিত, 'ঐতিহ্য' ১৯৯৮ সালে, আমার সম্পাদিত এবং বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক ফররুখ আহমদ চৌধুরী (ফখরু) কর্তৃক সিলেট থেকে প্রকাশিত 'সিলেট গাইড'-১৯৯৭ সাল, 'টেন সিলেটী পয়েম' বাংলাদেশের শ্রেষ্ট দশজন মরমী সাধকের লিখা সিলেটী নাগরী থেকে বাংলা এবং ইংরেজীতে অনুদিত আমার এবং ইংরেজ গবেষক ড. জেমস লয়েড উইলিয়ামের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশ করে লন্ডনের স্টার প্রকাশনী। আমার লেখা ও সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ইংল্যান্ড এবং ভারতের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ম্যাগাজিনে বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়। আজকের নিবন্ধ সেরকমেরই গবেষণার একটি অংশ।

ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ঢাকা বিভাগের সিলেট জেলার নবীগঞ্জ রাজস্ব জেলার [বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এর আমলে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থী সুবে বাংলা কে ১৩ টি 'চাকলায়' বিভক্ত করা হয়। আবার প্রত্যেক চালকায়ে কয়েকটি রাজস্ব জিলায় ভাগ করেন। চাকলায়ে সিলেটকে ১০ টি রাজস্ব জিলায় ভাগ করা হয়। এর একটি রাজস্ব জিলা হচ্ছে নবীগঞ্জ। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলায় ১৯ টা পরগণা ছিল]। জন্তরী পরগণার অন্তর্গত ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম মুক্তাহার। মুক্তাহার নামেরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে, এই গ্রামের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রীমান গঙ্গারাম দাস। শ্রীমান গঙ্গারাম দাস সম্ভবত নবীগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টের পেশকার বা এ জাতীয় কর্মচারী ছিলেন। ["হিস্ট্রি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক অব ঢাকা ডিভিশন" নামক গ্রন্থে বৃহত্তর সিলেটে ৬টি মুন্সেফী আদালতের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে নবীগঞ্জে ১টি অন্যতম মুন্সেফী আদালত ছিল। যার আয়তন ছিল সত্রসতী পরগনার শেষ অর্থাৎ বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হলে নবীগঞ্জের মুন্সেফ কোর্ট বিলুপ্ত হয়ে হবিগঞ্জ মহকুমা সদরে স্থানান্তরিত হয়।] তিনি একজন সফল কৃষকও ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রীমান সনাতন দাস ও শ্রীমান দীননাথ দাস। তাঁর পুত্র দ্বয়কে তিনি পাঠশালা ও টোলে পড়াশোনা করান (তখনও এই এলাকায় এম.ই. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নবীগঞ্জ যুগল-কিশোর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়)।

শ্রীমান সনাতন দাস (১৮৫৫–১৯৩৮): শ্রীমান সনাতন দাস ছিলেন ওই অঞ্চলের একজন শৌখিন ব্যক্তি। পাখি শিকার ও ভ্রমন ছিল তাঁর অন্যতম শখ। লম্বা পাইপের (নলের) খাসার তৈরি ফস্বী হোক্কায় তামাক টানতেন তিনি। তখনকার সময়ে গ্রাম-বাংলার মানুষের বিনোদনের উৎস ছিল যাত্রাগান, পালাগান, ঘেটুগান ইত্যাদি। তিনি এসবের আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি ছিলেন শৌর্যের অধিকারী ও দুর্দান্ত সাহসী ব্যক্তি। এলাকার বিচার-বৈঠকে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্ধী। নিজের এলাকার বাইরেও তিনি বিচার বৈঠকে প্রশংসিত হন। তাঁর নিরপেক্ষ বিচারে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলতেন না। ব্রিটিশ শাসনামলের একটা সময় তিনি নবীগঞ্জ থানার ৩৯ নম্বর সার্কেলের সরপঞ্চ নির্বাচিত হন। [ব্রিটিশ শাসনামলে নবীগঞ্জকে ৪১ টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়। সার্কেলের প্রধান নির্বাহীকে সরপঞ্চ বলা হতো। সরপঞ্চ বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা। সরপঞ্চের পরিষদে দুইজন সরপঞ্চায়েত বা সহকারী সরপঞ্চ থাকতেন। একজন সরপঞ্চ বেশ কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। চৌকিদার নিয়োগ, টেক্স কালেকশন, গ্রামীন বিরোধ নিষ্পত্তি, বিচার সালিশ তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি। থানা সার্কেল অফিসার বা প্রশাসনিক উচ্চ পদস্থ অফিসারের তত্বাবধানে সরাসরি হাত তুলার মাধ্যমে সরপঞ্চ ও সহকারী সরপঞ্চ বা সরপঞ্চায়েত নির্বাচিত হতেন। সরপঞ্চ দুইজন চৌকীদার নিয়োগ দিতে পারতেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিচার কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরপঞ্চ নিজস্ব ক্ষমতাবলে ৪/৫ জন ব্যক্তিকে সালিশ কার্যে নিয়োগ করতে পারতেন। সরপঞ্চের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রসাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সার্কেল প্রথা বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন কাউন্সিল চালু করেন করেন। কয়েকটি সার্কেল নিয়ে গঠন করা হয় একটি ইউনিয়ন কাউন্সিল।] শ্রীমান সনাতন দাস সরপঞ্চ (১৮৯৫ - ১৯০০) সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং সরপঞ্চের দায়িত্ব পালন কালে তিনি অনেক সামাজিক ও মানবিক কাজ করেন। তৎকালীন সময়ে গ্রামীণ সালিশী তথা বিচার ব্যবস্থায় এলাকায় সনাতন দাস এক অগ্রগণ্য নাম। সে সময়কার সমবায় সমিতি ব্যবস্থা, কৃষক উন্নয়ন ও গ্রামীণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি আমৃত্যু চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলের সমর্থক। সে সময়ে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি মহকুমা সদরে সরপঞ্চ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মিটিং করলে তিনিও সেইসব মিটিংয়ে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে মৃত্যুবরন করেন।

শ্রীমান দীননাথ দাস (১৮৬০ - ১৯৪৩): শ্রীমান দীননাথ দাস ছিলেন স্বশিক্ষিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। শারীরিকভাবে সুঠাম ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী দীননাথ ছিলেন সাহসিকতা ও বিচক্ষণতায় অনন্য। পড়তেন সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী। তিনিও ভ্রমণ পিপাসু এবং যাত্রাদল সহ গ্রামীণ সংস্কৃতি বিকাশে কাজ করতেন। তৎকালীন সময়ে গ্রাম-বাংলা ছিল লোকজ সংস্কৃতির সূতিকাগার। যেখানে লোক জীবনের নানা উপাদান ছিল। দীননাথ লোকজ সংস্কৃতির প্রতি গভীর টান অনুভব করতেন। জারি, সারি, লোকগানের আসর, যাত্রাপালা, গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা প্রভৃতিতে পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অংশগ্রহণ করতেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি এলাকায় সমাদৃত হন। বড় ভাইয়ের পরবর্তীতে নবীগঞ্জ থানার ৩৯ নম্বর সার্কেলের সরপঞ্চ নির্বাচিত হন এবং সরপঞ্চ (১৯০০ - ১৯০৫) হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শ্রীমান দীননাথ দাস ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী একজন নিরেট ভদ্রলোক। তিনি কংগ্রেসের সমর্থক হলেও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর অনুসারী ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা ও এক পুত্র যথাক্রমে- শ্রীমতি সরোজিনী দাস, শ্রীমান দীগেন্দ্র চন্দ্র দাস ও শ্রীমতি বিরহিনী দাস। একমাত্র পুত্র শ্রীমান দীগেন্দ্র চন্দ্র দাস (১৯০৫-১৯৭৬) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নবীগঞ্জ যুগল কিশোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাইনর পাশ করেন। তিনি ফুটবল খেলার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি খেলার জন্য তাঁর টিম নিয়ে দূর দূরান্তের বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছেন। লোকগীতি ও যাত্রাগান তাঁর প্রিয় ছিলো। তিনি যাত্রা দলের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কৃষি-ভিত্তিক জীবন যাপনের পাশাপাশি তিনি তাঁর মেধা, মনন ও সাহসিকতায় এলাকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানবিক কাজের মাধ্যমে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সনাতন-দীননাথ ভাতৃদ্বয় ছিলেন সফল কৃষক। তাঁদের বিশ্বাস ছিল লবন ও কেরোসিন ছাড়া মাটিতে সবকিছুই উৎপাদন করা সম্ভব। বাড়িতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু প্রজাতির ফলের ও ফুলের গাছ সংগ্রহ করে রোপন করতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের কর্মসূচিতে অনুপ্রানিত হয়ে তাঁরা নিজেদের জমিতে এর প্রতিফলন ঘটান। তাঁদের দুই ভাইয়ের নৌকা বাইচের খুব শখ ছিল। নিজেদের ছিল শখের দৌড়ের নৌকা ও একটি দুই মাইল্লা গোস্তী নৌকা (দুইজন মাঝি পরিচালিত গোস্তী নৌকা)। মুক্তাহার গ্রামের পূর্ব ধারের শ্রীমান কালী চরন দাসেরও [বঙ্ক চন্দ্র দাসের (মাস্টার) জ্যেঠাতুত বড়ো ভাই] দৌড়ের নৌকা ছিল। তখনকারদিনে বর্ষাকালের অন্যতম বিনোদনের মাধ্যম ছিল নৌকা বাইচ। বর্ষায় এই দুই দৌড়ের নৌকার প্রতিযোগীতা এলাকাবাসীদের আনন্দ দিতো। আর গোস্তী নৌকায় করে তাঁরা ছয়রে (বেড়াতে) বের হতেন। তাঁদের গোস্তী নৌকায় থাকা-খাওয়া ও গান-বাজনার ব্যবস্থা ছিল। তৎকালীন সময়ে মুক্তাহার গ্রামের যে সকল গুণীজনেরা অত্র এলাকার সামাজিক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- শ্রীমান গোলক দাস, শ্রীমান কালীচরণ দাস (কালী সাধু), শ্রীমান গরি দাস (গরি সরকার), শ্রীমান বিশ্বনাথ দাস (মাস্টার), শ্রীমান কুরু দাস, শ্রীমান প্রহল্লাদ দাস (মাস্টার) প্রমুখ।

সনাতন-দীননাথ ভাতৃদ্বয়ের কর্মজীবনের ও পারিবারিক বেশ কিছু অমূল্য স্মারক, ছবি ও তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ দলিল দস্তাবেজ ছিল, যা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এবং রাজাকার কর্তৃক বাড়িঘর লুটপাটের ফলে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে তাঁদের নাম এখনো মুছে যায় নি। শ্রীমান দীননাথ দাসের প্রৌপুত্রদ্বয় তরুন লেখক ও গবেষক রত্নদীপ দাস (রাজু) ও রত্নেশ্বর দাস (রামু) কর্তৃক নবীগঞ্জ উপজেলার মুক্তাহার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'- এ এই দুই কীর্তিমানের স্মরণে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের নাম 'সনাতন-দীননাথ পাঠকক্ষ' নামকরন করা হয়েছে। যা তাঁদের স্মৃতি জাগরুখ করে রাখার মতো চমৎকার একটি পদক্ষেপ। যে দেশ ও জাতি তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে, সে দেশের জাতীয় ইতিহাস ততটাই সমৃদ্ধ হয়। এই উদ্যোগের জন্য আমি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর এভাবেই আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একেকজন সনাতন-দীননাথেরা আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন প্রজন্মান্তরে।

কোটা আন্দোলন থেকে বৈষম্যবিরোধী বিপ্লব

এক বাংলাদেশী বাঙালির আত্মপক্ষ সমর্থন

রুবানা ফারাহ্ আদিবা ঊর্মি

আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে নিজেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই "বাঙালি" হিসেবে পরিচয় দিয়েছি, গর্ববোধ করেছি। "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি গাইবার সময় বিশেষ করে, "বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥" এই দুটো পঙক্তিতে এসে অশ্রুসজল হয়েছে দু'চোখ।

ভারতীয় দল ক্রিকেটের মাঠে সার বেঁধে দাড়িয়ে, "জন গন মন" গাইবার সময় কণ্ঠ মিলিয়ে অন্তরের সবটুকু শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দিয়েছি হাওয়ায় হাওয়ায়। আমার ঘরের সবাই আমাকে একজন অত্যন্ত নির্ভেজাল, নির্বিবাদী আবেগী বাঙালি হিসেবেই জেনে এসেছে। আড়ালে আবডালে হেসেছেও। আমি উপভোগ করেছি ওদের এই লুকোচুরি। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্রজনতার আন্দোলনে ভারত এবং ভারতীয় কিছু "বন্ধু"(?) দের ব্যবহার আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি শঙ্কিত হয়েছি। এবং সবশেষে আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমার পরিচয় প্রকৃতপক্ষে একজন "বাংলাদেশী বাঙালি। না হলে, একটা দেশের গণতান্ত্রিক জাগরণকে এত নেতিবাচক তকমা দেয়ার চেষ্টা কেন? যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, তাদের কিছুর নমুনা একটু দিতে চাই। প্রশ্ন ১। হঠাৎ করে সব বদলে গেল এমন করে, যা নিশ্চয়ই কাম্য ছিল না কারো।বুঝতে পারছি না অথবা হয়তো আঁচ পাচ্ছি।অনেক প্রশ্ন?

প্রশ্ন ২। খুব সামান্য একটা কথা জানতে চাইঃ একটা রাষ্ট্রে এতো বড়ো ধরনের বিপ্লব করতে গেলে এবং বিপ্লব পরবর্তী অরাজক পরিস্থিতিতে বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রয়োজন হয়। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা যতদূর জানি, খুবই খারাপ। তবে কি ভারতের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বৃহত্তর অন্য কোনো তৃতীয় শক্তি অর্থ ও ইন্ধন যোগাচ্ছে? এরকম আরো বহুকিছু আমার নজরে এসেছে। যেখানে যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। আঁচ করেছি, আমার জবাব তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।এরপর থেকে, নিয়ম করে প্রতিদিন ভারতীয় মিডিয়াগুলোর প্রচার শুনে বুঝতে চেষ্টা করেছি, পাশের দেশে উন্মত্ত উত্তাল এই আন্দোলনের হৃদস্পন্দন বুঝতে তাদের কোথায় অসুবিধে হচ্ছে এবং কেন অসুবিধা হচ্ছে। দেখলাম ও শুনলাম, "রিপাবলিক বাংলা" নামে একটি চ্যানেলে যে পরিমান প্রোপাগান্ডাএবং মিথ্যে প্রচার হচ্ছে তা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় তাদের কাছে, যারা মানবতার কথা বলেন, গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন, তাদের বোধ এতটা বুদ্ধিহীন কেন? নতুন যে ইতিহাসের সূচনা হলো, তার একটু রেশ টেনে বলি ছাত্রআন্দোলন শুরু হয়েছিল, এক দফা দাবীতে। এবং সেটা হলো, "কোটা সংস্কার"।

শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে ফিরে এসে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিতে বসলেন। তার বৈঠকী কায়দার প্রেস বিজ্ঞপ্তি বেশীক্ষণ শোনা যায় না। একজন প্রধানমন্ত্রীর শব্দ ও বাক্য চয়নে যে ওজন থাকা অতি আবশ্যক সেটা তার মধ্যে কোনোদিনই ছিল না। প্রভাস আমিন নামে এক সাংবাদিক জানালেন যে, "ছাত্ররা তো রাস্তায়- তারা কোটা সংস্কার চায়। আমার কাছে যদি একজন মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারের আবেদনপত্র আসে, তা হলে তো আমি মুক্তিযোদ্ধাকেই চাকরী দেব"।

শেখ হাসিনা ভীষণই পছন্দ হলো, তিনি লুফে নিলেন। হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন, "চাকরী মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা পাবে? না রাজাকারের নাতিপুতিরা? এই বেলা আমার একটা প্রশ্ন আমি জানিয়ে রাখি। "বঙ্গবন্ধু কন্যা, দেশরত্ন, মাননীয়া, আপনি কি রাজাকারের নাতিপুতিদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন? না কি , রাজাকারের নাতিপুতিদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন? যদি না করে থাকেন, সকল নাগরিককে সংশয়মুক্ত করার দায় কি আপনার নয়"? যাই হোক, আমি তারুণ্যের সীমা পেরিয়ে এসেছি বহুদিন আগেই। আমার রক্তে প্রতিবাদী উন্মাদনা প্রায় স্তিমিত। যারা তরুণ ছাত্রছাত্রী, এতদিন ধরে রাজপথে ছিল যাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান, এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে ভরা মন্তব্য তাদের বুকে বুলেটের মতো বিঁধছিল। এই বয়স অপমান সইতে জানে না। জানে প্রতিবাদ করতে, জানে রুখে দাঁড়াতে। ১৯৭১ এর পর গত হয়েছে প্রায় পাঁচ দশক। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভেদাভেদ জানে না। স্পষ্টবাদীতা এবং স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। ধুনফুন দিয়ে এদের বলা যায় না, "তফাৎ যাও"। এরা রক্তচক্ষুকে পরোয়াও করে না। এই ছাত্রছাত্রীগুলো যে ইতিহাস পড়ে বড় হয়েছে, সে ইতিহাস খণ্ডিত। এরা প্রশ্ন তুলেও কোনো সদুত্তর পায়নি। এরা বড় হতে হতে বুঝে গিয়েছে, এ দেশের সমীকরণ কী? এরা বঞ্চিত হয়েছে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার 'ভোট' থেকে। তার মানে, এরা কি ভোট দিতে যেতে পারতো না? অবশ্যই পারতো। কিন্তু, গিয়ে কী লাভ? যেখানে ব্যালট বাক্স ভরে যাবে বিনা ভোটে, সেখানে রিক্সা ভাড়া খরচ করে গিয়ে কোনো লাভ নেই, এইটা এরা বুঝে গিয়েছিল। যে বয়সটাতে ওরা রাজপথে, তাদের অভিভাবকরা অথবা পরিবারের কেউই হয়তো মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তবে কী তারা রাজাকার? এজন্যই কী তাদের ঐ ৪৩% কোটা নিয়ে মারামারি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না? "মেধাভিত্তিক কোটা চাই, চাকরীর নিশ্চয়তা চাই"- এই সব স্লোগান পাল্টে গেল সেই বিকেলে। রাতের মধ্যে লেখা হলো নতুন স্লোগান, "তুমি কে আমি কে ,রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে,স্বৈরাচার, স্বৈরাচার। চেয়েছিলাম অধিকার,হয়ে গেলাম রাজাকার।"

রাজাকার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঘৃণ্য নাম। স্লোগানটির প্রথম দুটো লাইন নিয়ে সরকারী ও আওয়ামী লীগের তোষামদি স্তাবকরা চাউর করতে লাগলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অপমান করা হয়েছে। এরা সকলেই স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ওবায়দুল কাদের ঘোষণা দিলেন, "এই রাজাকারদের ট্যাকেল করতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট"। রাজপথে হাসিনার আদেশে নেমে গেল আওয়ামী লীগের পেটোয়া গুণ্ডা বাহিনী আর পুলিশ। যে পুলিশ জন সাধারনের হেফাজতে নিয়োজিত, হাসিনার আদেশে তাদের হাতে উঠে এলো অটোমেটিক রাইফেল। কয়েকদিন ধরে চললো, একতরফা মারপিট, খুন।রংপুরের আবু সাঈদ খুন হলো নির্মম নৃশংসতায়।যে দেখেছে একমাত্র সেই বলতে পারবে, তার মৃত্যুর দৃশ্য ছিল কতটা ভয়াবহ। "মুগ্ধ"- যে পানি এবং বিস্কুট দিতে এসেছিল তার সহযোদ্ধাদের, তার মাথা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল এক সেকেন্ডে। এই ঘটনার পর যে ছেলেটি স্কুলে পড়ে, যার এ মুহূর্তে কোটার দাবীতে পথে নামার কথা নয়, সেও নেমে এলো। কলেজের ছাত্রছাত্রী তাদের ভাইদের হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে শামিল হলো। অভিভাবকরা সম্মুখ সমরে নামলেন, বললেন, গুলি করলে তাদেরকে গুলি করতে হবে প্রথম। শিক্ষকরা চুপ করে বসে থাকাকে অনৈতিক মনে করে ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শামিল হলো মুদি দোকানদার, রিকসাওয়ালা মামা, বাংলাদেশের জনগন। হত্যাকাণ্ডের এই অন্যায় খেলায় প্রতিবাদ করলোনা শুধুমাত্র দলদাসেরা, যাদেরকে আমি বিনা দ্বিধায় বলবো এবং আমাদেরই মাঝে মিশে থাকা ছদ্মবেশী লীগের পাণ্ডারা। এর মধ্যে মহামান্যকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দফা সহ ছাত্রদের দাবীদাওয়া। যেমন, ক্ষমা চাইতে হবে, কয়েকজন মন্ত্রিকে পদত্যাগ করতে হবে। নিহত ছাত্রদের পরিবারে গিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু, মহামান্য তো শেখের কন্যা। বাংলাদেশ তার বাপের তালুকাত। জনসাধারণের কাছে তিনি কেন জবাবদিহি করবেন। তিনি, মেট্রোরেল দিয়েছেন বাংলাদেশকে। তিনি পদ্মাসেতু দিয়েছেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়েছেন। বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছেন, ভোটের অধিকার, কেড়ে নিয়েছেন বাক স্বাধীনতা। অবাধ্য নাগরিককে তিনি ভরেছেন আয়নাঘরে, করেছেন শতাধিক গুমখুন। ভোট চুরি করে গদি আঁকড়ে রেখেছেন একটানা পনের বছর।তিনি এই ভেবে সুখ পান, এ সবই তার অধিকার। তিনি মনে করেন এ দেশটা তার , কারণ দেশকে স্বাধীন করেছেন তার বাবা। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, জনগনকে বাদ দিয়ে কোনো রাজনীতি টেকসই হয় না। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতে দাম্ভিক ও স্বৈরাচারী সরকারের পতনের নিদর্শন রয়েছে। ধীরে ধীরে ছাত্র আন্দোলন রূপান্তরিত "ছাত্রজনতার আন্দোলনে"। হলো সব দফার দফারফা। ১৬ই জুলাইয়ের পর থেকেই ঢাকার রাজপথের উত্তাল বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগে, জেলা এবং অঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রক্তাক্ত জুলাইয়ের ভয়ার্ত চিৎকার দেশের ঘরে ঘরে ১৯৭১ এর হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের থেকেও যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, তা অবর্ননীয়। পথে ঘাটে যে কোনো ছাত্রদের, সাধারণ মানুষদের ধরে ধরে চালান করে দেয়া হচ্ছে কারাগারে। প্রতি রাতেই চলছে crack down. পাক হানাদার বাহিনী যা করেছিল, ঠিক একই কায়দায়। পার্থক্য শুধু এই যে, ৭১ এ, দরজায় বা সিঁড়িতে পাওয়া যেতো রাজাকারের "ঠক ঠক ঠক" বা পায়ের আওয়াজ। আর ২০২৪ শে দরজায় কড়া নেড়েছে সরকারী দলের পাণ্ডারা। ডিবি অফিস থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে যাকে তাকে। পরিবারের স্বজনরা ডিবি অফিসে দেখা করতে গেলে তাঁরা অস্বীকার করছেন। শুনেছি, দরজা খোলার পর একটাই প্রশ্ন ছিল, "বাড়িতে ছাত্র আছে?" এ যেন ৭১ এর সেই প্রতিধ্বনি, "স্যার একটু বাইরে আসবেন? কথা আছে"- তারপর চোখ বেঁধে গুম খুন। ঘরে ঘরে সেই একই হিমশীতল আতঙ্ক, একই আর্তনাদ।শুধুমাত্র পাল্টেছে শোষকের গায়ের জামা, এই দৃশ্যে রক্ষক হয়েছে ভক্ষক। একাত্তরে ভক্ষকই ছিল ভক্ষক। ১৮ই

পনের বছরের এক কুৎসিত জীবন যাপনের পরিসমাপ্তি হোক—এই দাবী ছিল দলকানা, দলদাস, জাতীয় পর্যায়ের চোর ছ্যাচ্চর ছাড়া গোটা বাংলাদেশের। হ্যাঁ, আমরা সকলেই এই স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার পতন চেয়েছিলাম এবং জনগনই ছিল, আর এক বৃহৎ শক্তি।

জুলাই কোটা আন্দোলন তখন আর কোটা আন্দোলন নেই। রূপ নিয়েছে 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে, জনমানুষের তখন একটাই দাবী। স্বৈরাচারী সরকারের পতন। সরকারী খবর এ প্রকাশ ছাত্ররা হানা দিয়েছে মেট্রোরেল, বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, ডাটা সেন্টার ইত্যাদি আরও বেশ কয়েকটি KPI (key performance indicator). আমার ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, যে সমস্ত স্থাপনাকে KPI বলা হচ্ছে সেখানে থাকা উচিত কঠিন নিরাপত্তা। এমন না যে, একজন পুলিশকে একটা ছররা বন্দুক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়। বরং Automatic Rifle টা এখানেই দরকার ছিল। এমন একটা অস্থিতিশীল অবস্হায় সে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন? বিটিভি ভবন একটা দুর্গের মতো। ওখানে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করা যায় না। বেশ কয়েকটা ধাপ পেরোতে হয়। ওখানে নিরাপত্তা ছিল না কেন? শোনা যায়, কর্মকর্তারা জিম্মি হয়ে ছিলেন কয়েক ঘণ্টা। এবং অনেক পরে আর্কাইভ পুড়িয়ে দেয়া হয়। জিম্মি করে রাখবার কোনো কারণ তো দেখি না। যদি, ধ্বংসই লক্ষ্য হতো তাহলে এ তো এক ঘণ্টারও কাজ না।খবরে আরও প্রকাশ, ডাটা সেন্ঢুটারে ডুকে পদ্মা সেতুর জরুরী দলীলপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এবার একটু নড়ে চড়ে বসলাম। পদ্মা সেতুর দলীল দস্তাবেজ "নাই" হয়ে গেলে কার লাভ সবচেয়ে বেশি? প্রশ্নবিদ্ধ হয়, হামলাকারীরা আসলে কারা? বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া সেদিন প্রেস ব্রিফিংএ শোক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেট্রোরেলের জন্য কেঁদে দিলেন প্রায়। একবারের জন্যও নিহত ছাত্রদের জন্য শোকাকূল হলেন না। বরং দুঃখ প্রকাশ করলেন, নিহত পুলিশের জন্য এবং লিগের কতিপয় গুণ্ডাদের মৃত্যুর জন্য, যারা নিরস্ত্র মানুষকে মারতে গিয়ে মরেছিল। পরদিন থেকে রাজপথে নেমে গেল সেনাবাহিনী। নামলো কারফিউ। ইন্টারনেট শাট ডাউন। বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কারণ দেখানো হলো ছাত্রছাত্রীরা ডাটা সেন্টার পুড়িয়ে দেবায় ইন্টারনেট যোগাযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দেয়া হলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে।তথ্যমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদের অসংলগ্ন মিথ্যে কথায় বোঝাই যাচ্ছিল এটি, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়ার আদেশ ছিল। মিথ্যে বলার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে মাফ চেয়েছেন, হয়তো দোয়াও চেয়েছিলেন।

অন্যায়কে অন্যায় বলতে না পারা মৌলিক অনৈতিকতার পরিচয়। অনেক যশস্বী ব্যাক্তিকেই সেই কৈশোর থেকে পছন্দের শীর্ষতালিকায় রেখেছিলাম। এদের থেকে শিক্ষা নিতে ভালো লাগত। শিল্প , সংস্কৃতি এবং সাহিত্য মাধ্যমের মানুষদের উপস্থিতিই অধিক ছিল। টের পাচ্ছিলাম, এরা ঝরে যাচ্ছেন একের পর এক। অবাক বিস্ময়ে দেখেছি নিবেদিত প্রাণে নির্লজ্জের মতো, বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়ার প্রেমে তারা তখনও হাবুডুবু খাচ্ছেন। বন্দনা করছেন, পুজো করছেন অন্ধ শিষ্যের মতো। অথচ, আপনারাই একদিন কবিতায়, গানে, নাটকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কথা বলেছিলেন। শিখিয়েছিলেন ব্যক্তিপুজোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়।হায়রে দলকানা বুদ্ধিজীবির দল।হায়রে দলদাসের পঙ্গপাল, আত্মাটাকে বিক্রি করলেন কী মূল্যে? জানতে ইচ্ছে হয় বড়ো।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে যে বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল, জুলাই এর শেষের সপ্তাহে তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। জল গড়িয়েছে অনেকটাই। জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। এর মধ্যে একজন প্রধান সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় টিবির সাদা পোষাক পরা লোকজন। একদিন পর, চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। তার সারা শরীরে ছিল আঘাতের চিহ্ন, জমাট বাঁধা রক্ত শরীরের এখানে ওখানে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাকে। আরও একজন সমন্বয়ককেও তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যচার করার সময়টুকু ছাড়া কড়া ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়, এবং পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। খুব সম্ভবত ২৬/২৭শে জুলাই হবে, খবর পেলাম ৬ জন প্রধান সমন্বয়ককে ডিবি (Detective Branch) তুলে নিয়ে গেছে। কাউকে হাসপাতাল থেকে, কাউকে বাড়ি থেকে। এদের পরিবার থেকে স্বজনরা দেখা করতে গেলে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তিনদিন ধরে এদের কোথাও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আইনজীবিরা মাঠে নামলেন। কারণ, বিনা মামলায় কাউকে তিনদিন আটকে রাখার নিয়ম নেই। ৬ জনকেই আদালতে সোপর্দ করার দাবী নিয়ে তাঁরা বিবৃতি দিলেন। হঠাৎই একদিন, একটা ভিডিও ক্লিপ ছাড়া হলো সামাজিক মাধ্যমে, যেখানে রেকর্ড করা হয়েছে, এই ৬ জন সমন্বয়ক দেশের সকল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই ছয় জনের অভিব্যক্তি, শরীরের ভাষা দেখে পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছিল, এদেরকে জোর করে ভুলভাল একটা স্ক্রিপ্ট পড়ানো হচ্ছে। টিবির অফিসে যখন আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি পড়ছিল, তখন ওরা প্রায় প্রত্যেকেই Morse code এর মাধ্যমে ওদের সহযোদ্ধাদের সংকেত বার্তা পাঠিয়েছিল। বিভিন্ন শহর থেকে অন্যান্য সমন্বয়করা পাল্টা বিবৃতি দিলেন, বিপ্লব চলবে। এবং সপ্তাহব্যাপি তাঁদের কার্যক্রম প্রকাশ করলেন। দোসরা অগাস্টঃ ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট খুলে দেওয়া হয়েছিল খুব সম্ভবত ২৯ তারিখে। ঐ সপ্তাহান্তে আমার প্রচুর ব্যস্ততা চলছিল। সকালে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাই। রাতে ফিরি। মন পড়ে থাকে দেশে। বের হওয়ার আগে যতটুকু সময় পাই, টেলিভিশন, সামাজিক মাধ্যম, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে জানতে চেষ্টা করি, কী চলছে বাংলাদেশে। আবার রাত বারোটার দিকে ঘরে ফিরে দু'টো তিনটে পর্যন্ত সেই একই প্রচেষ্টা। যাই হোক, ফেসবুকে এক বন্ধুর পোস্ট নজর কাড়লো। রক্তাক্ত লাল রঙে লেখা "৩৩"। আমরা Baby Boomers প্রজন্ম। নিউরনগুলো নড়ে চড়ে উঠতে একটু সময় লাগে। মাথার মধ্যে "৩৩" নিয়ে বেরোলাম। এ'কাজ করি সে'কাজ করি, কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না তেত্রিশকে। আচানক যেন মাথার মধ্যে একটা বিজলীর ঝিলিক খেলে গেল। হায় রে বাচ্চারা, আমাদের লক্ষীমন্ত বাচ্চারা ! তোমাদের Gen Z দের এই অভিনব কায়দা আমাকে ক্রমশই মুগ্ধ করে চলেছে।আমি ছোট ছোট সব বিন্দুগুলোকে মালায় গাঁথলাম।বুঝতে পারলাম, ছেলেমেয়েগুলো "জুলাইকে" শেষ হতে দেবে না যতদিন না পর্যন্ত এই নির্মম প্রহসনের শেষ না হচ্ছে। "৩৩" শে জুলাই অর্থাৎ ৩ রা অগাস্ট বাংলাদেশের সকল আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি হলো, "Complete Shutdown". এর মধ্যে, "শান্তি রক্ষার্থে" সেনাবাহিনী তখনও রাজপথে আছে। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া "Shoot at sight" আদেশ অব্যাহত রেখেছেন, এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে কারফিউ চলছে। কিন্তু, জনগনের জোয়ার থামানোর কোনো পথ খোলা নেই। সেদিনও নিরস্ত্র ছাত্রদের সাথে লীগের পেটোয়া হেলমেট বাহিনী আর বিজিবি পুলিশের আর এক রক্তক্ষয়ী কাউন্টার হলো। ছাত্র মরছে। পুলিশ মরছে। গুণ্ডারাও আহত নিহত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয়া হাসিনা তবুও গদি আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন। তাঁর প্রেস ব্রিফিংগুলো বিরক্তিকর হয়ে উঠছে আরও প্রকটভাবে। প্রতিটি প্রেস ব্রিফিং-এ তাঁর স্বজন হারানোর অভিনয় বিষময় হয়ে উঠছে। তিনি বলছেন বটে স্বজন হারানোর দুঃখ তিনি বোঝেন। কিন্তু, তাঁর কাজে প্রমাণ নেই , নেই প্রকাশ, এতগুলো মৃত্যুতে কোনো শোক নেই। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর স্বজন হারানোর ব্যথা ছাড়া আর কারোটা আসলেই বোঝেন কিনা, তা মর্মান্তিক ভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই সময়ের একটা স্লোগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার মধ্যে ছিল তীব্র শ্লেষ।"দিনে নাটক রাতে আটক" কার্যত মাননীয়া তাই করছিলেন। হাসপাতালে যাচ্ছেন, নিহতদের পরিবারের সাথে কথা বলছেন। আহতদের পাশে তার কৃত্তিম সমবেদনা জানাচ্ছেন। কিন্তু, রাতের বেলা লেলিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ বাহিনীদের। বিভিন্ন এলাকায় তারা ত্রাস সৃষ্টি করে রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ছাত্ররা লিখেছিল, "নাটক কম করো পিও"। ৩৩ শে জুলাইএর Complete Shutdown কার্যক্রম শেষ হলো সফল ভাবে। যানবাহন বন্ধ, জনজীবন বাধাপ্রাপ্ত, ব্যবসা বানিজ্য স্থগিত, কিন্তু তাদের কোনো অভিযোগ নেই। আপামর জন সাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল ঐতিহাসিক। মাননীয়া তার ভাষণে জানালেন গণভবনের দরজা খোলা। ছাত্রছাত্রীদের সাথে তিনি আলাপে রাজী আছেন। যা যা দাবী আছে তিনি ভেবে দেখতে রাজী। যা সম্ভব, তিনি মেনে নেবেন। এই প্রস্তাবে পরিষ্কার , তিনি গদি ছাড়বেন না এবং অচিরেই আরও একটি প্রহসনের সম্ভাবনা। আলাপের প্রস্তাবও এতটাই বিলম্বিত যে, ততক্ষণে তিনি Checkmate এর challenge নিয়ে দাবার বোর্ডে একাকী হিমশিম খাচ্ছেন। মন্ত্রীরা তাকে একা করে দিয়ে পালিয়েছেন যে যার মতো। ৩৪ শে জুলাইঃ গণভবন ঘেরাও - এক দফা এক দাবী, স্লোগানে ধ্বনিত হলো, স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ চাই"। আগেই উল্লেখ করেছি যে এই সপ্তাহটা বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে চলছিলাম। আমাদের সবারই বুক দুরু দুরু। আজ কিছু একটা হবেই। নিজেদের মধ্যেও আলোচনা হচ্ছিল, যে আমরা যতজন সম্ভব টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে যাবো এবং ক্যাপিটাল হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবো এই স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু, অতটা সময় আমাদের হাতে আছে কি? রাতে বাড়িতে ফিরবার পর আবারও সেই সংবাদ সংগ্রহের কাজ। প্রায় রাত বারোটা। সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছিল ঢাকার অবস্থা। বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে গণজমায়েত শুরু হয়েছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য।ধীরে ধীরে গমগম করতে শুরু করল আনাচ কানাচ। গর্জে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশ আবার। কোনোরকমে রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করছিল আরও একটু সময় জাগবার কিন্তু সারাদিনের ক্লান্ত অবসন্ন শরীর সায় দেয়নি।

৩৫ শে জুলাই :৫ই অগাস্ট বিজয়ঃ ভোরবেলা অ্যালার্মের আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠলাম। বুকের ভেতরে বাজছে ডামাডোল। কী হলো কী হলো উদ্বেগ। ঘুমের ঘোর কেটে গেছে বহু আগে। আহা, এও সম্ভব হলো শেষ পর্যন্ত। সামাজিক মাধ্যমে ভেসে আসছে বিজয়ের আনন্দ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয়া মহোদয় পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং শুধু তাই নয়, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁকে। এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গণভবনে ঘটে গেছে অনেক কিছু। সেনাবাহিনী তার পাশে থাকতে রাজী হয়নি। শেষ অস্ত্র হিসেবে তিনি পুলিশ বাহিনীকে ইস্তেমাল করেছিলেন, বলেছিলেন আরও হাজার খানেক লাশ ফেলে দিতে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের একদিন শেষ হতে হয়। জনগণই নির্বাচন করে তাদের অভিভাবক। অভিভাবককে দাঁড়াতে হয় জনগনের পাশে। নতুবা, বিশ্বের ইতিহাস বাদই দিলাম— বাংলাদেশ বার বার প্রমান করেছে, এই দেশে স্বৈরাচার গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এই বাংলাদেশে ২০২৪ শে তারুণ্যের হাত ধরে যে বিপ্লব এল- অনেকেই বলছে এর নাম, "Monsoon Revolution". এই লেখার সময়কাল পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা আমি দেখিনি। তবে, একথা অনস্বীকার্য, এক যুগেরও বেশী একটি বিষাক্ত স্বৈরতন্ত্রকে হটিয়ে দেয়ার জন্য এই বিপ্লবী এবং অকুতোভয় সেনানীদের সোচ্চার প্রতিবাদ বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। সুতরাং এমন একটা গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মাটিতেই সম্ভব। এমন শিরদাঁড়া বাংলাদেশীদেরই আছে। চারটে গুলি বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়ার পরও বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে একজন আবু সাইদ। টিয়ার শেলে চোখ রক্তলাল, তারপরও মুগ্ধ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, "পানি লাগবে? পানি লাগবে? সেই মুহূর্তেও সে জানে না. এক সেকেন্ড পরেই সে রক্তাক্ত হবে। একজন মুদি দোকানওয়ালা, তার দোকানের সব বিস্কুট চানাচুর নিয়ে বের হয়ে বিলিয়ে দেয় ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে। লাভ ক্ষতির হিসেব তখন মূল্যহীন।শত শত মা, তার নিজের হাতে রান্না করা খাবার খাইয়ে দেয় যে ছেলেটি বা মেয়েটির সাথে তার পথে দেখা হয়ে যায়। অথচ জানে না, তার সন্তান কই? এই আন্দোলনে জনসাধারণরাই অর্থসংকট দূর করে।যারা জন্মাবধি এই নজীরবিহীন প্রতিবাদের চেহারা দেখেননি, তারা তো সন্দেহের গন্ধ খুঁজবেনই। জেনে নিন, দেখে নিন - এই সাহস অকল্পনীয় , অপ্রতিরোধ্য।

পনের বছরের এক কুৎসিত জীবন যাপনের পরিসমাপ্তি হোক—এই দাবী ছিল দলকানা, দলদাস, জাতীয় পর্যায়ের চোর ছ্যাচ্চর ছাড়া গোটা বাংলাদেশের। হ্যাঁ, আমরা সকলেই এই স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার পতন চেয়েছিলাম এবং জনগনই ছিল, আর এক বৃহৎ শক্তি।

কার্পাস

নীলকণ্ঠ পদাতিক

দীপ হও অথবা নক্ষত্র-
যতোটুকু আলো থাক, হোক তা সামান্য
হোক তা অকিঞ্চিৎ, ফিরিয়ে দেবেনা কেউ।

কিন্তু তোমার বুকের মধ্যে জ্বলা
অশান্ত আগুনে ঢেউ,
হোক তা সামান্য হোক তা নগন্যতম,
কাকে দেবে?

জীবনের কথা বলো দার্শনিক!
পাখি আর ফুলের গল্পে শুধু প্রেম নেই;
জীবনের বেলাভূমি, জীবনের কোলে
প্রয়োজন- ক্ষুধা ও আগুন-পাশাপাশি শুয়ে থাকে।

একবেলা তরলের স্বাদ
দুইবেলা মৃত্যুমুখী ধ্রুবতারা।
কার্পাস! কার্পাস!
নববধূ, চাঁদনী রাত, বৃষ্টির সঙ্গম
সব কিছু গলে জল।

আর সেই জলের মধ্যে জীবন!
নিকোটিন, কুমারী রাত, অভিশপ্ত আপেলের শ্বাস
একটা আকাশ, একটা সুর্য,
নিরপেক্ষ বৃদ্ধ ভদ্রলোক-প্রত্যেকে হাবু-ডুবু খায়।

কালিক কাব্য

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

কিভাবে জানবে তুমি এক অভিশপ্ত রাতে
তোমাকে নিয়ে লিখতে হবে গদ্যময় রক্তের কবিতা !
গভীর নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে উঠবে দুঃস্বপ্নের পৃথিবী।
আশরীরী ছায়ারা চারপাশে রক্তচোষা নিশাচর -
চোখে মুখে ফুটে থাকে রক্তের নেশা।
কিভাবে জানবে তুমি অ্যালিসন মহল্লায় এমন
অরণ্য বাসর
গা ঢাকা অন্ধকারে হিংস্র হায়নার বাসা !

ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ওরা সহজ শিকার পেলব শরীর
নারী মাংসপিন্ড তাল।
ভেনাসের মূর্তি থেকে দেবত্ব বাদ দিলে
পড়ে থাকে যৌনতার কঙ্কাল।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তুমি
তোমার পবিত্র হাতে আজ সে দীপশিখা নিভন্ত নিশ্চল।

কান ও চিল

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

পালকের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে চিল
মানুষ উড়ে যাচ্ছে
চোখে দেখা আকাশ নেমে আসে নিচে
পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে
যেখানে মাটির সাথে কথা হয় মেঘের
সেখানে বৃষ্টির ধোঁয়া ওড়ে
তীব্র ঘ্রাণ হেঁটে যায় বাতাসে
পালকের নিচে দাঁড়িয়ে হাসে চিল

কানের খোঁজে ক্লান্ত পাতা
চোখ ঢুকে যাচ্ছে শূন্যতায়
মানুষ এখন হুজুগে মাতাল
মগজহীন মাথা চাপিয়ে রাখে ধড়ে

এর চেয়ে ঢের ভালো সময়ের চিল।

দুখিনী মাতৃভূমি

বশির আহমেদ

ভাদ্রের বৃষ্টি জলে মিশে গেছে ব্যথার সলিল
বিপন্ন মানবতার বিমর্ষ জুলাই রেখে গেছে
অত্যধিক ক্ষতের চিহ্ন
প্রতিটি মৃত্যুর সংবাদ,
বিদীর্ণ করে বুকের পাঁজর
চব্বিশের সমর ক্ষেত্র ছাপিয়ে গেছে-
বায়ান্নর ইতিহাস।
হে দুখিনী মাতৃভূমি; আমাদের ক্ষমা করো।

আবু সাঈদ একটি ইতিহাস

সোহরাব হোসেন

কে বলে তুমি ব্যর্থ? তুমি স্বার্থক!
তুমি জাগ্রত বাঙালি জাতির মুখরিত স্লোগান
তুমি সাহসী নেতৃত্বে গাও নজরুলের জয়গান।
তুমি উদিত রবির ঝলমলে সোনালি সকাল
তুমি কোমলপ্রাণে নব উদ্যোগ -
দৃঢ় সংকল্পে - দৃঢ় বিশ্বাস।
ব্যর্থ নও তুমি, ব্যর্থ নয় তোমার আত্মার চিৎকার
ব্যর্থ হয়েছে ওরা, সীমাহীন নির্মম নিষ্ঠুরতায়
লজ্জার বেষ্টনীতে মোড়ানো ঠোঙার ভালবাসায়!
দুঃখ ভরা বুকে মাখিয়ে পথের ধুলি,
বিনা অনুমতিতে বিবেকহীনে করেছে গুলি।
তুমি রবে নিরবে ঐ লাল সবুজ মানচিত্রে,
তুমি রবে শহর বন্দর চত্বরে চত্বরে দাঁড়িয়ে
তুমি রবে সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীর হৃদ বন্ধনে
কিম্বা নির্মিত উঁচু ভবন উল্লেখিত নাম ফলকে;
কালের স্বাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।
বাহান্নোর ভাষা সৈনিকের ন্যায় আবু সাইদ
একটি ইতিহাস, রাতের আঁধারে তৈরি শহীদ মিনার!
লজ্জিত জাতি ভুল সিদ্ধান্তে'ই করছে হাঁসফাঁস,
স্মরণীয় দু-হাজার চব্বিশে অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

ছাত্রদের প্রতি

অঞ্জন ব্যানার্জ্জি

তোমার হাতে লুণ্ঠিত
ভেনাসের ভাষ্কর্য
বিশ্বকবির মূর্তি
নারীর গোপন আবরণ, নারীর সম্মান।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে
সংখ্যালঘু,
জাতীয় সম্পদ,
বিদেশী নাগরিক।

যদি বল ঝড়ের তান্ডব করেছিল দিশেহারা
বুকের ধ্বনিতে এখনও মিলনের আজান
শরীর জুড়ে মানবতার উচ্চাঙ্গ সংগীত
তবে পদশব্দে পদশব্দ মিলুক, বাজুক
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
ভোঁতা হোক দুর্বৃত্তদের বাড়ানো হিংস্র ক্ষুধার্ত অসি।

দুটি পথ

রোমানুর রোমান

এক দিকে স্নেহের আশ্রয়,
অন্যদিকে হৃদয়ের প্রণয়
দুই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি-
দ্বিধার গভীর সাগরে ভাসি ডুবি।

স্নেহের ছায়া জন্মঋণ, স্বপ্নে জাগে তাদের আশা
প্রেমিকার চোখে তীব্র প্রেমের দীপ
যেখানে নতুন পৃথিবী সৃষ্টির সম্ভাবনা।

একপাশে পারিবারিক মুল্য কিংবা সম্মান শপথ
অন্যপাশে মায়া দেখিয়ে না ঠকানোর আহ্বান,
এই দ্বিধা মেশানো হৃদয়ে, কোথায় ঠিকি সান্ত্বনা?

কোন পথে ফেরা হবে শেষ পর্যন্ত,
এখনো কিছুই হয়নি জানা।

আসবে কি পথের মীমাংসা,

দ্বিধার বন্ধনে টুটবে সব বাঁধা?
কবে সেই সময়ের অবসান হবে, সময় যে ক্ষীণ!

রক্তিম বিজয়

সৌরভ দুর্জয়

যেই বিজয় উল্লাসে কান্না আসে নয়ন গড়ায়,
শহীদের রক্তমাখা ; মুখ হাসে অসীম আকাশে।
হৃদয় সাগর তলে, রক্ত বহে, অগ্ন্যুৎপাত হয়
সেই বিজয় কেবল, মিছিল আর স্লোগান নয়।
তোমার আমার ভাই, সন্তান, পিতা, বন্ধুর রক্তে
ভেজা, রক্তিম পতাকা; মায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্মান।
স্বৈরাচারীর পতনে, জনতার বিজয় কেতন
উড়ে পত পত করে, কাঁদে মায়ের বিরান বুক।
রক্তিম বিজয়ে তাই, কান্না আসে হাসি থাকে দূরে,
অশ্রু ঝরে বারে বারে রক্তঝরা লাল বুক দেখে।

ছেলেটাকে কি চেনো?

মহসিন আলম মুহিন

ছেলেটাকে কি চেনো?

না চিনলে শোনো! কবি আল মাহমুদের ভাষায় বলতে হয়-

কালো সে তারিখ, কালো সে ওয়াক্ত!

বৃষ্টি কোথায় বৃষ্টিতো নয়! আবু সাঈদের রক্ত! আবু সাঈদের সহযোদ্ধাদের রক্ত!

পুলিশ কে? আমার ভাই। বিজিবি কে? আমার ভাই। সেনাবাহিনী কে? আমার ভাই। দলীয় কে? আমার ভাই। প্রধানমন্ত্রী কে? আমার সকল আশা। বিরোধী কে? আমার কথা বলার ভাষা। ভিন্ন মতের, ভিন্ন পথের, ওরা কে? আমার ভাই। তবে কেন রক্তচোষা? ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্ত খাই?

যার গেলো সেইতো বোঝে-বিরোধীরা শুধু লাভই খোঁজে, আর কত রক্ত দেবো মা তোমায়?

আমরা কি "মা" নই তোমারই ভক্ত? কত তিতুমীর, কত ঈসা খাঁ-আপোষহীন, আপোষহীন শিক্ষা মহররম আর কারবালা!

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার-তবুও কেন এখনো রক্ত ঝরা? বর্গীরা নেই, পাকিরাও নেই-তবে দেশজুড়ে ওরা কারা? বাজ পাখির মতো ছোবল মারে!

মা হয় সন্তান হারা, পিতা হয় পুত্র হারা! কেহ বলো কোটা বিরোধী, কেহ বলো কোটার পক্ষে! কেহ আবার আমজনতা, কারো আবার দলীয় লেবাস বক্ষে? মা কি বোঝে লীগ, দল, জামাত, শিবির মৈত্রী-তার যে জঠরের ধন-তার কেন এই দুর্গতি!

বের হয়েছে ছেলে-মেয়ে আনবে আলো ঘরে! সেই যে গেল, কেন ফেরে না সূর্য ডোবার পড়ে? মা-বাবা কেন কেঁদে মরে, মর্গে মর্গে ঘুরে! পড়ে আছে শত বেওয়ারিশ লাশ, লাশ কাটার ঐ ঘরে! তোমাদের বুঝিনা মতিগতি! আর কত রক্ত ঝরলে হবে তোমাদের সুমতি!

এখনো কেন ঘুমিয়ে আছো দেশের যারা কর্ণধার? তোমার ভাইয়ের, তোমার বোনের, তোমার কন্যা, তোমার ছেলের-মৃত্যু হলে, মার খেলে, তোমার কিসের গর্ব, কিসের থাকলো অহংকার?

হিজরী সনের প্রথম মাসে-বাংলা কেন কারবালা? কই এখানে নেইতো ফোরাত নদী? কই, নেই এখানে ঐ সে নদী দজলা? কোথা থেকে এলো পামর সীমার? এজিদ, এলো কবে কোথা থেকে? কেন এতো কাটা-কাটি?

ওগো দেশপ্রেমিক, শান্তির ঝাণ্ডা উড়িয়ে এসো, এসো হে কাণ্ডারী-বাঁচাও এ দেশ, বাঁচাও দেশের মানুষ, মা ও মাটি। এসো হে বীর, ত্বরা করে এসো-এসো হে মানুষ খাঁটি। আর কত অপেক্ষা-তিপ্পান্ন বছরেও মনের হয়নি উন্নতি! নফল নিয়ে মারামারি, ফাটা-ফাটি! তবে, ফরজ পালনের কি গতি? নিজেকে চেনো, অন্যের যা প্রাপ্য, ষোল আনা দিয়ে দাও, দম্ভ অহমিকা ঝেড়ে ফেলে মাটির মানুষ, মাটির মতো হয়ে যাও।

Fobana Convention
34th FOBANA CONVENTION
MARYLAND 2024
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
নৃত্যাঞ্জলী
ফোবানা কনভেনশন মেরিল্যান্ড
AUGUST 30TH, 31ST & 1ST SEPTEMBER 2024
VENUE: HOTEL HILTON GAITHERSBURG
620 Perry Parkway Gaithersburg, Md 20887
CONTACT FOR STALL AND SPONSOR:
Bablu : 929-393-4228 | Sarwar: 240-848-0111
Mamun : 202-527-5297
Shah Nawaz
Chairman
Fobana Stearing committee
Kazi Shakhawat Hossain Azam
Executive Secretary
Fobana Stearing committee
Jahangir Kabir Bablu
Convener
Kabirul Islam
Chief Advisor
Mohammad Sarwar Miah
Member Secretary
Media Partner:
asian tv
আজকাল
আনন্দ বিনোদন
Desi Events GO
HOST:
BANGLADESHI AMERICAN FOUNDATION INC.

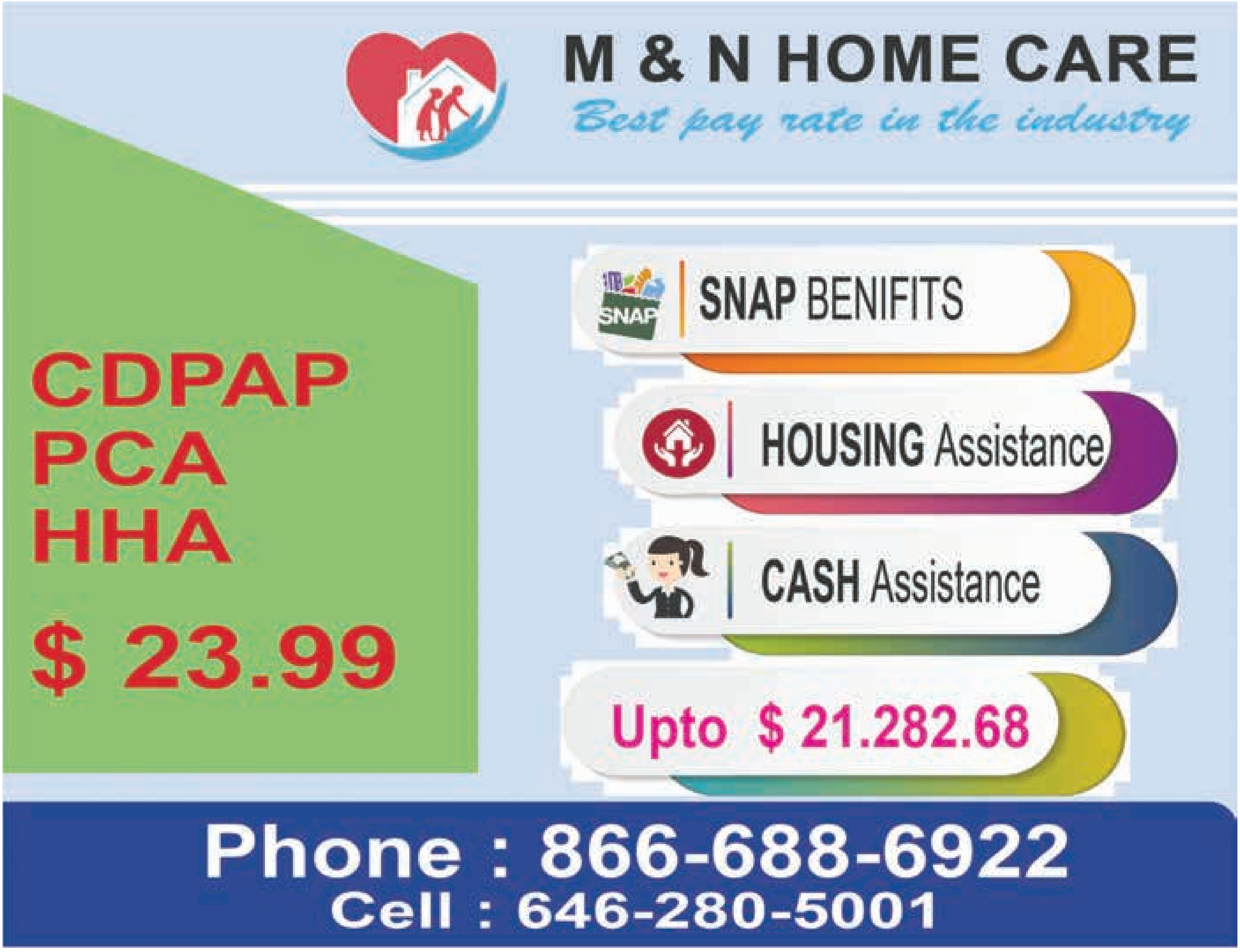
M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
2022
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
22 August 2024, Thursday, Issue 388
২২ আগস্ট ২০২৪, ৭ ভাদ্র ১৪৩১, ১৭ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমলা হ্যারিসকে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আক্রমণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

কমলা হ্যারিস

আসছে নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে নতুন করে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনের আগে চারটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে জনমত জরীপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে গেছেন কমলা। এ পরিস্থিতিতে ট্রাম্প পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে গত শনিবার কমলাকে আক্রমণ করেন 'বামপন্থী' ও 'উন্মাদ' বলে।

ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মার্কিন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

বন্যা টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে আসা ঢলে প্লাবিত হয়েছে অনেক জেলা। এর মধ্যে ফেনী ও নোয়াখালীতে বন্যাকবলিত হয়েছে ১৮ লাখের বেশি মানুষ। বৃষ্টি ও ঢলে নতুন করে পানি ঢুকতে শুরু করেছে ফেনী সদরে

মার্কিন নাগরিকত্ব
জীবনসঙ্গী ও সৎ সন্তানের জন্য আবেদন করা যাবে

বিশেষ প্রতিনিধি

ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS), ১৯ আগস্ট, ২০২৪ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নন-সিটিজেন বা অনথিভুক্ত স্বামী/স্ত্রী এবং সৎ সন্তানদের জন্য বিদ্যমান সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অধীনে প্যারোলের জন্য অনুরোধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্যারোল প্রোগ্রামটি ১৮ জুন, ২০২৪- এ অভিবাসন ব্যবস্থায় পারিবারিক ঐক্যের প্রচারে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা করেছিলেন। জুন মাসে ঘোষিত এই প্রোগ্রামটি প্রায় ৫ লাখ লোককে আইনানুগ কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

অনেক অভিবাসী এ দেশে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেন এবং বছরের পর বছর ধরে থাকার পরও দেশ ছেড়ে যেতে হয়। নতুন এই নিয়ম, আইনি মর্যাদা ছাড়া মার্কিন নাগরিকদের স্বামী/স্ত্রী এবং সৎ সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি তাদেরকে বৈধ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দিবে যা গ্রিনকার্ড নামে পরিচিত। তারা তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিটের জন্যও যোগ্য হবেন। তবে আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে তারা ১৭ জুন, ২০২৪ এর

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

দেশে অস্থিরতার প্রভাব পড়ছে ট্রাভেল ব্যবসায়

নিউইয়র্ক

এ সময়ে আশানুরূপ ব্যবসা না হওয়ায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, সরকার পতন ও পরবর্তী অস্থিতিশীল অবস্থাসহ নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রভাব ফেলেছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মালিকানাধীন ট্রাভেল ব্যবসায়। প্রবাসীদের দেশে ভ্রমণ বাতিল, ভ্রমণে গিয়ে দেশে আটকা পড়া ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভ্রমণ বিরতিসহ নানা কারণে ক্ষতির মুখে পড়েন এসব ব্যবসায়ীরা।

গ্রীষ্মের এ সময় ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর জমজমাট ব্যবসা হওয়ার কথা থাকলেও আশানুরূপ ব্যবসা না হওয়ায় বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘট্নাকে দায়ী করছেন এ খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ে লোকসান চলার এ সময়ে নতুন বিভ্রাট

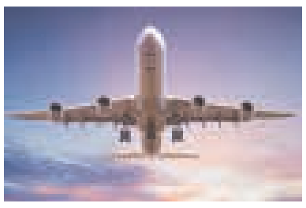

ফ্লাইট মিস। ফ্লাইট মিস যাত্রীদের নতুন করে ফ্লাইট বুকিংকের সমস্যা সামাধান করতেও পড়তে হচ্ছে বাড়তি বিড়ম্বনায়।

ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা জানান, কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কর্মজীবী মানুষের পরিশ্রম ও অবদানে শহরটি চলে: এরিক

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউ ইয়র্কবাসীদের আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে বিনামূল্যে পরিবেসেবা দিয়ে যাচ্ছে অ্যাডামস্ প্রসাশন। জননিরাপত্তা, ব্যবসা, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আরও অনেক কিছুতে কর্মজীবী মানুষের কাজ, শ্রম এবং অবদানের কারণে সম্প্রদায় ও শহরের সমৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খলতা চলে বলে বিশ্বাস করেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সাক্ষাৎকার

আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা

অ্যাটর্ণী আলমগীর

অ্যাটর্ণী মোহাম্মদ আলমগীর। পুরো যুক্তরাষ্ট্রের পরিচিত মুখ অ্যাটর্ণী আলমগীর দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে বার হাজারেরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশীকে আইনী সহায়তা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পথ করে দিয়েছেন। তাদের অনেকেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। তাদেরই বংশধরেরা আমেরিকায় আভিবাসনের সুযোগ পাচ্ছে যা অব্যাহত রয়েছে। আগামী আগস্ট ৩০, ৩১ ও সেপ্টেম্বর ১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাটর্ণী আলমগীর। ফোবানা সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন সাংবাদিক ***শাহিদ মোবাশ্বের***

প্রশ্ন: জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাজীবন নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলুন!

অ্যাটর্ণী আলমগীর: সংক্ষেপে বলব যে আমার বেড়ে ওঠা গ্রামে এবং সেটা হচ্ছে বিক্রমপুরে। বিক্রমপুরের ভরাকর গ্রামে আমার জন্ম এবং কলমা স্কুলে আমার শিক্ষা জীবন শুরু। আমি স্কুল জীবন শেষ করে ১৯৭২ সালে ঢাকাতে আসি। এরপর ১৯৭৬-এ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগে ভর্তি হই এবং ৮১ সালে আমি আমেরিকায় আসি। এখানে এসে

অ্যাটর্ণী মোহাম্মদ আলমগীর

প্রথমে আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এমবিএ করি। এরপর হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ল করি ১৯৮৫ সালে। ইন্টারেস্টিংলি আমি যখন "ল" স্কুলে ভর্তি হই তখন যুক্তরাষ্ট্রের আজকের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও তখন ঐ হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলেন। যাহোক আমি আইনে হাওয়ার্ড থেকে "ল" শেষ করি ১৯৮৯ সালে। তারপর আমি পরীক্ষা দিয়ে অ্যাটর্নি হই। এর পরেই অ্যাটর্ণী হিসাবে আমার কর্মজীবন ট্রায়াল অ্যাটর্ণী ও ইমিগ্রেশন অ্যাটর্ণীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় "ল" প্র্যাকটিস করতাম।

প্রশ্ন: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জানতে চাই!

অ্যাটর্ণী আলমগীর: আমি প্রথমে একটি "ল" ফার্মে লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু করি। অতপর আমি অ্যাটর্ণী হই। এর পরই যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার বাঙ্গালীসহ অন্যান্য দেশের লোকেরাও আমার ক্লায়েন্ট হয়। কর্মজীবনে আফ্রিকা, ইউরোপ ও বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোর অনেকেই আমার ক্লায়েন্ট হয়। আমার প্র্যাকটিসের ৮০ শতাংশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন নিয়ে। এছাড়াও আমি অনেক বছর ডিভোর্স, পার্সোনাল ইনজুরি ও কনট্রাকচুয়াল এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ বিজনেস এগ্রিমেন্ট

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com